উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বাউলে মজেছে ইউরোপ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

গার্ডেনরিচে বিনিয়োগ সাড়ে ৩ হাজার কোটি ৫

‘আপনাদের রাগি মুখটাই ওদের কনটেন্ট’ ৭

দিল্লি পুলিশের গাইডলাইন

শিলিগুড়ি ৬ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 24 August 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 97

‘নকল সোনা’ বিক্রিতে গ্রেপ্তার এক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সোনা নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল! ধাঁধার থেকেও জটিল এই প্রতারণার ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশের জালে এক। খোঁজ চলছে আরও এক কীর্তিমানের।

৮১ গ্রাম ধাতুর মধ্যে ১ গ্রাম বাদে বাকি পুরোটাই নাকি নকল! নিউ সিনেমা রোডের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে বর্ধমান রোড এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত শুভম মিশ্র পাঙ্খাবাড়ির বাসিন্দা। শহর শিলিগুড়িরই একটি গ্যারাজের কর্মী তিনি। সাগ্নিক দাস নামে অপর তরুণ পলাতক।

- ঋণপ্রদানকারী সংস্থার দুটো শাখায় ৮১ গ্রাম সোনার গয়না জমা দিয়ে লোন নেওয়া হয়
- অভিযোগ, ৮০ গ্রামই নকল জানতে পেরে টাকা মেটাতে দুই অভিযুক্তকে চাপ দেন সংস্থার এক কর্তা
- ফন্দি এঁটে শুভম ও সাগ্নিক নকল সোনার গয়না বিক্রি করে দেন
- বাজারদরের চেয়ে কম দাম হওয়ায় লুফে নেন ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী

ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের অক্টোবরে। শুভমের দাবি, তাঁরই এক পরিচিত ব্যক্তি সোনার গয়নার পরিবর্তে লোনের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। কমিশন হিসেবে ৭৫ হাজার টাকার প্রস্তাব দেন। অফার লুফে নেন শুভম। এরপর তিনি যোগাযোগ করেন পূর্বপরিচিত সাগ্নিকের সঙ্গে। এই তরুণ এক ঋণপ্রদানকারী সংস্থার কর্মী। সংস্থাটির এ শহরে তেরোটি শাখা রয়েছে। পরিকল্পনামাফিক মোট সোনা দুটো ভাগে পানিট্যাঙ্কি মোড় ও সেবক রোডের শাখায় জমা দিয়ে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার লোন নেন শুভম। সেই ব্যক্তিকে টাকাটি দিয়ে নিজের কমিশন বুঝে নেন।

শুভমের মাধ্যমে মাসকয়েক কিস্তিও মিটিয়েছেন শহর সংলগ্ন এলাকার ওই বাসিন্দা। এরপর আচমকা তিনি যোগাযোগ বন্ধ করে দেন বলে দাবি। কিস্তির টাকা বকেয়া পড়ে যাওয়ায় ঋণপ্রদানকারী সংস্থার ওপরমহল খোঁজখবর শুরু করে। অভিযোগ, এরপরই গয়নাগুলির মান যাচাই করতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে কর্তাদের। শিলিগুড়ির দায়িত্বে থাকা এক কর্তা শুভম ও সাগ্নিককে সেবক রোডের শাখায় ডেকে লোন বাবদ দেওয়া প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা দ্রুত ফেরাতে চাপ দিতে থাকেন।

এরপরই ফন্দি আঁটেন দুই কীর্তিমান। স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রান্ত কর্মকারের প্রতিবেশী সাগ্নিক। অভিযোগ, সাগ্নিক শুভমকে সঙ্গে নিয়ে প্রান্তের দোকানে যান। শুভম বিপদে পড়েছে, এই অজুহাতে তড়িঘড়ি ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিতে বলেন। বদলে সেই সংস্থায় জমা রাখা গয়না তাঁকে নিতে বলেন। বাজারদর কম দেখে রাজি হতে দেরি করেননি স্বর্ণ ব্যবসায়ী। টাকা দিয়ে গয়না নিয়ে নেন। যদিও, খুশি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অন্য গয়না গড়ানোর উদ্দেশ্যে গলাতে গিয়েই বুঝতে পারেন প্রায় পুরোটাই নকল। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ঋণপ্রদানকারী সংস্থার শিলিগুড়ির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটিকে ফোন করলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করে নেন। শুভম নানা বাহানায় তাঁকে এড়াতে থাকেন। পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রান্ত।

ওই ঋণপ্রদানকারী সংস্থার কারবার দেশজুড়ে ছড়ানো। দুটো শাখায় যাচাই না করেই একজন কর্মীর (সাগ্নিক) সুপারিশে কেন এত পরিমাণে গয়না জমা রাখা হল, সেই প্রশ্ন উঠছে। *এরপর দশের পাতায়*

বাগানে লাল আগুন

এডমুন্ডের হ্যাটট্রিক ও হাবাসের ট্যাকটিক্সে উড়ে গেল মোহনবাগান

ডুরান্ড জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৪
(বিপিন, এডমুন্ড-হ্যাটট্রিক)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (মনবীর)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : বাঁদিকের গ্যালারির পুরোটা বিরতিতেই ফ্ল্যাশবালবের আলোয় মশালের মতো জ্বলতে শুরু করেছে। আর ম্যাচে মশালের আলোয় উজ্জ্বল চারিদিক! যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে এই লাল রঙে রাঙিয়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নিলেন এক মিজো তরুণ। বাইচুং ভুটিয়া, চিডি এডে আর কিয়ান নাসিরিদের মতো ডার্বির ‘হ্যাটট্রিক হিরো’-দের তালিকায় এবার নাম তুলে নিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা।

ডার্বিতে গোল করাটা তিনি অভ্যাসে পরিণত করেছেন। গত মরশুমে আইএসএলের ১-১ হওয়া ম্যাচেও ইস্টবেঙ্গলের গোলটা ছিল তাঁরই। হয়তো চিড চার গোলের রেকর্ডও ছুঁতে পারতেন, কিন্তু পায়ে টান লেগে যাওয়ায় তাঁকে তুলে নিতে হয়। ১২, ২২ ও ৪৪ মিনিটে এডমুন্ডের তিনটি গোল। ১০ মিনিটে প্রথম গোল বিপিন সিংয়ের। ইস্টবেঙ্গলই বা এত আধিপত্য নিয়ে কবে খেলেছে? প্রথমার্ধেই চার গোল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ডিফেন্সকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে। হল মোহনবাগানের দিকেও একটা গোল। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচের দেওয়াল লিখন লেখা হয়ে গিয়েছে। প্রথমার্ধের ওই ৪-১ ফলই থাকল শেষপর্যন্ত। ২২ বছর পর ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সঙ্গে ছুঁল মোহনবাগানের ১৭ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড।

ফুটবল মাঠের প্রচলিত কথা, ‘একজন কোচ ততটাই ভালো, যতটা তাঁর দল।’ কিন্তু উলটোটাও বোধহয় ঠিক। কখনো-কখনো কোচের জন্যও ডুবতে হয় দলকে। ম্যাচের আগের দিন বড় বড় কথা যেসব কোচ বলেন, বহুবার দেখা গিয়েছে তাঁর দল মাঠে গিয়ে ডুবেছে। সঙ্গে ফ্যাক্টর হয়ে যায় দলের মধ্যে সত্যিকারের একজন অধিনায়ক থাকা এবং এই দুই ফ্যাক্টরেই এদিন কুপোকাত মোহনবাগান।

গোলের পথে ফাইনালের জয়ের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকা। -ডি মণ্ডল

সেখানে ইস্টবেঙ্গল কোচের হট সিটে বসে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি সাম্প্রতিককালে এদেশের সফলতম কোচ। তাঁর মতো ট্যাকটিশিয়ানের মোকাবিলা করা যে কোনও কোচের পক্ষেই কঠিন। সঙ্গে তিনি যে কোনও দলের দায়িত্ব নিয়েই বদলে দিতে পারেন ফুটবলারদের শরীরী ভাষা। পাশাপাশি মোহনবাগানের তাঁর প্রতি অবিচারেরও শোধ নিলেন। মাঠের মধ্যে গোটা দলকে নেতৃত্ব দিলেন মহম্মদ বসিম রশিদ। উলটোদিকে পাঞ্জাব এফসি থেকে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসকে কেন যে মোহনবাগান কোচ করে এনেছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা হয়তো কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। কারণ বর্তমানে মোহনবাগানের গর্বিত ও উদ্ধত ক্লাব ম্যানেজমেন্ট সাংবাদিকদেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে। আইএসএলে যোগদানের পর থেকে মোহনবাগানের বিপক্ষে ২০২৩ সালের ডুরান্ড কাপ, ২০২৪ সালের সুপার কাপে কার্লোস কোয়াদ্রাত ও গত মরশুমে অস্কার ব্রুজোঁর কোচিংয়ে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে জেতে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এত আধিপত্য নিয়ে জয়! না, মনে করা যাচ্ছে না। বিরতির পর হাবাস নিজেদের দিকের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলেন। ফলে কোনওদিকেই আর গোল হল না। ইস্টবেঙ্গল এদিন খেলল কোনও স্ট্রাইকার ছাড়াই। তারপরেও সেই দলের চার গোলের পিছনে থাকবে কোচের স্ট্র্যাটেজি ও দলের আত্মবিশ্বাস। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সময়ের কথা

ম্যাডাম অগ্নিমিত্রা, ফুটপাথ শুধু হাঁটার জন্য নয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিন, রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়েছে এবং ভোটপ্রার্থী হিসাবে অগ্নিমিত্রা পাল পার্কস্ট্রিটে প্রচারে গিয়ে ফুটপাথে এক প্রৌঢ়ার মুখোমুখি হয়েছেন যিনি বাচ্চার জন্য দুধ গরম করছিলেন। এবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন পরের দৃশ্যটা কেমন হত। নিশ্চিতভাবেই অগ্নিমিত্রা ফুটপাথে বসে পরতেন দুধ গরম করতে। বাচ্চাকে হয়তো দুধ খাইয়েও দিতেন। তারপর প্রৌঢ়াকে জড়িয়ে ধরে তাঁদের দল ক্ষমতায় এলে কীভাবে প্রৌঢ়ার জীবন বদলে দেবেন সেই প্রতিশ্রুতি দিতেন।

ভোট এলে নেতা-নেত্রীদের ওই ধরনের নাটক দেখতে দেখতে আমজনতা অভ্যস্ত। তাই অগ্নিমিত্রারা কী করতেন তা বলতে ভাবতে হয় না। ভোট শেষ। অগ্নিমিত্রারা ক্ষমতা দখল করেছেন। আর শাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের প্রতিশ্রুতির মেকআপ খুলে আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। তাই সহানুভূতির বদলে প্রৌঢ়ার কপালে জুটেছে হুমকি।

দৃশ্যটা অন্যরকম হতে পারত। মন্ত্রী ম্যাডাম এসে প্রৌঢ়ার হাত ধরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, ‘মা, এখানে দুধ গরম করছেন কেন? আপনার কি থাকার জায়গা নেই? বাড়িতে কে কে আছেন?’ তাঁর সমস্যার কথা শুনে থাকার সুবিধা করে দিতে পারতেন, হাতে খাবার তুলে দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। তাতেই গল্পটা বদলে যেত। শাসকের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণাতেও পরিবর্তন আসত। অগ্নিমিত্রা হয়ে উঠতে পারতেন ব্যতিক্রমী।

‘ফুটপাথে বাচ্চার দুধ গরম হবে? পার্কস্ট্রিটে! মজা পেয়েছে নাকি? ... এই হটাও, সব হটাও এখান থেকে’—কথাগুলি, তার বলার ধরন এবং অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে পুরমন্ত্রীর মনে ফুটপাথবাসীদের প্রতি যে ক্ষোভ জমেছিল, তা স্পষ্ট। *এরপর দশের পাতায়*

দুষ্কৃতী রুখতে গিয়ে আক্রান্ত নিরাপত্তাকর্মী

থানার অদূরেই তিন ফ্ল্যাটে চুরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : হাত বাড়ালেই থানা! কিন্তু তাতে দুষ্কৃতীদের যেন বয়েই গিয়েছে। ভক্তিনগর থানার পেছনে বাংলা বাজার রোডের কয়েক পা দূরে একটি অ্যাপার্টমেন্টের পরপর তিনটি ফ্ল্যাটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় যেন তাদের এই ডোন্ট কেয়ার মনোভাবের প্রতিফলন। দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গিয়ে একজন নিরাপত্তারক্ষী আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর হাত ও কপালের কাছে চোট লেগেছে। থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে এমন ঘটনায় ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। টহলদারি ভ্যানের নজরদারিও প্রশ্নের মুখে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সিসিটিভি ফুটেজে হেলমেট পরা দুই তরুণকে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে চুরি করতে দেখা গিয়েছে। তবে ওই দুজন ছাড়াও আরও কেউ চক্রে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ মনে করছে। প্রাথমিক তদন্তে তদন্তকারীদের ধারণা, চক্রের সদস্যরা ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। কয়েক মাস আগে লোয়ার ভানুনগরের একটি অ্যাপার্টমেন্টের একাধিক খালি ফ্ল্যাটেও একই কায়দায় ঘটনা ঘটেছিল। মাটিগাড়াতেও একই কায়দায় একটি অ্যাপার্টমেন্টে চুরি করা হয়েছিল। সেই চক্রই এবার ভক্তিনগর থানার কাছে এসে অভিযান চালিয়েছে বলে তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন। ওই অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ, আইবি সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্তারাও থাকেন। ফলে এই ঘটনায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ চাপের মুখে।

চুরি যাওয়া তিনটি ফ্ল্যাটের মধ্যে দুটির পরিবার বিহার ও গ্যাংটকে থাকে। অন্য ফ্ল্যাটের পরিবার সেখানে থাকলেও গত শুক্রবার জয়গাঁয় গিয়েছিল। রবিবার সকালে ফেরার কথা ছিল। ওই পরিবারের তরফে রাতে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে সোনা সহ নগদ টাকা চুরির কথা জানানো হয়েছে। বাকি দুই পরিবারের কেউ রাত পর্যন্ত শহরে ফেরেননি। তবে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ওই পরিবারের সদস্যদের কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রেইকি করেই চক্রটি অপারেশন চালিয়েছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

আবাসিকদের সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা হেলমেট পরে অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের দেওয়ালের কাঁটাতার কেটে ভিতরে ঢোকে। পরে একটি ব্লকের চতুর্থ তলায় থাকা দুই খালি ফ্ল্যাটে যায়। গ্রিলের তালা লাগানোর অংশ কেটে ভিতরে ঢুকে ঘর লন্ডভন্ড করে। এরপর অন্য ব্লকের প্রথম তলার আরও একটি ফ্ল্যাটে একই কায়দায় ঢুকে ভিতরে সবকিছু তছনছ করে।

আবাসিক অভিনাশ ভারতী বলেন, ‘দুষ্কৃতীরা প্রথম তলার ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় ঘটনাটি ওই ব্লকেই থাকা ওপরের তলার ফ্ল্যাটের এক আবাসিকের নজরে আসে।’ বিকি সাহা বলেন, ‘ঘটনাটি রাত ২টোর পর হয়েছিল। আওয়াজ শুনতে পেয়ে ব্যালকনিতে আসি। তখন দেখি দুজন হেলমেট পরে আমাদের ব্লকের নীচে ঢুকছে। মাকে সবকিছু জানাই। মা নিরাপত্তারক্ষীকে খবর দেন। এর মধ্যেই ওই দুজন চুরি করে পেছন দিক দিয়ে পালাতে থাকে। নিরাপত্তারক্ষী মুখোমুখি যেতেই ওই দুই দুষ্কৃতী তাঁর হাত ও কপালে আঘাত করে পেছনের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়।’ ওই নিরাপত্তারক্ষী বলেন, ‘ওদের হাতে গ্রিল কাটার জন্য ধারালো জিনিস ছিল।’ খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সকালে আইসি মহেশ্বর মাঝি ও সেকেন্ড অফিসার দীপ্তজিৎ ধরও সেখানে যান।

আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিক। রবিবার।

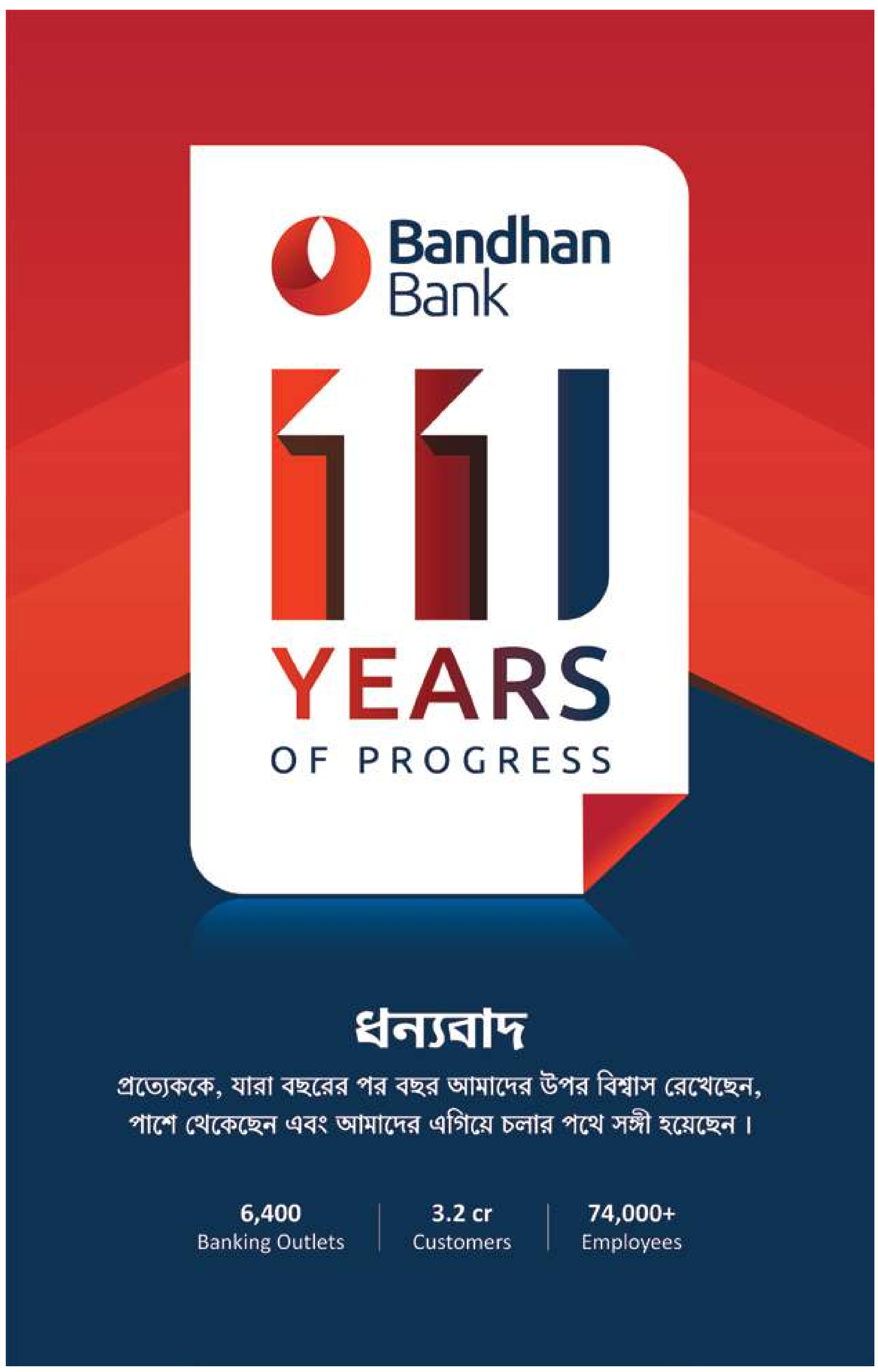

চলতি সপ্তাহে আসছে জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদল

বক্সায় বাঘ থাকার পরিবেশ সমীক্ষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অগাস্ট : বক্সা টাইগার রিজার্ভ কি বাঘ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত? সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বক্সার জঙ্গলে আসতে চলেছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) একটি দল। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহে ২৮ বা ২৯ অগাস্ট ওই দলটি আলিপুরদুয়ারে আসতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

একদিকে যখন এনটিসিএ-র দল কবে আসবে সেটা নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে, তখন বাঘ রাখার জন্য অন্যান্য কাজ জোরকদমে চলছে বক্সায়। বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ নাকি অসমের মানস রিজার্ভ থেকে বাঘ আনা হবে, সেই চর্চা তুঙ্গে। রবিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানান, বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘ আনার বিষয়ে সম্মতি মিলেছে। আগামীতে আরেকটি বাঘ মানস রিজার্ভ থেকে আনা হতে পারে। তবে এনটিসিএ-র দল বক্সা পরিদর্শনের পর এই বিষয়গুলো আরও পাকাপোক্ত হবে বলে বক্সার আধিকারিকরা জানাচ্ছেন।

বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ বা অসমের মানস রিজার্ভ, যেখানে থেকেই বাঘ আনা হোক না কেন, বন দপ্তর বাঘ আনার জন্য একটি দল তৈরি করছে। ওই দলটিকে বাঘ আনার জন্য নির্দিষ্ট জঙ্গলে পাঠানো হবে। সঙ্গে এনটিসিএ-র একটি দলও থাকবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে যে বনকর্মী ও পশুচিকিৎসকেরা বাঘ আনতে যাবেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে বাঘ নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিকল্পনাগুলো করা হয়েছিল, সেই তথ্য সম্পর্কে তাঁদের অবগত করা হচ্ছে।

আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ ছাড়ার কথা। বাঘ রাখার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চালাচ্ছে বন দপ্তর। তবে এখনও কয়েকটি ধাপ বাকি। যার মধ্যে অন্যতম হল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির চূড়ান্ত অনুমোদন। বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি ঠিকমতো হচ্ছে কি না, কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখবেন সংস্থার কর্তারা। কোনও কাজ বাকি থাকলে তা কীভাবে শেষ করা যায়, সেই নির্দেশ দেবে এনটিসিএ।

জঙ্গলের মধ্যে যে এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছে, সেটা দেখবে এনটিসিএ-র দল। এ ছাড়া জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকা যুক্ত করে পাশাপাশি গ্রামগুলির পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া কীরকমভাবে চলছে এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'বাঘ ছাড়ার পুরো প্রক্রিয়ায় অন্যতম মূল ভূমিকায় রয়েছে এনটিসিএ। ওই সংস্থার নজরদারিতে বিভিন্ন রাজ্যের জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হয়েছে। যদি আমাদের প্রস্তুতিতে কোনও ভুল থাকে, তারা সেটা ধরিয়ে দিতে পারবে।' ২৮ বা ২৯ অগাস্ট এনটিসিএ-র ওই দলটি আসার কথা থাকলেও কর্মসূচির পরিবর্তন হতে পারে বলে বন দপ্তর আভাস দিয়েছে।

বাঘের বসতির অপেক্ষায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ। -ফাইল চিত্র

- বাঘ ছাড়ার আগে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রয়োজন
- বক্সায় বাঘ রাখার প্রস্তুতি এবং গ্রামগুলির পুনর্বাসন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবে সংস্থাটি
- বাঘ আনার জন্য বক্সার বনকর্মী ও পশু চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

ট্রেন ছুটছে সবুজ মাঠের গা ঘেঁষে। ফুলবাড়ির উত্তর ক্ষেতিতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

রেললাইনে রক্ষা হাতির

নাগরাকাটা, ২৩ অগাস্ট : একাধিক শাবক সহ দুলকি চালে রেলপথ বরাবর হেঁটে যাচ্ছিল অন্তত ১৫টি হাতির একটি দল। দূর থেকে তা দেখতে পান ৭৫৭৪২ ডাউন ধুবড়ি-শিলিগুড়ি ডেমু এক্সপ্রেসের দুই চালক অরুণাভ মিশ্র ও তাপসকুমার কার্জি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। হাতির দলটি নির্বিঘ্নে রেললাইন পেরিয়ে একপাশের জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পরই ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। চাপড়ামারির জঙ্গলচেরা রেললাইনে ট্রেনচালকদের সতর্কতার কারণে হাতি রক্ষার ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে। ঘটনাস্থল চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে ৬৮/১ নম্বর পিলারের কাছে। এই নিয়ে শুধু গত এক মাসে রেলের

ট্রেনচালকদের তৎপরতার ফল

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত ডুয়ার্সের জঙ্গলচেরা রেলপথে এক ডজনেরও বেশি বার হাতিদের রক্ষা করতে সক্ষম হন বিভিন্ন ট্রেনের চালকরা।

এই ঘটনার আগে গত ১৬ অগাস্ট এক রাতে দুটি স্থানে রেললাইনের ওপর উঠে পড়া হাতি ও বাইসনকে রক্ষা করেছিলেন কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের দুই চালক একে মুর্মু ও ডিকে পাসওয়ান। হাতিটি ছিল আলিপুরদুয়ার জংশন-রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের মাঝে বক্সার জঙ্গলের অংশে। অন্যদিকে বাইসন রক্ষার ঘটনাটি ঘটে নাগরাকাটা ও চালসা স্টেশনের মাঝে চাপড়ামারির জঙ্গলেই।

ফরেন্সিক ল্যাবে নার্কোটিক্স বিভাগ চালুর উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গজুড়ে দিন-দিন বাড়ছে মাদক বিক্রি ও সেবনের চোরাকারবার। সড়কপথে গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে, কখনও আবার ক্রেতা সেজে হাতেনাতে পুলিশ মাদক পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করছে। তবে মূল সমস্যা দেখা দিচ্ছে বাজেয়াপ্ত মাদকের উপাদান পরীক্ষায়। উদ্ধার হওয়া মাদক আসল না নকল, তা যাচাই করতে গিয়ে পুলিশি তদন্তে বিলম্ব ঘটছে, যার সুযোগ নিয়ে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অভিযুক্তরা।

বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের মাদক ট্যাবলেট ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সেবনের প্রবণতা। কিন্তু উত্তরবঙ্গে সরকারি স্তরে এই মাদক পরীক্ষার কোনও পরিকাঠামোই নেই। ফলে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা পাঠাতে হচ্ছে কলকাতার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক গবেষণাগারে। কাজের চাপে কলকাতা ল্যাব অনেক সময়ই নমুনা ফিরিয়ে দিচ্ছে, আবার বেসরকারি ল্যাবে পরীক্ষার বিপুল খরচ বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

জলপাইগুড়ি জেলা আদালত সূত্রের খবর, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি করে নার্কোটিক মামলা নথিভুক্ত হলেও ১৮০ দিনের মধ্যেও রিপোর্ট না মেলায় বিচার প্রক্রিয়া থমকে থাকছে।

এই অচলাবস্থা কাটাতে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নার্কোটিক এগজামিন বিভাগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে টক্সিকোলজি, সেরোলজি ও বায়োলজি বিভাগ থাকলেও, নতুন নার্কোটিক্স বিভাগের জন্য ঘর প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কিন্তু ১ কোটি টাকা মূল্যের একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষার যন্ত্রের অভাবে বিভাগটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

পাহাড়পুর, নাগরাকাটা, তেলিপাড়া, চালসা কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের সংযোগকারী জাতীয় সড়ক দিয়ে মাদকসামগ্রী পাচার হয়ে যাচ্ছে। নাকা পয়েন্টগুলিতে পুলিশ, এসটিএফ ও শুল্ক দপ্তর তল্লাশি চালিয়ে তা ধরলেও, মেশিনের অভাবে থমকে তদন্ত। আঞ্চলিক ফরেন্সিক গবেষণাগারের সহকারী অধিকর্তা মৌসুমি রক্ষিত বলেন, 'ফরেন্সিক ল্যাবের প্রথম তলায় টক্সিকোলজি বিভাগ থাকার পাশাপাশি নার্কোটিক্স বিভাগ চালু হবে।' তাঁর সংযোজন, 'গবেষণা রুমে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র চলে এসেছে। এখন শুধু নমুনা পরীক্ষার অত্যাধুনিক যন্ত্র এলেই নার্কোটিক্স বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে।'

উন্নত কোচ, অগ্নি নিরাপত্তা

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দিতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেলওয়ে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে। বর্তমানে দেশে শতাধিক দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা এনআরটিএস কোচের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। রেলের দাবি, আধুনিক এই কোচগুলিতে যাত্রীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি আরামদায়ক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এনআরটিএস কোচগুলিতে ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম, ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অ্যারোসল-বেসড ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের মতো আধুনিক অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ফলে ট্রেনের ভিতরে সামান্য আগুন লাগলে দ্রুত তা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপ বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত, নির্ভুল শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রেনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে নজর রাখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রেলে সৌরবিদ্যুৎ

নিউজ ব্যুরো

২৩ অগাস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে সৌরবিদ্যুৎ পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করেছে। ২০১৬-এর জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ২৩.৭ এমডব্লিউপি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চালু করা হয়েছে। এটি ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত জোনালের মধ্যে সর্বাধিক। এর ফলে ২০১১ সালে সৌরবিদ্যুৎকরণ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্তজুড়ে মোট স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ ক্ষমতা ৪২.১ এমডব্লিউপি পর্যন্ত পৌঁছেছে। ডিভিশনগুলির মধ্যে গুয়াহাটির অংশ সহ লামডিং ডিভিশন ১৭.৭ এমডব্লিউপি ক্ষমতার সর্বোচ্চ সামগ্রিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। এর পরেই রয়েছে ৯.৬ এমডব্লিউপি ক্ষমতা সহ রঙ্গিয়া ডিভিশন। আলিপুরদুয়ার, কাটিহার এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনগুলিও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে অবদান রেখেছে। এছাড়া ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১১৪ লক্ষ ইউনিটে পৌঁছেছে। যার ফলে প্রায় ৮.৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

নেতাজির রেডিও ট্রান্সমিটারে বিপ্লব-স্মৃতি

শিলিগুড়ির ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনীতে ইতিহাসের জীবন্ত দলিল

সায়ন চট্টোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : কাচের ঘেরাটোপের ওপারে রাখা পুরোনো একটি যন্ত্র। পাশে বিক্ষিপ্ত তারের জটলা। সময়ের সঙ্গে রং চটেছে। কিন্তু গৌরব? এখনও অটুট। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জাপান আর্মির সাবমেরিনে এসেছিল এই রেডিও ট্রান্সমিটার। প্রেরক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের নজর এড়িয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। ইতিহাসের সাক্ষী এই যন্ত্র দেখে যেন চোখ থমকে যাচ্ছে সকলের। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার পাঠের পাশাপাশি স্বাধীনতা বিপ্লবের জলজ্যান্ত ইতিহাসও তুলে ধরেছে রাজ্য পুলিশ। শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালি মাঠে আয়োজিত ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী যেন বইয়ের পাতার বাইরে ইতিহাসের দলিল তুলে ধরেছে ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের সামনে।

প্রদর্শনীতে দাঁড়িয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা যখন এই শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস শোনাচ্ছেন, তন্ময় হয়ে শুনছে উপস্থিত পড়ুয়ারা। সেবার ১৯৪৪ সাল। নেতাজি জার্মানিতে। সুদূরে বসে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রেডিও ট্রান্সমিটার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল ডঃ পবিত্রমোহন রায় এবং অমিত সিংগিলের ওপর। জার্মান সাবমেরিনে মালয়েশিয়া থেকে ওড়িশা উপকূলের পুরী এবং পরে সড়কপথে কলকাতায় নিয়ে আসেন এই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। সঙ্গে ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর চার সেনা। রাজ্য পুলিশ আয়োজিত ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনীতে ইতিহাসের সাক্ষী সেই যন্ত্র এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দর্শকদের জন্য।

অবাক হওয়ার এখানেই শেষ নয়। ট্রান্সমিটারের ঠিক পাশেই সযত্নে রাখা নেতাজির অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর একটি পাতা, 'মাই ফেইথ'। সময়ের প্রলেপে পাতাটি আজ হলদেটে, কিন্তু তার প্রতিটি শব্দে আজও স্পন্দিত হচ্ছে অদম্য দেশপ্রেম। একই সারিতে জ্বলজ্বল করছে মাস্টারদা সূর্য সেনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের জারি করা 'লুকআউট নোটিশ' এবং জেল থেকে লেখা বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের আবেগঘন চিঠির প্রতিলিপি।

আরেক পাশে প্রদর্শিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র। সেই অস্ত্রগুলিতে রয়েছে বিপ্লবীদের হাতের ছোঁয়া। রয়েছে টুয়েন্টি চেম্বার পিন রিভলভার, বড় নলযুক্ত বন্দুক এবং সিলভার মেড স্কচ র‍্যামসন পারকাসন টাইপ পিস্তল। পুরোনো হয়ে যাওয়া সেই অস্ত্রগুলির গায়ে লেখা রয়েছে বিপ্লবের কাহিনী। দেখে চোখ যেন ছানাবড়া পড়ুয়াদের।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ব্যাপারে জানতে এসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেন নতুনভাবে জানার সুযোগ হল শিলিগুড়ি ও মহকুমার বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা তাঁদের বিস্তারিত জানালেন, কীভাবে একসময় দূরত্ব পেরিয়ে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়ে যোগাযোগের গুরুত্ব কতটা ছিল।

এদিন প্রদর্শনীতে এসে বিস্মিত এনজেপি রেলওয়ে কলোনি স্কুলের নবম শ্রেণির সুরজিৎ দাস, তনুশ্রী কুশমেট। আইনের পাঠ পড়ার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরগাথা জানার এই ব্যবস্থা দেখে তারা আপ্লুত। সুরজিৎ বলে, 'এমন প্রদর্শনীতে এসে ইতিহাসের সাক্ষী হব, ভাবিনি। নেতাজির পাঠানো রেডিও ট্রান্সমিটারের ইতিহাস শুনে অভিনব লাগল। পাঠ্যবইয়ের বাইরে এ এক নতুন কিছু জানার সুযোগ হল।'

বাতাসি থেকে আসা সরকারি স্কুল, বিধাননগরের একটি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুল, সারদা শিশুতীর্থের মতো বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা দীর্ঘ লাইন করে প্রদর্শনী উপভোগ করল। শিক্ষকদের গলাতেও তৃপ্তির সুর। তাঁদের কথায়, শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়াল ও সিলেবাসের গণ্ডি পেরিয়ে পড়ুয়ারা চোখের সামনে যে জীবন্ত ইতিহাসকে অনুভব করল, তা তাদের কাছে চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েই থেকে যাবে।

শিলিগুড়ির কাওয়াখালি মাঠে ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনীতে নেতাজির ব্যবহার করা রেডিও ট্রান্সমিটার।

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/ e-SNIT-06/2026-27
The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda** invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission **27-08-2026 & Time upto 12:30 Hrs** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ আজই শুরু করে ফেলুন। বৃষ : সুমধুর ব্যবহারের জন্য সমাজে আপনার খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে আইনের সাহায্য নিতে হতে পারে। জমি কেনাবেচার সময় কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। কর্কট : আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। পথেঘাটে আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। সিংহ : কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পেরে মনে শান্তি পাবেন। সন্তানের চাকরি পাওয়ার খুশিতে বাড়িতে আনন্দ। কন্যা : মানসিক চাপ কমাতে ধার্মিক চর্চায় মন দিন। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। তুলা : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। বৃশ্চিক : ব্যবসা সম্প্রসারণে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। মূল্যবান কোনও বস্তু হারিয়ে চিন্তা বাড়বে। মকর : ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। কোমরের ব্যাথায় ভোগান্তি। কুম্ভ : আইনি কাজে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। ব্যবসায় টাকার সমস্যা মিটে যাবে। মীন : আজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, মানসিক চাপ কমবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাড়তি লগ্নি একটু ভেবেচিন্তে করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ ভাদ্র, ১৪৩৩, ভাঃ ২ ভাদ্র, ২৪ অগাস্ট, ২০২৬ , ৬ ভাদ সংবৎ ১২ শ্রাবণ সুদি, ১০ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।১। সোমবার, দ্বাদশী অহোরাত্র। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৯।১৯। প্রীতিযোগ দিবা ৯।৪। ববকরণ অপরাহ্ন ৪।৫৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৯।১৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৩।৫৪ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৯।১৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫১ গতে ৪।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৭।১৪ গতে ১০।১৫ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১১।৪০ গতে ও ৩।৫৪ মধ্যে মীন মেষ বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

বৈবাহিক কারণে আমি গত 20.08.2026 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে Kakuli Bala Haldar থেকে Kakuli Bala Baidya নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Kakuli Bala Haldar ও Kakuli Bala Baidya একই জনের নাম। (S/N)

●

আমি রবীন্দ্র নাথ রায় গত ২৯/০৭/২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, পিতা (মৃত) রাজেন্দ্র বর্মন থেকে রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ঘোষিত হল। আজ থেকে রাজেন্দ্র বর্মন, রাজেন্দ্র রায়, রাজেন্দ্র নাথ বর্মন ও রাজেন্দ্র নারায়ণ একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সিঙ্গিজানি, মাথাভাঙ্গা-২, কোচবিহার। (C/123476)

●

আমি Manimala Kundu, D/o. Jyotish Chandra Kundu, ঠিকানা :- Khudiram Pally, S.M.C., P.O. & P.S. শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - 734001, W.B. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/8/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Jytosh Ch. Kundu থেকে Jyotish Chandra Kundu নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/123473)

●

আমি Manashi Kundu, D/o. Jyotish Chandra Kundu, ঠিকানা :- Khudiram Pally, P.O. & P.S. শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - 734001, S.M.C., W.B. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/8/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Jyatish Ch. Kundu থেকে Jyotish Chandra Kundu নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/123473)

●

আবার ভোটার ID Card No : TSX 1396589 এবং প্যান কার্ড নং. CJYPA 7635Q যেখানে আমার বাবার নাম Nasir Miah নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড নং. WB63 2011 0849886 যেখানে আমার বাবার নাম Nashir Mia নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 21.08.2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nasir Miya, Nasir Miah এবং Nashir Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার সঠিক নাম Nasir Miya সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে আমি এই হলফনামা পেশ করলাম। Sahanur Alam, গ্রাম ঃ পশ্চিম ঘুঘুমারী, পোঃ টাপুরহাট, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পিন ঃ 736170, পশ্চিমবঙ্গ। (C/122658)

কর্মখালি

ছোট পরিবারের ঘরের কাজের জন্য ৩০ উর্ধ্বে মহিলা প্রয়োজন। বেতন 5,000/-. (M) :- 98324-92627, শিলিগুড়ি। (C/122997)

●

যে কোনও যোগ্যতায় নিজের জেলায় কাজ করে ভালো আয় করতে 45-এর নীচে পুরুষেরা যোগাযোগ করুন। 94339-07794. (C/122996)

●

Site Engineer, Pvt. Firm for ongoing project in Binnaguri, Jal. Civil diploma / B.Tech 3y. Exp. (M) - 77978-03077. (A/B)

●

গৃহশিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। ইংরেজি মিডিয়াম, ক্লাস - VI এবং II-এর জন্য। গান্ধিনগর, কোচবিহার। Mob : 99324-72697. (C/122657)

●

কর্মচারী, আয়া, রাঁধুনি, কেয়ারটেকার, দাইমা চাই, বেতন - ৮,০০০/১৫,০০০। ঠিকানা - আলু চৌধুরী মোড়, ৮২৫০৬-৪৩৩০০ / ৮৩১৮০-৮১৪৫৯. (C/123445)

●

ওষুধের দোকানে কাজ জানা লোক চাই, বসাক মেডিক্যাল হল, উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি, মোঃ ৯৮৩২০-৬৫৫৫১. (C/122998)

●

ট্রাক্টর শোরুম-এর জন্য দক্ষ সেলসম্যান ও মেকানিক দরকার। অবশ্যই ট্রাক্টর সেগমেন্ট-এ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং নিজস্ব বাইক ও লাইসেন্স থাকতে হবে। আকর্ষণীয় বেতন এবং ইনসেন্টিভ। এরিয়া - কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। যোগাযোগ - 9641495506. (B/S)

বিক্রয়

কৃষ্ণকালিতলা, মল্লিকা হোটেলের পিছনে, গোড় রোড, মালদা, তিনতলা বাড়ি বিক্রয়। Area .0340 Acre. M - 99335-54350, 91448-05152. (C/123475)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ডে ভানু সেন, ভোটার কার্ডে ভানু চন্দ্র সেন থাকায় গত ইং 11/8/26 তারিখে ধূপগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভানু সেন ও ভানু চন্দ্র সেন উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি, (Old Name) Mamta Das, W/o. Ram Singh, ঠিকানা :- Ambari Falakata, P.O. Kamarvita, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, Ld. J.M. 1st ক্লাস, জলপাইগুড়ি কোর্ট, W.B. জলপাইগুড়ি-এর Affidavit দ্বারা (New Name) Mamata Das নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 25864, Dated 19.08.26 (Old Name) Mamta Das ও (New Name) Mamata Das একই ব্যক্তি। (C/123474)

আজ টিভিতে

বাঘিনী রাত ৯.০০।

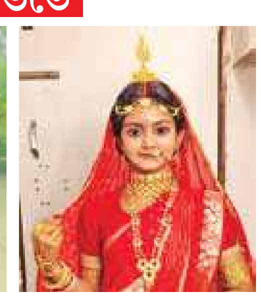
সতীপীঠ কালীঘাট রাত ৯.৩০।

নতুন দুটি ধারাবাহিক শুরু হচ্ছে আজ থেকে **জি বাংলায়।**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.৩০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১১.০০ রিফিউজি
জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ জানে মন, দুপুর ১২.০০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৩.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৬.৩০ ফুল আর পাথর, রাত ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ বৌঠান, বেলা ১১.৩০ শিমুল পারুল, দুপুর ২.০৫ বউরাণী, বিকেল ৫.০৫ অভিমান, রাত ৮.১০ অভাগিনী, ১১.০৫ স্বয়ংসিদ্ধা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সব্যসাচী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৩ মহব্বতেঁ, বিকেল ৪.০৬ দুলহন হম লে জায়েঙ্গে, সন্ধে ৬.৫০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, রাত ৯.৩৯ মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়
স্টার গোল্ড টু : বেলা ১১.৩২ ফিদা, দুপুর ১.৪২ টারজান : দ্য ওয়ান্ডার কার, বিকেল ৫.১৩ ইশক, রাত ৮.৪৯ সোলজার, ১১.২৩ জংলি

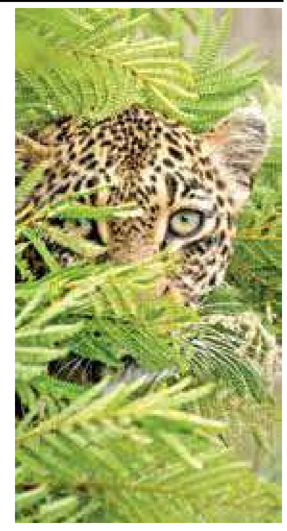
আ গেম অফ লেপার্ড থ্রোনস সন্ধে ৭.৫৯ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

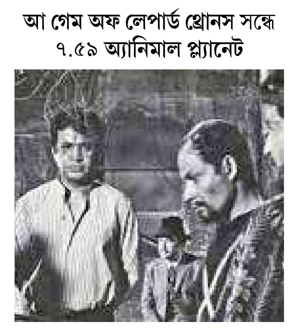
সব্যসাচী দুপর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায় রাত ৯.৩৯ **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড।**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবৈধ রিসর্ট ভাঙা শুরু

পালাবদলের পর পদক্ষেপ গুলমায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের নির্দেশে গুলমা চা বাগানে অবৈধ রিসর্ট ভাঙা শুরু হল। রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রিসর্টের ওপরের টিনের ছাউনি খোলা শুরু হয়েছে। কর্মীরা জানিয়েছেন, মালিকপক্ষের তরফে একাজ করানো হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেছেন, 'নির্মাণকারীকে রিসর্ট ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা না ভাঙলে প্রশাসন ভেঙে দেবে। তবে, সেই খরচ নির্মাণকারীকেই বহন করতে হবে।'

রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বিরোধী দলে থাকাকালীন নির্মীয়মাণ রিসর্টটির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে এটি ভাঙার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এদিন সেই নির্মাণ ভাঙার খবরে মন্ত্রী বলেছেন, 'কোনও অনিয়ম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমি অবৈধ নির্মাণ ভাঙব বলেছিলাম, তার বাস্তবায়ন হচ্ছে।'

গুলমায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙা শুরু হওয়ায় মাটিগাড়া-নকশালাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের অপর মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনও খুশি। তাঁর বক্তব্য,

অলোকের রিসর্টে টিনের ছাউনি খোলা শুরু। গুলমা চা বাগানে।

'তৎকালীন শাসকদলের নেতা প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিকভাবে বহুতল তৈরি করেছিলেন। এ ধরনের কারবারে যুক্ত কাউকে রেয়াত করা হবে না।' বিষয়টি নিয়ে নির্মাণকারীদের পক্ষে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অলোক চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গুলমা চা বাগানের জমিতে শ্রমিকদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্প তৈরির কথা বলে ২০২৩ সালের প্রথম দিকে মালিকপক্ষকে বুঝিয়ে জমি নিয়েছিলেন তৃণমূলের তৎকালীন দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী। বাগান মালিকপক্ষ অন্তত লিখিতভাবে জেলা প্রশাসনের কাছে এমনই দাবি করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, সরকারিভাবে পানীয় জল প্রকল্প হলে শ্রমিকরা উপকৃত হবেন, এই ভেবে জমি ব্যবহারের মৌখিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গুলমা চা বাগানের কর্তারা বুঝে গিয়েছিলেন, পানীয় জলপ্রকল্প নয় বরং রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু অলোক শাসকদলের দাপুটে নেতা, শ্রমিক মহলেও প্রভাবশালী, তাই নির্মাণে বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি মালিকপক্ষ।

চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে এই বেআইনি রিসর্ট নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ ধারাবাহিকভাবে খবর প্রকাশিত হয়েছে। শাসকদলের নেতার রিসর্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় প্রশাসন জমি মাপজোখ করে। জমিটি বাগানের লিজে রয়েছে এবং রিসর্ট অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে, এনিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট যায়। তার ভিত্তিতে তৎকালীন জেলা শাসক এস পন্নমবলম নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, এই কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অলোক দাবি করতে শুরু করেন, ওই রিসর্ট তিনি নন, বরং মেয়ে বেবি ঘোষ তৈরি করছেন। প্রশাসন বেবিকে একাধিকবার নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডেকেছে। যদিও তিনি জমির কোনও নথি পেশ করতে পারেননি।

তবে রিসর্ট অবৈধ, এই মর্মে রিপোর্ট জমা পড়লেও তা ভাঙা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কয়েক বছর ধরে গড়িমসি চলেছে। রাজ্যে পালাবদলের পরে নতুন করে এনিয়ে তৎপরতা দেখা যায়। অবশেষে গত সপ্তাহে রিসর্ট ভাঙার নির্দেশ দেয় প্রশাসন।

চলেছেন গজরাজ। আলিপুরদুয়ারের কাছে সড়কে রবিবার। -পিটিআই

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে বাইসন শুমারি দাবি

বাগডোগরা, ২৩ অগাস্ট : কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে বামনপুখরি, বাগডোগরা এবং পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি জঙ্গলে বাইসনের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে বামনপুখরির জঙ্গলে ৭০টি, বাগডোগরা জঙ্গলে ৭টি এবং কলাবাড়িতে প্রায় ২৫টি বাইসনকে দেখা গিয়েছে। এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কারণ এখনও পর্যন্ত সংগঠিতভাবে কার্সিয়াং ডিভিশনে বাইসনের শুমারি হয়নি। এই সংখ্যাটা বনকর্মীদের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহার কথায়, 'বন বিভাগের তরফ থেকে বাইসনের সঠিক সংখ্যা গণনা করার ব্যবস্থা নেওয়া খুবই দরকার।'

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'এই জঙ্গল এলাকায় এই ধরনের তৃণভোজীদের জন্য ঘাস, লতাপাতা রয়েছে। এর পাশাপাশি এই ধরনের প্রাণীদের কেউ বিরক্ত করে না বলেই বাইসনের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা এই খবরে খুশি।'

চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের মতো বাগডোগরায় এবং বামনপুখড়িতে গ্লেড (গাছপালা ছাড়া বিচরণ স্থান) করে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সেখানে হাতি, বাইসন, হরিণের মতো তৃণভোজীরা দল বেঁধে খেতে আসবে। বাগডোগরা বন বিভাগ এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের মতে, বাগডোগরার মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বাইসনের মতো তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা অবশ্যই ভালো। তবে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার মানুষকে বাইসন সম্পর্কে সচেতন করাটাও জরুরি। না হলে বিপদ বাড়বে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৮০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ। এর মধ্যে ৬২১ হেক্টর এলাকায় রয়েছে ব্যাংডুবির সেনাছাউনি। এই সেনাছাউনি এলাকার বনভূমি অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকায় বন্যপ্রাণীরা নিরিবিলি বলে মনে করে সেখানেই বেশি থাকার চেষ্টা করে। সম্প্রতি সামরিক বিভাগের ১৬ এফএডি-র সংরক্ষিত বনে রাতে এক সঙ্গে ৭টি বাইসনকেও দেখা গিয়েছে। পৃথকভাবে মায়ের সঙ্গে একটি শাবকও দেখা গিয়েছে। ১৬ এফএডি-র কর্মী বিলাস দেবনাথ বলছেন, 'রাতে প্রায়ই দেখি, কখনও ৫টি, কখনও ৭টি বাইসন ঘুরছে।'

অভিযান বলছেন, '২০১৭ সালে বামনপুখড়ি এবং মহানন্দা অভয়ারণ্য মিলিয়ে প্রায় ৮০টির মতো বাইসন দেখা গিয়েছিল। এই বাইসনের স্বভাব হল, হাতিকে অনুসরণ করে ঘুরে বেড়ায়। হাতি ঘাস, লতাগুল্ম খায়। এজন্য হাতির দলকে অনুসরণ করতে করতে বাগডোগরা, কলাবাড়ির দিকে চলে যায় বাইসন।'

পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি

আরও দুই তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হলেন আরও দুই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। ধৃতদের মধ্যে একজন রানিগঞ্জ পানিশালী অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি দিগেন্দ্রনাথ সিংহ। অপরজন স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা উত্তম বর্মন। রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলে খড়িবাড়ি পুলিশ। অভিযুক্তদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদিও আদালতে যাওয়ার সময় অভিযুক্তরা দাবি করেন, তাঁরা পানিট্যাঙ্কি মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। শুধুমাত্র তৃণমূল করার জন্যই তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন।

এদিকে রবিবার ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারির বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রয়েছে। এই জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে রাঘববোয়ালরা যুক্ত। সরকার এই ধরনের দুর্নীতিতে কাউকে ছাড় দেবে না।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে ধরপাকড় শুরু হতেই এলাকায় অন্তত ৩০ জন ভূমি মাফিয়া গা-ঢাকা দিয়েছেন।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি-কাঁকরভিটা আন্তর্জাতিক সড়কের পাশে সতীশচন্দ্র চা বাগানের ৭.৯২ একর জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ২০২০ সালে লিজ নিয়েছিল মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অভিযোগ, অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অবৈধভাবে লিজবহির্ভূত অতিরিক্ত ৩.৬১ একর জমি চা গাছ উপড়ে দখল করে নেন এবং সেই জমি প্লট করে ২০-২৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেন।

- সতীশচন্দ্র চা বাগানের ৭.৯২ একর জমি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়েছিল মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
- অভিযোগ, অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অবৈধভাবে লিজবহির্ভূত অতিরিক্ত ৩.৬১ একর জমি চা গাছ উপড়ে দখল করে নেন
- সেই জমি প্লট করে ২০-২৫ কোটি টাকায় বিক্রিও করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ

তৃণমূল সরকারের আমলে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন চুপ থাকলেও রাজ্যে পরিবর্তনের পর ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু তৎপর হন। গত ৮ অগাস্ট খড়িবাড়ি থানায় মেচি মার্কেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্তে নেমে খড়িবাড়ি পুলিশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হান্ড্রু ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করে। হান্ড্রুকে পাঁচদিনের জন্য হেপাজতে নিয়ে তাঁকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জমি বিক্রির বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। শনিবার রাতে পুলিশ এইরকম আর্থিক সুবিধাভোগীদের মধ্যে তৃণমূলের দুই নেতা দিগেন্দ্রনাথ সিংহ ও উত্তম বর্মনকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই জমি কেলেঙ্কারিতে এখনও পর্যন্ত তিনজন তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারের পর অভিযোগকারী বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি একটি সংগঠিত অপরাধ। লিজবহির্ভূত চা বাগানের সরকারি জমি দখল করে প্লট বানিয়ে বেচে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি।' তাঁর কথায়, 'শুধু থানায় অভিযোগ নয়, পৃথকভাবে মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। সরকার এই ধরনের দুর্নীতিতে কাউকে ছাড় দেবে না। প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।'

জীর্ণ স্কুলে দুই পড়ুয়া

নকশালবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : একসময় পঞ্চাশেরও বেশি পড়ুয়ার কোলাহলে মুখর থাকত স্কুল। এখন সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র দুই। দুজন শিক্ষিকা ও দুজন পড়ুয়া নিয়ে ধুঁকছে হাতিঘিসা হরসিংজোত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। জীর্ণ টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির জল শ্রেণিকক্ষে ঢোকে। বেহাল শৌচাগার, পানীয় জলের সমস্যা এবং স্কুল চত্বরে মাঝেমধ্যে বিষাক্ত সাপের আনাগোনায় আতঙ্কিত পড়ুয়া ও শিক্ষিকারা। অভিযোগ, বারবার জানিয়েও প্রশাসনের তরফে স্থায়ী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে একসময় জঙ্গল লাগোয়া বস্তি ও সংলগ্ন এলাকার বহু শিশু পড়াশোনা করত। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় এক দশক আগেও স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৫০-এর বেশি। ২০২৩ সালে পড়ুয়া ছিল ৯ জন। ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় দুজনে। গত দু'বছরে নতুন করে আর কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। স্কুলের বর্তমান দুই পড়ুয়াই দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা রজত মুন্ডা বলেন, 'আমরা এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছি। দশ বছর আগে স্কুলের এমন দশা ছিল না। তখন পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০ জনের উপরে ছিল। এখন মাত্র দুজন। তাই কেউই আর স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে চায় না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, টিনের চাল মরচে ধরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই শ্রেণিকক্ষে জল ঢুকে যায়। শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থাও বেহাল। ফলে অনেক অভিভাবক সন্তানদের অন্য স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন। এর জেরে আরও কমেছে পড়ুয়ার সংখ্যা।

হাতিঘিসা হরসিংজোত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র

গ্রামবাসী পিয়ন মুন্ডার দাবি, দ্রুত স্কুলটির পরিকাঠামো উন্নত করা হোক। তিনি বলেন, 'অবিলম্বে কেন্দ্রটির হাল ফেরানো হোক। এই স্কুলটি আমাদের গ্রামের ছোটদের পঠনপাঠনের একমাত্র জায়গা। প্রশাসন যদি টিনের শেডটি বদলে ভবনটি মেরামত করে এবং পরিকাঠামো উন্নত করে, তবে আবার সব শিশু এখানে ফিরে আসবে।'

স্কুলের ভবন সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসী ও শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, দ্রুত সংস্কার না হলে এলাকার একমাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রটি আরও সংকটে পড়বে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা ঠাকুর বলেন, 'আমরা একাধিকবার প্রশাসনকে স্কুলের বিষয়ে জানিয়েছি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় কোনওমতে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আগামীদিনে স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় আর মেরামত করা হচ্ছে না।'

ধৃত দুই

নকশালবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : উদ্ধার হল চুরি যাওয়া টোটো ও ব্যাটারি। রবিবার নকশালবাড়ি থানার অভিযানে দুই তরুণ গ্রেপ্তারও হয়। টোটো চুরির অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া ২টি টোটো এবং ই-রিকশার ছয়টি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

তৃণমূল কার্যালয় থেকে খুলে ফেলা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার।

বদলে গেল কার্যালয়ের নাম

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৩ অগাস্ট : প্রাক্তন কাউন্সিলারের মেয়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কার্যালয় দখল নিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছিঁড়ে ফেলা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় পোস্টার ও ব্যানার। এতদিন যা ছিল তৃণমূল কার্যালয়, রবিবার সন্ধ্যার পর তার নাম হয়ে যায় 'নীলকমল স্মৃতি ভবন'। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লিতে। সন্ধ্যার এই ঘটনা রাতে নতুন মোড় নেয়। নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

২০০৪ সালে ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লিতে তৎকালীন নির্দল কাউন্সিলার নীলকমল দাস কার্যালয়টি তৈরি করেছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শেফালি দাস কংগ্রেসে যোগ দিলে কার্যালয়টি কংগ্রেসের হয়। ২০১৬ সালে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যান কংগ্রেস প্রার্থী শেফালি। এরপরের বছর দম্পতি তৃণমূলে যোগ দেন। তারপর থেকেই তা তৃণমূল কার্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ২০২২ সালের নির্বাচনের আগে নীলকমল মারা যান। সংগীতা সাহা দাস কাউন্সিলার হন এবং তাঁর স্বামী বিক্রম দাস যুব তৃণমূলের নেতা হন। কার্যালয়টি নতুনভাবে সাজানো হয়। রবিবার কার্যালয়ের তালা ভেঙে তৃণমূলের ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে ভেতরে ঢোকেন প্রাক্তন কাউন্সিলার নীলকমলের মেয়ে নবনীতা দাস ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা কার্যালয়ের নাম বদলে 'নীলকমল স্মৃতি ভবন' রাখেন এবং নতুন নামের পোস্টার কার্যালয়ের বাইরে লাগিয়ে দেন।

খবর পেয়ে বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলার সংগীতা ঘটনাস্থলে এলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি কার্যালয়ে নতুন করে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তবে রাতে নতুন করে ঝামেলা বাধে দু'পক্ষের মধ্যে। তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী বিক্রম ঘটনাস্থলে এলে তাঁকে ডিম ছোড়া হয়। এরপর ঘটনাস্থলে আসেন ইসলামপুরের বিধায়ক ও পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'পার্টি অফিস দখল করার একটি ঘটনা ঘটেছে এবং পুলিশ কার্যালয়ে তালা মেরে দিয়েছে। কাউন্সিলারের স্বামীর গায়ে ডিম ছোঁড়ার ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। সমস্যা মেটাতে দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।'

বর্তমান কাউন্সিলার সংগীতার বক্তব্য, 'কার্যালয়টি তৃণমূলেরই ছিল এবং থাকবে। কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরের নথিপত্র সব ফেলে দেওয়া হয়েছে।' নবনীতার দাবি, 'কার্যালয়টি আমার বাবা তৈরি করেছিলেন। তাই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে কার্যালয়টি দখলমুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে কার্যালয়টি সাধারণ মানুষের।' স্থানীয় বাসিন্দা নিখিলচন্দ্র দাস বলেন, 'বর্তমান কাউন্সিলার ও তাঁর স্বামী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরা ছাড়া কার্যালয়ে কেউ বসতে পারতেন না। তাই এলাকাবাসী মিলে কার্যালয়টির দখল নিয়েছেন।'

বাড়ি বাড়ি জনগণনার কাজে হোঁচট

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রথমবার জনগণনার কাজ করতে গিয়ে প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়ছেন এনুমারেটর ও সুপারভাইজাররা। হাউস লিস্টিংয়ের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে গিয়ে তথ্য আপলোড, ম্যাপ অনুযায়ী তথ্য দেওয়া সহ একাধিক সমস্যার মুখে পড়ছেন তাঁরা। সমস্যার সমাধানে তাঁদের বারবার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, সেন্সাস ওসি কিংবা পুরনিগমের আধিকারিকদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

রাজ্যের নির্দেশের পর শিলিগুড়ি পুরনিগম জনগণনার প্রস্তুতি শুরু করে। এনুমারেটর ব্লক চিহ্নিত করার পর এনুমারেটর, সুপারভাইজার সহ জনগণনার কাজে যুক্তদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর ১৬ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে হাউস লিস্টিং। কিন্তু কাজ শুরু হতে না হতেই প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়েছেন কর্মীদের একাংশ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সেন্সাস ওসি জুয়েল সরকার বলেন, 'শিলিগুড়িতে জনগণনার কাজ খুব ভালোভাবে হচ্ছে। তবে এনুমারেটর থেকে শুরু করে সুপারভাইজারের কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। সেই সমস্যা নিয়ে তাঁরা বরো অফিস কিংবা পুরনিগমে হাজির হচ্ছেন।' তাঁর দাবি, তৎক্ষণাৎ সেই সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া হচ্ছে।

এনুমারেটর রূপক দে, সুব্রত ভৌমিকরাও সমস্যার কথা বলেছেন। সুব্রত বলেন, 'প্রশিক্ষণ হয়েছিল। তবে প্রশিক্ষণ পর্বে সবকিছু আরও বিস্তারিতভাবে বোঝালে কাজের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হত।' একই সুরে সুপারভাইজার অনিন্দিতা ত্রিবেদী বলেন, 'কোনও কারণে তথ্য ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে গিয়ে আমাদের বিপাকে পড়তে হচ্ছিল। প্রশিক্ষণপর্বে এসব শেখার সুযোগ ছিল না।' আবার এনুমারেটর রূপক বলছিলেন, 'ম্যাপ অনুসারে তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে খানিকটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। সেই সমস্যা নিয়ে পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তাঁরা সমস্যার সমাধান বাতলে দিয়েছেন।'

কার্সিয়াং ডিভিশনের উদ্যোগ থেকে শিক্ষা

জঙ্গলে সিসিটিভি চান বনমন্ত্রী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : লক্ষ্য হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো। তাই এবার প্রত্যেকটি জঙ্গল এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে চলেছে বন দপ্তর। প্রত্যেক জেলার বনাধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে এই নির্দেশ দেবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। সম্প্রতি তিনি কার্সিয়াং ডিভিশনের বিভিন্ন জঙ্গল ঘুরেছিলেন। সেখানে এক ধাক্কায় হাতি-মানুষ সংঘাত কমার রিপোর্ট দেখে হতবাক হন। কারণ জানতে চাইলে সেখানকার বনাধিকারিকরা তাঁকে একটি কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যান। সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলছিল। সেই কন্ট্রোল রুম ঘুরে দেখার পরই বনমন্ত্রী রাজ্যের প্রত্যেক জঙ্গলের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

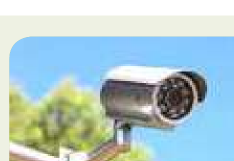

- সম্প্রতি কার্সিয়াং ডিভিশনের জঙ্গল ঘুরে দেখেন বনমন্ত্রী
- কার্সিয়াং ডিভিশনজুড়ে ৬০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে
- রাজ্যের অন্যান্য জঙ্গলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হলে হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো ছাড়াও অসামাজিক কাজ বন্ধ করা যাবে

বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা রেঞ্জে একটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে। জঙ্গল এলাকাগুলিতে রয়েছে প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা। সেগুলি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে চলে। গোটা কার্সিয়াং ডিভিশনজুড়ে ৬০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বিশেষ করে হাতি করিডরগুলিতে ক্যামেরা বসানোয় লোকালয়ে হাতি ঢোকার আগেই খবর পেয়ে যাচ্ছেন বনকর্মীরা। তাতে সংঘাত এড়ানো অনেক সহজ হচ্ছে বলে দাবি। মনোজ বলেন, 'রাজ্যের প্রত্যেক জঙ্গলে যাতে কার্সিয়াং ডিভিশনের মতো করে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে বন্যদের গতিবিধি নজরে রাখা যায়, সেই ব্যবস্থা করতে বলব। তাতে একদিকে হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে জঙ্গলে কোনও দুষ্কৃতী ঢুকলে কিংবা কোনও অসামাজিক কাজ হলেও সেই খবর জানা যাবে।'

পানিঘাটা, বাগডোগরা, টুকরিয়া এবং আরও কয়েকটি জঙ্গলের বিশেষ কিছু স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বিশেষ করে যে রাস্তাগুলি ধরে হাতি লোকালয়ে যায়, সেই জায়গাগুলিতে ওই ক্যামেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে বাগডোগরায়। তাঁরা কোথাও হাতির গতিবিধি দেখলে তৎক্ষণাৎ খবর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার রেঞ্জ অফিসারকে। সেই রেঞ্জ অফিসার খবর পাওয়ামাত্র বনকর্মীদের পাঠিয়ে বিষয়টি তদারকি করছেন। এভাবে গত ছয় মাসে ৫০টিরও বেশি হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

বনাধিকারিকদের অনেকে জানাচ্ছেন, রাজ্যের বিভিন্ন জঙ্গলে বনকর্মীদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নেই। লোকালয়ে হাতি বের হলে অনেক সময় খবর পেতে দেরি হয়। স্থানীয়রা হাতি তাড়াতে নেমে পড়েন। কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হলে স্থানীয়রা জানাতে না পারলেও বনকর্মীদের কাছে খবর পৌঁছোবে।

অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেট রুখতে অ্যাপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেটের দাপটে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। অভিযোগ, সিন্ডিকেটের অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়া বাইরের অ্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালে ঢুকতে পারবে না বলে অলিখিত নিয়ম রয়েছে। এমনকি হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে অন্যত্রও যেতে দেওয়া হয় না। এই সমস্যা থেকে মানুষকে রেহাই দিতে এবার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের (অ্যাপ) মাধ্যমে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিং ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারের বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স হোক বা বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স—সবই এই অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন।

২০২৩ সালের মে মাসের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেট আট হাজার টাকা ভাড়া দাবি করায় মৃত ছয় মাসের শিশুকে ব্যাগে ভরে বাসে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা দিনমজুর অসীম দেবশর্মা। সেই ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়েছিল। তারপর বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে লাগাম টানা নিয়ে অনেক বৈঠক হয়েছিল। প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল বা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল নয়, আজও রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেটের দাপট অব্যাহত। যে গন্তব্যে যেতে ৮০০-১০০০ টাকা ভাড়া হওয়ার কথা, সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেট ২২০০-২৫০০ টাকা দাবি করে। এই সিন্ডিকেটগুলির দাপট এতটাই যে, বাইরের কোনও অ্যাম্বুল্যান্স বা শববাহী গাড়ি হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ফলে গরিব মানুষ এই সিন্ডিকেট থেকে বেশি টাকা খরচ করেও অ্যাম্বুল্যান্স নিতে বাধ্য হন। ২০২৩ সালের ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে সমস্ত বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সই হাসপাতালে থাকবে। বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য মেডিকেলের বাইরে স্ট্যান্ড তৈরির কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব বলছে, কাজ কিছুই হয়নি। বরং বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের দাপট আরও বেড়েছে। একই পরিস্থিতি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও। এখানেও বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল থেকে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সরানো নিয়ে বহুবার রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও হাসপাতাল চত্বরে অবাধে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে থাকছে। অভিযোগ, এই অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমেই হাসপাতালে দালালচক্র গজিয়ে উঠেছে। রোগীকে মেডিকেলে রেফার করলে পরিবারকে ফুসলে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছেন চালকরা।

এই সমস্যা কাটাতে স্বাস্থ্য দপ্তর অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাপ নিয়ে আসছে। ১০২ নম্বরের মাতৃযান থেকে শুরু করে সরকারি, বেসরকারি সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সই এই অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করা যাবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, অ্যাপে দূরত্ব অনুযায়ী অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নির্দিষ্ট করা থাকবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স মালিকদের সংগঠন সুশ্রুতনগর সোশ্যাল অ্যাম্বুল্যান্স সোসাইটির সম্পাদক পাপ্পু ঘোষ বলেছেন, 'বুকিং অ্যাপ নির্ভর হলে আমাদের অনেকটাই সমস্যা হবে। তবে, সরকার কী করছে সেটা দেখার পরেই এটা নিয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারব।'

ধরলায় তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের

ময়নাগুড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ অগাস্ট : মাকে বলেছিল খাবার বেড়ে রাখতে, বাড়ি ফিরে এসেই খাবে। কিন্তু সেই ফেরা আর হল না। নদীতে স্নান করতে নেমে ফের মর্মান্তিক পরিণতি। ময়নাগুড়ির ধরলা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল চ্যাংরাবান্ধার এক কিশোরের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বালি তোলা বন্ধের দাবিতে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালি তোলার জন্যই নদীর গভীরতা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে এবং বারবার এমন মৃত্যুফাঁদ তৈরি হচ্ছে। পুলিশের সামনে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। অন্যদিকে, সতেরো বছরের তরতাজা ছেলের এই অকালমৃত্যুতে গভীর শোকে আচ্ছন্ন মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অথর্ব গুপ্তা (১৭)। বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধায়। এদিন দুই বন্ধু যুবরাজ শর্মা এবং অবিনাশ কানুকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মপুর এলাকায় ধরলা নদীতে এসেছিল সে। কিছুক্ষণ নদীর পাড়ে বসে থাকার পর তিনজনেই স্নান করতে নামে। আচমকাই অথর্ব বাকি দুজনের থেকে অনেকটা স্রোতের দিকে এগিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যায়। বন্ধুদের চিৎকারে ছুটে আসেন আশপাশের মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ। পরে সিভিল ডিফেন্স ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সদস্যরা তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থলের কাছ থেকে কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার করেন।

■ অভিযোগ, নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালি তোলার জন্যই নদীর গভীরতা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে

■ পুলিশের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা

■ রবিবারের ঘটনার পর বালি তোলা সম্পূর্ণ বন্ধের দাবিতে সরব হন গ্রামবাসী

এদিন বাড়িতে কিছু না জানিয়েই স্নান করতে এসেছিল সে। অথর্বের জেঠিমা মুক্তি শা গুপ্তা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'ছেলেটা আমাদের খুব আদরের। ও মাকে শুধু বলেছিল খাবার বেড়ে রাখতে। ঘটনার পর ওর বাবা-মাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। আমাদের গোটা পরিবারটাই শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।'

প্রশাসনের তরফে কিছুদিন আগে ওই স্থান থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, বালি তোলার জন্যই নদীর ওই অংশটি মারণফাঁদে পরিণত হয়েছে। গত বছর ২৭ জুন ঠিক ওই জায়গাতেই নদীতে স্নান করতে নেমে অমৃত রায় (১২) ও কমলেশ রায় (১২) নামে দুই স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময়ও বালি উত্তোলন বন্ধের দাবি উঠেছিল। রবিবারের ঘটনার পর ফের বালি তোলা সম্পূর্ণ বন্ধের দাবিতে সরব হন গ্রামবাসীরা। পুলিশকে ঘিরে ধরে চলতে থাকে তুমুল বিক্ষোভ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাসের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আইসি জানান, 'সোমবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হবে।'

রংমিলান্তি।। আলিপুরদুয়ারের উত্তর পারোকাটায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের কৌশিক নন্দী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জরিমানার ভয়ে লাগাম বৃক্ষরোপণে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ১২৫ দিনের কাজের অংশ হিসেবে শিলিগুড়ি মহকুমার প্রত্যেক গ্রামে ১০০টি করে গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। ১৫ অগাস্ট একযোগে বৃক্ষরোপণের কথা থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অনীহার কারণে দিনক্ষণ পিছিয়ে ১৮ অগাস্ট করা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, শেষপর্যন্ত মহকুমার ৩২৮টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৮০টি গ্রামে ১০০টি করে গাছ লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখনও ১৪৮টি গ্রামে বৃক্ষরোপণ হয়নি। কোথাও জমির অভাব, কোথাও লাগানো গাছ রক্ষা করার জন্য জায়গা ঘিরে দেওয়ার সমস্যা রয়েছে বলে পঞ্চায়েতগুলির তরফে জানানো হয়েছে।

মহকুমা পরিষদ প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, '১৮০টি গ্রামে (মৌজায়) একশোটি করে গাছ লাগানো হয়েছে। সেগুলি বাঁচাতে পারলে অনেকটাই সবুজায়ন হবে।' তাঁর দাবি, শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত জনবসতি বাড়ায় অনেক জায়গাতেই ফাঁকা জমির অভাব রয়েছে। ফলে সব গ্রামে গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়ে দায় এড়ানোর অভিযোগও উঠছে। প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী, লাগানো প্রতিটি গাছ বাঁচানোর দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির। গাছ বাঁচাতে না পারলে জরিমানার মুখে পড়তে হবে। পঞ্চায়েতগুলির একাংশের দাবি, এই কারণেই যতগুলি গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব, ততগুলিই লাগানো হচ্ছে। হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগন্নাথ রায় যেমন বলেই দিলেন, 'ফাঁকা জায়গা থাকলেও জরিমানার কারণে গাছ লাগাতে ভয় পাচ্ছেন অনেক অফিসার।' পঞ্চায়েতগুলির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে যে, ১০০টি গাছের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪৫ দিনের মজুরি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বছরের বাকি সময় গাছগুলির দেখভাল কে করবে, তা স্পষ্ট নয়। নজরদারি না থাকলে গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা গবাদিপশু খেয়ে ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। রাস্তার ধারে বা সরকারি ফাঁকা জমিতে গাছ লাগানোর নির্দেশ থাকলেও অনেক জায়গাতেই সরকারি অফিস চত্বর, কোথাও আবার পঞ্চায়েতের ঘেরা জায়গায় গাছ লাগানো হয়েছে বলে দাবি। এমনকি কোন জমিতে কোন প্রজাতির গাছ লাগানো উপযুক্ত, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা হয়নি বলেও অভিযোগ। খারাপ মাটিতে লাগানোর পর কিছু গাছ দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে দাবি পঞ্চায়েতগুলির একাংশের। কেন এই দায়সারা মনোভাব? পাথরঘাটার প্রধান মহম্মদ শাহিদের সাফ কথা, 'আমরা আর অল্পদিন দায়িত্বে রয়েছি। ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। তাই দায় নিতে রাজি নই।' বৃক্ষরোপণের সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যতে হিসেবের গরমিলের আশঙ্কা করছে প্রশাসনের একাংশ। তাদের দাবি, কোথাও নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ না লাগিয়েও নথিতে সেই হিসেব দেখিয়ে ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্পের খরচ তোলার চেষ্টা হতে পারে। ফলে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি গাছের সংখ্যা ও পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নজরদারি জরুরি বলে মনে করছেন তাঁরা।

> আমরা আর অল্পদিন দায়িত্বে রয়েছি। ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। তাই দায় নিতে রাজি নই।
>
> **মহম্মদ শাহিদ** প্রধান, পাথরঘাটা

রাজনৈতিক পাঠ দিচ্ছে সিপিএম

চোপড়া, ২৩ অগাস্ট : দলীয় কর্মীদের রাজনৈতিক পাঠ দিতে জেলাজুড়ে শিবির করছে সিপিএম। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ১৭টি শিক্ষা শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার বলছেন, 'আজকের কর্মসূচিতে স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগের বাস্তবতা এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসএসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।'

এরিয়া কমিটির উদ্যোগে রবিবার দাসপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক সহ স্থানীয় ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব।

সাংগঠনিক সভা

ইসলামপুর, ২৩ অগাস্ট : রবিবার ইসলামপুর শহর সংলগ্ন রামগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রামগঞ্জ হাইস্কুলে একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা। সভায় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা, সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আগামীদিনে কীভাবে যৌথভাবে কাজ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের পদাধিকারীরা ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি এলাকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সংগঠনের ভূমিকা আরও সক্রিয় করার ওপর গুরুত্ব দেন।

রক্তদান শিবির

চোপড়া, ২৩ অগাস্ট : চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন থানা চত্বরে আয়োজিত শিবিরে ৪০ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

কীটনাশকে আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্তের

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, কোপ মাকেও

> জামাই নেশার ঘোরেই কুপিয়ে আমার মেয়েকে খুন করেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে এবং তার কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হবে।
>
> **দুলাল হোসেন** মৃতার বাবা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। রবিবার ভোরে ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, স্ত্রীকে খুনের পর ওই ব্যক্তি নিজের সন্তানকেও মারার চেষ্টা করেন। ওই ব্যক্তির মা তাকে বাঁচাতে গেলে তিনি ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই মহিলাকে আঘাত করেন। পরে নিজেও কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গির আলম ওরফে রুবেল নামে ওই ব্যক্তি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভোরে খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রুবেলের মাকে পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আইসি প্রশান্ত চামলিং সহ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার বাবা দুলাল হোসেন বলেন, 'জামাই নেশার ঘোরেই কুপিয়ে আমার মেয়েকে খুন করেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে এবং তার কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হবে।' তাঁর দাবি, 'এর আগেও একাধিকবার স্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল রুবেল। নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে।' জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃত ব্যক্তি জলপাইগুড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

পরিবার সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে রুকসানা বেগম ও জাহাঙ্গির আলম ওরফে রুবেলের প্রেমের সম্পর্ক থেকে বিয়ে হয়। প্রথম দিকে সব ঠিকঠাকই ছিল। পরিবারের অমত থাকলেও পরে দুই পরিবারই বিষয়টি মেনে নেয়। অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। ঝামেলা থেকে মারধরের ঘটনাও ঘটত। এর আগে রুবেল আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। প্রতিবারই প্রাণে বেঁচে যান। পরিবারের সদস্যদের দাবি, প্রায় দিনই নেশা করে বাড়ি ফিরে রুবেল স্ত্রীকে মারধর করতেন। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিতেন। কিন্তু রবিবার ভোরে এভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করবেন, তা কেউ ভাবতে পারেননি।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে পরকীয়া সম্পর্কে স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন রুবেল। রবিবার সেই বিষয় নিয়ে অন্য দিনের তুলনায় আরও বেশি ঝামেলা হয়। আত্মীয় নবিউল হোসেন বলেন, 'রুবেল প্রায়ই নেশা করে বাড়িতে এসে ঝামেলা করত। সেই কারণে পরিবারের অন্যরা অন্যত্র গিয়ে থাকতেন। তবে নির্দিষ্ট কী কারণে সে নেশার ঘোরে পড়েছিল, তা স্পষ্ট নয়।' হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রুবেলের দাবি, তাঁর স্ত্রী পরিবারের একজনের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই রাগ থেকেই তিনি স্ত্রীকে খুন করে বসেন। তবে এনিয়ে তাঁর কোনও আফসোস নেই।

শোকে বিহ্বল আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। রবিবার ধূপগুড়ির ভেমটিয়ায়।

■ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে পরকীয়া সম্পর্কে স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন জাহাঙ্গির

■ স্ত্রীকে খুনের পর কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্বামী

■ তার আগে সন্তানকে খুন করতে গিয়েছিলেন

মাদক সহ গ্রেপ্তার অটোচালক

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা রতন রায় ওরফে ছোট্টু মূলত অটোচালক হলেও, সম্প্রতি মাদকের কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল।

রবিবার দুপুরে পুলিশ গোপন সূত্র মারফত জানতে পারে, নিবেদিতা রোড এলাকায় এক তরুণ সন্দেহজনকভাবে অটো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এরপরই প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এলাকায় পৌঁছে অটোটিকে আটকে তল্লাশি চালায়। অটো থেকে উদ্ধার হয় একটি কালো প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা ২৮৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। অটোটি আটক করেছে পুলিশ। এর আগেও অপরাধমূলক ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধে ছোট্টু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

গানে, কবিতায় রবি স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : কবিতা, আবৃত্তি পাঠ এবং গান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করলেন হিমালয় কন্যা আবাসনের ফেজ-২'এর আবাসিকরা। বিকেলে আবাসন চত্বরে একটি ছোট পরিসরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সেখানে আবাসিকরা অংশগ্রহণ করেন। কেউ গান, কেউ আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে বিশ্বকবিকে স্মরণ করেন।

ঘিরনিগাঁওয়ে ভস্মীভূত ঘর

চোপড়া, ২৩ অগাস্ট : ঘিরনিগাঁওয়ের বাতাসুগছ গ্রামে শনিবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে একটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, সপিত আলি নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি ঘর। তবে গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

মায়ের খোঁজে গন্ডার শাবক লোকালয়ে

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৩ অগাস্ট : গত ১১ অগাস্ট কুঞ্জনগরে লোকালয়ে এসে মৃত্যু হয়েছিল মা গন্ডারের। মায়ের মৃত্যুর পর বছরখানেকের একরত্তি গন্ডার শাবকটি উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাকে খুঁজতেই সে কখনও চা বাগানে, কখনও বা লোকালয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। রবিবার সকালে পূর্ব মাদারিহাটের ১২ মাইল কালীবাড়ি এলাকায় স্বপন দাসের চা বাগানে আশ্রয় নেয় শাবকটি। মাত্র এক বছর বয়সের এই পুঁচকে শাবককে জঙ্গলে ফেরাতে গিয়ে কার্যত নাজেহাল অবস্থা হয় বনকর্মীদের।

শাবকটিকে জঙ্গলে ফেরাতে জলদাপাড়া থেকে চারটি অভিজ্ঞ কুনকি হাতি আনা হয়েছিল। কিন্তু ওই একরত্তি গন্ডার শাবকের মারমুখী আচরণ দেখে দুটি হাতি পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকে 'বংশীরাজ' ও 'ডায়না' নামের দুই কুনকি হাতি। প্রায় ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় দুপুর ১২টা নাগাদ শাবকটিকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ঢোকাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। তবে তাকে তাড়াতে গিয়ে শাবকটির আক্রমণে সামান্য জখম হন তরুণ দাস নামের এক অরণ্যসাথী। তরুণবাবু জানান, তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছে, তবে তা গুরুতর নয়।

শাবকটিকে চা বাগান থেকে বের করার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা নেন বংশীরাজ হাতির পাতাওয়ালা তাপস খড়িয়া। তিনি শাবকটির একদম কাছে গিয়ে তাকে জঙ্গলের দিকে তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে শাবকটির লেজ ধরেও টান দেন তিনি। অবশেষে তাকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের বিট অফিসার মানু পাল।

রবিবার সকালে চা বাগানের ভিতর গন্ডার শাবকটিকে প্রথম শুয়ে থাকতে দেখেন রাখাল দাস নামের এক ব্যক্তি। তিনিই ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মৃণাল দাসকে খবর দেন। এরপর খবর যায় বন দপ্তরে। খবর পেয়ে সদলবলে কুনকি হাতি নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিট অফিসার মানু পাল। আসেন হলং বিটের অফিসার ও আরআরটি-র বনকর্মীরাও। উদ্ধারকাজ দেখতে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়।

মানু পাল বলেন, 'শাবকটিকে সুস্থ অবস্থায় জঙ্গলে ফেরাতে পেরেছি, এটাই বড় কথা। তবে এক বনকর্মী সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে।' বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এইটুকু বয়সে মায়ের দুধ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সাধারণত তিন বছর বয়স পর্যন্ত শাবক গন্ডার মায়ের সঙ্গেই থাকে। বনকর্তাদের দাবি, শাবকটি ঘাস খাওয়া শিখে গিয়েছে, তাই তার খাদ্যের অভাব হবে না। কিন্তু মায়ের অভাবের যে যন্ত্রণা, তা একরত্তি ওই বন্যপ্রাণের আচরণেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গন্ডার শাবকটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

কমিটি গঠনে আশার আলো দেখছেন গুরুং

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে কমিটি গঠনের পর আশার আলো দেখছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। রবিবার নকশালবাড়ির জনসভার পর সেই বার্তাই দিলেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। এদিন নকশালবাড়ির লালপুলে বিশাল জনসভার আয়োজন করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শিলিগুড়ি-তরাই কমিটি। নকশালবাড়ি, হাতিঘিসা, খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি থেকে আসা প্রচুর মানুষ সভায় যোগদান করেন। বিশেষ করে চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ থেকে ধীমাল, রাজবংশী, মেচ সম্প্রদায়ের মানুষ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন রোশন গিরি, বিমল গুরুং। মঞ্চ থেকে বিমল জানান, আগামী ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়া বিমল বলেন, 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ভেন্টিলেটর থেকে ফের জীবিত হয়েছে। নিজের লাভের জন্য রাজনীতি করি না। পাহাড়ের দীর্ঘদিনের সমস্যা পূরণ করতে কাজ করি।' এছাড়া তিনি নাম না করে পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলির দিকে কটাক্ষ ছুড়ে দেন। তরুণদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে তাঁদের চাকরি দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ করা হবে বলেও তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আশার আলো দেখাচ্ছে। ২০১৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়-ডুয়ার্সের জনগণের ভাষা শেষ করে দিয়েছিলেন। জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। তবে এই বৈঠক ভালো হয়েছে। সমস্যা সমাধানে কমিটি গঠন হয়েছে।'

তবে আগামীদিনে পাহাড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের তরফে নানা প্রস্তাব থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাহাড়ে জমির সুরক্ষা, এলাকায় উন্নয়ন প্রয়োজন। ১১ জনগোষ্ঠীর তপশিলি উপজাতির মর্যাদা রক্ষা নিয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তপশিলি উপজাতিদের জায়গা যাতে অন্য কারও হাতে চলে না যায়, তার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কথায়, 'হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা আমাদের চিন্তার বাইরে। চিকেনস নেক ও জাতীয় সুরক্ষার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই বছর সময় লাগুক, কিন্তু আমরা সমাধান চাই। ৪০ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আগামীদিনে কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, তার জন্য আমরা কোনও ভুল না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব মেনে কাজ করব।' পাশাপাশি পাহাড়ে তরুণ-তরুণীদের চাকরি দেওয়া এবং কাটমানি নেওয়া বন্ধের অনুরোধ করেন তিনি।

> ২০১৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়-ডুয়ার্সের জনগণের ভাষা শেষ করে দিয়েছিলেন। জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে।
>
> **-বিমল গুরুং, সুপ্রিমো,** গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা

নকশালবাড়ির জনসভায় বিমল গুরুং। রবিবার।

সাদামাঠা জীবনেই উজ্জ্বল আনন্দময়

সভাসমিতি আর রাজনৈতিক তর্জার বাইরে কেমন কাটে একজন নেতার দৈনন্দিন জীবন? তাঁদের শখ, ব্যক্তিগত যাপন ও অন্দরমহলের অজানা গল্প তুলে ধরতে শুরু হয়েছে 'নেতার অন্দরমহল'।

নেতার অন্দরমহল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : রাতে বাড়ি ফিরে তখন খাবার টেবিলে সপরিবারে। কথায় কথায় হঠাৎ স্ত্রী জানতে চাইলেন, তাঁর জন্মদিন মনে আছে? মুচকি হেসে তারিখ বললেন মানুষটি। হাসি খেলে গেল প্রিয়তমার মুখেও।

সারাদিন তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত। প্রতিদিন শুনতে হয় হাজারো মানুষের সমস্যা-অভিযোগ, যেতে হয় নানা এলাকায়। দপ্তরের কাজকর্ম তো রয়েইছে। কার্যত দম ফেলার ফুরসত নেই বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি (১.৪ লক্ষ) ভোটে জেতা বিধায়কের। তবে দিন শেষে বাড়ি ফিরে তিনি আদ্যোপান্ত সাধারণ মানুষ- যত্নবান স্বামী, কর্তব্যপরায়ণ ছেলে ও স্নেহশীল বাবা। স্ত্রী-কে জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাতে তিনি যেমন ভোলেন না, তেমনই মনে রাখেন ঠিক কবে বৃদ্ধ বাবাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এখানে কথা হচ্ছে রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে নিয়ে। মন্ত্রী হয়েও সাদামাঠা জীবনযাপন তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। আসলে প্রচারের আলো না জ্বেলে, রাজনীতির রং না দেখে আমজনতার দরজায় পৌঁছে যাওয়াকেই প্রকৃত 'দেশসেবা' মনে করেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির এই বিধায়ক।

শিবমন্দিরের একটি বেসরকারি স্কুল থেকে প্রাথমিকের পাঠ নিয়েছিলেন আনন্দময়। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক। তাঁর বাবা খড়িবাড়ি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক। এরপর একে একে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর। পরে বিদ্যার্জন করেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী থেকেও। এমএ করেছেন বাংলা, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। তিনি নেট কোয়ালিফায়েডও। শিক্ষক হিসেবে চাকরি পান ২০১৩ সালে। টটুসিংহ স্মৃতি হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে আনন্দময় সেই বিদ্যা ছড়িয়ে দিয়েছেন পড়ুয়াদের মধ্যে। উত্তরের মাটির গান ভাওয়াইয়া তাঁর খুব প্রিয়। ভালোবাসেন কবিতা লিখতেও। যদিও মন্ত্রী হওয়ার পর আজকাল আর তেমন সময় হয়ে ওঠে না।

শৈশব ও কৈশোরে আনন্দময় ছিলেন দুরন্ত, বেপরোয়া। লোকালয় কিংবা জঙ্গলের কাছে হাতি বেরোনোর খবর পেলে ছুটে যেতেন দেখতে। একবার তো হাতি দেখার চক্করে রোহিণীর জঙ্গলে নিজের মোটর সাইকেল ফেলে পালিয়েছিলেন। পরে লোকজন নিয়ে গিয়ে আবার তা উদ্ধার করেন। অরণ্যপ্রেমী সেই তরুণকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বেঁধে দিয়েছিল 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ'।

কাজের হাজারো ব্যস্ততা কিংবা সংগঠনের দায়িত্বের মাঝেও আনন্দময় তাঁর পরিবারকে আগলে রাখেন অতিযত্নে। স্ত্রী কেয়া বর্মন নিজেও একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা। দুজনে মিলে শিক্ষার পরিবেশে বড় করে তুলছেন দুই সন্তানকে। পরিবারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে আনন্দময়ের। স্ত্রীর সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি গল্প হোক কিংবা সন্তানদের লেখাপড়ার খবর নেওয়া- এতে তিনি আপস করেন না।

বন্ধুমহলেও জনপ্রিয় আনন্দময়। পুরোনো বন্ধুদের দেখা হলে আজও আলোচনা হয় স্কুলের ছুটিতে ঘুরতে যাওয়া, নদীতে স্নান থেকে সীমান্ত এলাকায় গিয়ে আচমকা বাংলাদেশে ঢুকে পড়া নিয়ে।

পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই রাজনীতির ধারণা পেয়েছিলেন আনন্দময়। তাঁর মা প্রয়াত শকুন্তলা বর্মন দশ বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বর্মন জেলা বিজেপির সভাপতি ছিলেন চার বছর। যে কারণে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল ছোট থেকেই। পাশাপাশি পরিবার থেকে পেয়েছিলেন মাটিতে পা রেখে চলার শিক্ষাও। তাই মন্ত্রী হয়েও তিনি সাধারণ। নেই কোনও আড়ম্বর। বিমানবন্দরে সিআইএসএফ বা রেলের কামরায় টিটি যখন তাঁকে চিনতে পারেন না, তখন হাসিমুখেই মেনে নেন আনন্দময়। এই সারল্যই তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তুলেছে।

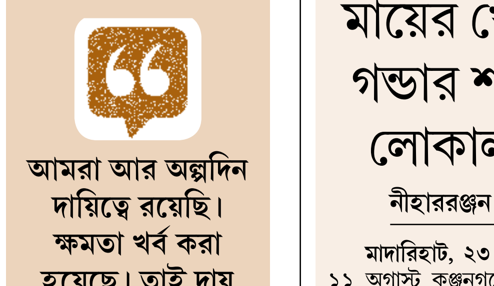

স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে আনন্দময় বর্মন। -ফাইল চিত্র

নেতাজির ছবি

'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র'-এর জন্য এবার নেতাজির নির্দিষ্ট ছবি দেওয়া শুরু করল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। রবিবার মনোহর পুকুরে 'নেতাজি সুভাষ সেবা কেন্দ্র' গড়ে দপ্তরের দেওয়া ছবি লাগিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

স্বপ্নপূরণ

দিনে ১২ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স চালিয়েও স্বপ্ন ছাড়েননি নদিয়ার গাংনাপুরের দেবজিৎ ভদ্র। কাজের ফাঁকে ইউটিউব দেখে পড়াশোনা এবং বারবার ব্যর্থতার পর অবশেষে ইসরোয় চাকরির সুযোগ। শ্রীহরিকোটায় 'টেকনিসিয়ান বি' পদে যোগ দেবেন তিনি।

ফের গ্রেপ্তার

জামিন পাওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যে ফের গ্রেপ্তার করা হল তারকেশ্বরের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম কুণ্ডুকে। ধৃতের বিরুদ্ধে জমি লুট, ফ্ল্যাট জবরদখল, টাকা হাতানো-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। রবিবার তাঁকে আদালতে পেশ করে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

হিন্দুত্ববাদী

গলায় গেরুয়া গামছা ঝোলালেই কেউ হিন্দুত্ববাদী হয়ে যায় না। প্রাক্তন তৃণমূলিরা এখন গলায় গেরুয়া কাপড় ঝুলিয়ে বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা।

অন্নপূর্ণায় বিচ্যুতি কবুল শমীকের

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভের আঁচ অব্যাহত। রবিবারও রাজ্যের একাধিক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন মহিলারা।

কখনও বিডিও অফিস, আবার কখনও পুরসভার বোরো অফিসে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। রবিবারও ক্যানিংয়ের বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। একই ঘটনা নদিয়ার বীরপাড়াতেও। এই পরিস্থিতিতে ব্যাটন ধরতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সকলে পাবেন বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। টাকা পৌঁছোতে দেরি হওয়ার পিছনে সিস্টেমের গলদ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি।

হাওড়ার এক অনুষ্ঠান থেকে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, 'সিস্টেমের সমস্যা রয়েছে। কিছু বিচ্যুতি হচ্ছে। কোথাও কোথাও সাবোতাজ করার চেষ্টা চলছে। এই কারণে এমনটা হচ্ছে। দেখুন তৃণমূল আমলে পুরুষদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়ার মতো ভুল কাজ এখানে হবে না। আমি বলছি সবাই অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন। এখনও আরও ৫০ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণার টাকা আমরা দেব।' সমস্ত প্রক্রিয়া সংশোধনের মাধ্যমে যোগ্যরা টাকা পেয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পরেও পোর্টালের স্ট্যাটাসে দীর্ঘ সময় ধরে উল্লেখ থাকছে 'আন্ডার প্রসেস', 'ফার্দার ভেরিফিকেশন'। আবার কারও স্ট্যাটাস 'অ্যাপ্রুভ' দেখালেও টাকা ঢুকছে না সময়মতো। কেউ আবার প্রথম মাসে টাকা পেয়ে পরের মাস থেকে তা বন্ধ হয়েছে। মালদায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অবসাদের কারণে আত্মহত্যা বলে দাবি করেছেন তাঁর পরিবার। বিক্ষোভ শুরু হতেই এর নেপথ্যে বিরোধীদের অপপ্রচারের রাজনীতি এবং সমাজমাধ্যম-সংবাদমাধ্যমের একাংশকে দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা যে রীতিমতো সুর চড়াচ্ছে তা টের পাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল।

এদিন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষও দাবি করেছেন, 'আড়াই কোটি লোককে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হত। তাঁরা অনেকেই যোগ্য নন। তাঁরা এই টাকা পাবেন না। বহু লোক বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদেরও নামও ঢোকানো হচ্ছে। প্রতিনিয়ত নাম আসছে, সেগুলি ভেরিফিকেশন করে ফাইনাল লিস্ট আসবে। আস্তে আস্তে সেই প্রক্রিয়া চলছে।'

এই নিয়ে ভ্রান্তি কাটাতে উলটো ছবিও তুলে ধরছেন বিজেপি বিধায়করা। ব্যারাকপুর বিধানসভায় এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপকদের নিয়ে মাতৃশক্তি ধন্যবাদ জ্ঞাপন মিছিলের আয়োজন করেন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে মণ্ডল-৪-এর মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

এদিকে বিজেপিকেই দুষে কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, যাঁরা যোগ্য তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। কিন্তু প্রশ্ন, এই সুবিধা পেতে কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন। কেন আপনি নির্বাচনের আগে এই শর্তগুলি বলেননি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দ্বিগুণ করার দাবি করেছিলেন? বহু মানুষ এই কারণে আপনাদের ভোট দিয়েছিলেন।'

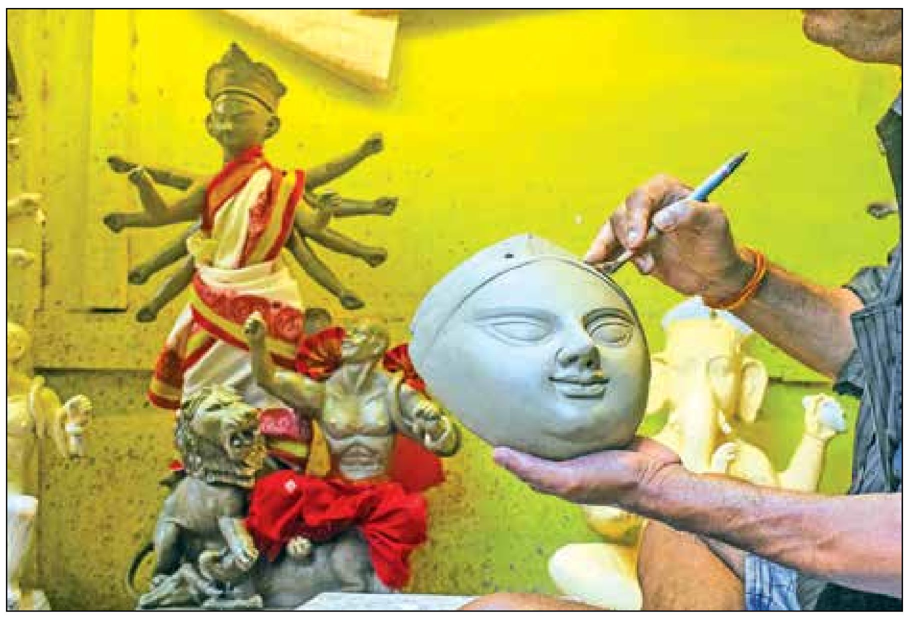

মায়ের রূপদানের নিভৃত সাধনা। কুমোরটুলির এক কোণে। কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

গার্ডেনরিচে বিনিয়োগ ৩৫০০ কোটির

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : প্রতিরক্ষা ও অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সে ৫টি নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্পে ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। রবিবার এই উপলক্ষ্যে ভূমিপুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভাষণে রাজনাথ সিং বলেন, 'এই প্রকল্পে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি হাজারো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। উপকৃত হবে ক্ষুদ্র ও ছোট এবং অনুসারী শিল্পগুলি।' সামগ্রিকভাবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পকে একটি মাইলফলক বলে দাবি করেন তিনি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এখানে কত কর্মসংস্থান হবে সেটা বড় কথা নয়। প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার জন্য আমি গর্বিত।'

অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'রাজ্যে আগে শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর শোনা যেত, এখন বিনিয়োগ শুধু বিনিয়োগের কথা শোনা যায়।' পালটা মুখ্যমন্ত্রীও অপারেশন সিঁদুরে দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনাথের প্রশংসা করেন। সরকার গড়ার পরই দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসময়ই গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স এবং ইছাপুর রাইফেলসে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের জন্য রাজনাথকে অনুরোধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রস্তাবিত ৫ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প করবে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ২টি ইছাপুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গার্ডেনরিচের জমি এবং পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষাসচিব জানান, চলতি আর্থিক বছরে দেশের মোট প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ২৫ শতাংশ এরাজ্য থেকে তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ বাহিনী গড়তে চলেছে রাজ্য। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার ধাঁচে এই বাহিনী গড়ে তোলা হবে। সেখানে অগ্নিবীরদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ থাকবে। এই বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছে অর্জুন বাহিনী। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তা কাজ শুরু করবে।' বিগত সরকার বিপর্যয় মোকাবিলায় বাহিনী গড়লেও কেন্দ্রের প্রস্তাব মেনে সেখানে অগ্নিবীরদের জন্য কোনও সংরক্ষণ রাখেনি। সরকার বদলের পর অর্জুন বাহিনীতে সেই সংরক্ষণ চালু করা হচ্ছে। অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হবে ডিসেম্বরে। তাই জানুয়ারির আগে রাজ্যের অর্জুন বাহিনীর জন্য অগ্নিবীরদের পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণে অর্জুন বাহিনীর কাজ শুরু করতে আপাতত সৈনিক বোর্ড থেকে প্রাক্তন সেনাকর্তাদের নিয়োগ করবে রাজ্য।

গার্ডেনরিচে ভূমিপুজোয় শুভেন্দু অধিকারী ও রাজনাথ সিং।

ফুটপাথে দুধ গরমের বাধার জের

সমালোচনার ঝড়ে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে গিয়ে এবার বিতর্কের মুখে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উচ্ছেদ অভিযানে বেরিয়ে ফুটপাথে এক শিশুর জন্য দুধ গরম হতে দেখে মারাত্মক ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মন্ত্রীর এই 'অমানবিক' আচরণের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। নাগরিক সমাজ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দল—সবাই একযোগে সুর চড়িয়েছে। রবিবার পার্ক স্ট্রিটের ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তবে বিষয়টি নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী।

শনিবার পার্ক স্ট্রিটে উচ্ছেদ অভিযানে নেমে ফুটপাথে উনুনে চাপানো একটি পাত্র দেখিয়ে এক মহিলাকে কড়া সুরে তিনি প্রশ্ন করেন, 'এখানে কী চলছে?' কোলে হামাগুড়ি দেওয়া এক শিশুকে দেখিয়ে ওই মহিলা উত্তর দেন, তিনি বাচ্চার জন্য দুধ গরম করছেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে বাচ্চার দুধ গরম হবে? এখানে সংসার পাতার অধিকার কে দিয়েছে?' সঙ্গে থাকা পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিকেও ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই পুরো দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই মন্ত্রীর সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ।

ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে রবিবার দুপুরে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ান মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি জানান,

সরকারের ভালো কাজ আটকে বিরোধীরা অহেতুক রাজনীতি করছে। ৫০ বছরে বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাথ মুক্ত করতে গেলে অমানবিক বলা হচ্ছে। বর্তমান সরকারকে কাজ করতে না দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

অগ্নিমিত্রা পাল

পাঞ্জাবের বাসিন্দা ওই মহিলা স্বামী পরিত্যক্তা। দুই সন্তানকে নিয়ে ফুটপাথ পরিষ্কারের কাজ করে দিন গুজরান করেন। কুণালের তোপ, 'কেউ স্বেচ্ছায় ফুটপাথে থাকে না। আমি অগ্নিমিত্রা পালকে দয়া করে এসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি। পার্ক স্ট্রিট থানায়ও গিয়েছিলাম।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, 'ক্ষমতা ও অহংকারের প্রদর্শনে শিশুর দুধের বাটি নামাতে বাধ্য করা ভয়ানক মানসিকতা।' সরব হয়েছেন সংস্কৃতি কর্মীরাও। কবি শ্রীজাত 'দুধের দাম' কবিতায় তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। কবিতার লেখা হয়েছে, 'দোষের মধ্যে পেটের জ্বালা। রোজ জোটে না দুধের দাম'। কবিতার শেষে তাঁর সংযোজন, 'ফুটপাথে মানচিত্র আঁকি ভারত আমার মায়ের নাম। এখন অনেক হিসেব বাকি। কে মেটাবে দুধের দাম?' জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ঋদ্ধি সেন বলেন, 'যে সরকার বাচ্চার দুধের বাটিতে লাথি মারে, তাদের প্রতি মানুষের কোনও ভরসা থাকতে পারে না।' সারা ভারত মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কণীনিকা ঘোষ বলেন, 'মা বিষয়টির জন্য দম লাগে। উনি মন্ত্রী। বুঝতে শিখুন।'

বিতর্কের মুখে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে জানান, 'কী ঘটেছে তা আমি জানি না। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে কথা বলব।' অন্যদিকে, নিজের সাফাই দিয়ে অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য, 'সরকারের ভালো কাজ আটকে বিরোধীরা অহেতুক রাজনীতি করছে। ৫০ বছরে বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাথ মুক্ত করতে গেলে অমানবিক বলা হচ্ছে। বর্তমান সরকারকে কাজ করতে না দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বর্ধমান, ২৩ অগাস্ট : টানা তিনদিন বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল পরিদর্শনের পর রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্যা ও তার সমাধানের পথ নিয়ে বৈঠকে বসলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। পরিদর্শনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে কর্মী-ঘাটতি। চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ, টেকনিশিয়ান, সাফাইকর্মী এবং নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই ঘাটতি পূরণে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে নিয়োগে কোনও ধরনের অনিয়ম যাতে না হয়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ মহুয়ার

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের অভিযোগে মামলা রুজু হয়। তার ভিত্তিতেই কৃষ্ণনগর আদালত মহুয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। ২৮ অগাস্টের মধ্যে তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন মহুয়া।

দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরে প্রাক্তন ফুটবলার মানস দাসের স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শোরগোল। শনিবার রাতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় রিয়ার দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানস ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়দের একাংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় পুলিশের। লাঠিচার্জও করতে হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর। মানস ও তাঁর মাকে আটক করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জমি কাঁটায় আটকে শিল্পনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : রাজ্যের প্রস্তাবিত নতুন শিল্পনীতির প্রথম অংশের খসড়া জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে। সরকারের গঠিত বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী আগামী সপ্তাহেই নবান্নে বৈঠকে বসে খসড়ার বাকি অংশ চূড়ান্ত করবে। রাজ্যের ঘাড়ে ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল ঋণের বোঝা সামলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং বড় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করাই এই শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

তবে প্রস্তাবিত এই শিল্পনীতির সামনে সবচেয়ে বড় বাধা জমিনীতি। পাহাড়ে চা ও পর্যটন ক্ষেত্রে লঘুকরণের পথ অনেকটা সুগম হলেও সার্বিক শিল্পায়ন এবং 'ল্যান্ড ব্যাংক' তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি মন্ত্রীগোষ্ঠী এখনও একমতে পৌঁছাতে পারেনি। জমি সিলিং আইন শিথিল হলেও শিল্প সংস্থাগুলি ঠিক কী নিয়মে এবং কতখানি জমি পাবে, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সূত্রের খবর, এই জটিলতা কাটাতে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ইতোমধ্যে পৃথকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অবশ্য জমি জট কাটাতে কিছু শক্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়েছে রাজ্য। 'ল্যান্ড ব্যাংক' জোরদার করতে যে সমস্ত শিল্পসংস্থা জমি অধিগ্রহণ করেও টানা তিন বছর ফেলে রেখেছে, তাদের থেকে তা ফেরত নেওয়া হবে। পাশাপাশি, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অকেজো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলিকে নতুন করে সচল করার উদ্যোগ চলছে। তবে সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, কৃষকদের জমি বলপূর্বক নেওয়া হবে না। শিল্পপতিরা যাতে কৃষকদের আস্থা অর্জন করে সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় জমি নিতে পারেন, সেই সমীকরণ তৈরির কাজই এখন পর্যালোচনাস্তরে রয়েছে।

বুদ্ধ-জায়ার অবস্থার উন্নতি

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানালেন তাঁদের সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য। বুদ্ধ-জায়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করার করার কথা জানিয়েছেন সুচেতন। তিনি বলেন, 'মায়ের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। আগের থেকে বেশ কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা ছুটি দিয়ে দেবেন। যারা সমাজমাধ্যমে অপপ্রচার করছেন তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হবে।'

হেপাজতে হোটেল মালিক

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : মির্জা গালিব স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেল মালিক বীরেশ্বর মিত্রকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠাল নিম্ন আদালত। রবিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫, ১২৫, ৩(৫), ২৮৭, ১১(সি) সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তাতে অনিচ্ছাকৃত খুন এবং অবহেলার কারণে জীবন বিপন্ন, যৌথভাবে অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড গিয়েও রেহাই পাননি বীরেশ্বর। আগেই লিজ হোল্ডার আবু জাফরকে গ্রেপ্তার করেছিল লালবাজার। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন আবুর স্ত্রী সাবা জাফলও।

অভিনব দেওয়াল চিত্র। দেওধর স্ট্রিটে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

এনকাউন্টারের হুঁশিয়ারি দিলীপের

খড়্গপুর, ২৩ অগাস্ট : গুন্ডা-মাফিয়া-নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য কমাতে পুলিশি এনকাউন্টারের নিদান দিলেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবিবার খড়্গপুরে বিজেপির একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ফের বিতর্ক উসকে দিলেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'এলাকাকে ঠান্ডা করার জন্য পুলিশকে খোলা হাত দেওয়া হয়েছে। খড়্গপুরে পা রাখলে ডাল-ভাত খাওয়ার আগেই গুলি খেতে হবে। পুলিশ হাত বার করবে, ট্রিগার টিপবে। উৎপাত সহ্য করব না। গুন্ডা-মাফিয়াদের বাড়াবাড়ির চেয়ে পুলিশের বাড়াবাড়ি অন্তত অনেক ভালো।'

এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের রেশ ধরে বারুইপুরে হওয়া এনকাউন্টারের ঘটনা প্রশ্ন তুলেছিল রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থার ওপর। খোলা হাতে গুন্ডা দমনের নীতি এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, তাহলে কি বাংলায়ও শুরু হল 'এনকাউন্টার পলিটিক্স'? এদিন খড়্গপুরে বিজেপির নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের অনুষ্ঠান থেকে তৃণমূলকেও আক্রমণ করেন দিলীপ। তাঁর দাবি, খড়্গপুরের মানুষ বিজেপির পাশে থাকলেও দীর্ঘদিন এখানে চলেছে গুন্ডারাজ। অত্যাচরিত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। তিনি আরও বলেন, 'এসবের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা যুক্ত। পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নিতে। নয়তো আমাদের কাছে আসবেন।' এদিন দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, ইতিমধ্যেই চুরি-ছিনতাই ও মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দিলীপের বক্তব্যের নিন্দা করে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'দিলীপ ঘোষকে পুলিশ নিয়ে মন্তব্য করার কাজ শুভেন্দু অধিকারী দেননি। উনি আসলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন।' যদিও দিলীপ ঘোষ মনে করেন পুলিশ সক্রিয়তা বাড়ালে পুজোর আগেই শহরে

খড়্গপুরে পা রাখলে ডাল-ভাত খাওয়ার আগেই গুলি খেতে হবে। পুলিশ হাত বার করবে, ট্রিগার টিপবে। উৎপাত সহ্য করব না।

দিলীপ ঘোষ

শান্তি ফিরবে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'ভারতবর্ষে আইন আছে, বাংলায়ও আইন আছে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। উনি পঞ্চায়েতমন্ত্রী। তাহলে কি এবার পঞ্চায়েতের চোরগুলোরও এনকাউন্টার হবে?' সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ দিলীপের 'এনকাউন্টার তত্ত্ব' প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা তাঁর এই মন্তব্যে খুশি। কারণ, আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের আসল চেহারাটা মানুষের সামনে আসুক।'

দোতারা আর বাউলের টানে মজেছে ইউরোপ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ইউরোপের কোনও এক দূর শহরের কফি শপে বসে অথবা নিস্তব্ধ হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে চালাতে যদি হঠাৎ রেডিওর নব ঘোরাতেই কানে ভেসে আসে চেনা দোতারার টুংটাং কিংবা উদাসী বাউলের মেঠো সুর, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাংলার মাটির গন্ধমাখা গান এবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে ইউরোপের ঘরে ঘরে। ইউরোপিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (ইবিইউ) তাদের বিশেষ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে বাংলার লোকগানের বিশেষ অ্যালবাম 'ফোকস অফ বেঙ্গল'। ইউরোপের প্রায় ৪৫টি আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড মিউজিক রেডিও স্টেশন নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সম্প্রচার করবে এই সুরের সংকলন।

খবরটা শুনে মনে হতেই পারে, এ তো আকস্মিক কোনও চমক। কিন্তু বাস্তবতা হল, এটি বাংলার শিকড়ের গানের এক দীর্ঘ এবং গৌরবময় যাত্রারই নবতম অধ্যায়। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলার এমন সাতটি লোকগানের অ্যালবাম ইউরোপীয় শ্রোতাদের দরবারে সমাদৃত হয়েছিল। এমনকি বিশ্ব সংগীতের শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল এখানকার তিনটি গান। সংগীতপ্রেমীদের হয়তো মনে থাকবে ২০১৫ ও ২০১৭ সালে এলভিস লবোর সঙ্গে দেবলীনা ভৌমিকের গান কিংবা তন্ময় পানের সঙ্গে সুমনা চৌধুরীর যুগলবন্দির কথা, যা জায়গা করে নিয়েছিল গ্লোবাল টপ ৩০ তালিকায়। তারপর কেটে গিয়েছে তিনটি বছর। একরকম নীরবতার পর ফের বিশ্বমঞ্চে বাংলার এই উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিল—যন্ত্রের কৃত্রিম কারিকুরি নয়, খাঁটি অ্যাকোস্টিক বাদ্য আর মাটির গানের আবেদন আজও বিশ্বজুড়ে কতটা অমলিন।

তবে এই নতুন অ্যালবামে ঠিক কী এমন আছে, যা ইউরোপের সংগীত বিশেষজ্ঞদের কান ছুঁয়ে গেল? উত্তর লুকিয়ে আছে এর বিষয়-বৈচিত্র্য এবং নিপুণ পরিবেশনায়। এতে কোনও আরোপিত ফিউশন নেই, বরং রয়েছে নদীমাতৃক বাংলার জল-হাওয়া আর বাউল-ফকিরদের শতবর্ষের সাধনতত্ত্ব। আন্তর্জাতিক মঞ্চে

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলার লোকগান

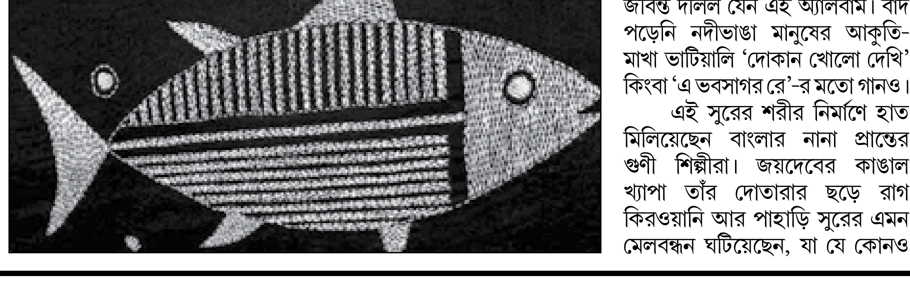

সুপরিচিত রীনা দাস বাউলের কণ্ঠে 'হাওয়া পাখি'-র মতো গানে যেমন উঠে এসেছে দেহ-খাঁচার খাঁটি রূপক, তেমনই রয়েছে ভবা পাগলার ভক্তি ও আত্মদর্শনের গান 'এখনো নিভেনি' কিংবা 'ধিকিধিকি'। লালন ফকিরের 'আরশিনগর' ও 'বল রে স্বরূপ' থেকে শুরু করে মহাজন বিজয় সরকারের 'ভাব না জেনে' কিংবা উকিল মুন্সীর বিরহমাখা পদ 'লিলুয়া বাতাসে'—সব মিলিয়ে বাংলার ভাবান্দোলনের এক জীবন্ত দলিল যেন এই অ্যালবাম। বাদ পড়েনি নদীভাঙা মানুষের আকুতি-মাখা ভাটিয়ালি 'দোকান খোলো দেখি' কিংবা 'এ ভবসাগর রে'-র মতো গানও।

এই সুরের শরীর নির্মাণে হাত মিলিয়েছেন বাংলার নানা প্রান্তের গুণী শিল্পীরা। জয়দেবের কাঙাল খ্যাপা তাঁর দোতারার ছড়ে রাগ কিরওয়ানি আর পাহাড়ি সুরের এমন মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, যা যে কোনও আন্তর্জাতিক শ্রোতাকে সম্মোহিত করতে বাধ্য। অন্যদিকে বাবু ফকিরের মরমি কণ্ঠ, বহুভাষী শিল্পী দীপান্বিতা আচার্যের ভরাট পরিবেশনা, দেবলীনা ভৌমিকের নিজস্ব আঙ্গিক এবং প্রাণেশ সোম, শম্পা বিশ্বাস ও মনস্বিতা ঠাকুরের মতো শিল্পীদের নিষ্ঠা পুরো কাজটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সঙ্গে গিরীশ খ্যাপা, সাধু দাস বাউল এবং বামাপ্রসাদ সিংহের খমক ও তবলার সঙ্গত অ্যালবামের প্রতিটি পরতে মাটির গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে যেখানে পপ আর ইলেক্ট্রনিক মিউজিকের দাপট, সেখানে বাংলার একতারা আর দোতারার সুর ইউরোপের রেডিওতে বেজে ওঠা নিঃসন্দেহে এক বড় প্রাপ্তি। সীমানা পেরিয়ে এই সুরের ছড়িয়ে পড়া আমাদের আবার মনে করিয়ে দেয়—যা একান্তই মাটির, তার টান আসলে গোটা পৃথিবীর।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯৭ সংখ্যা, সোমবার, ৬ ভাদ্র ১৪৩৩

রণংদেহি ‘অন্নপূর্ণা’

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা যোজনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যতখানি রাজনৈতিক লাভ হয়েছিল, এখন ততটাই ক্ষতির সম্মুখীন রাজ্যের শাসকদল। অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত মহিলার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। প্রমীলা বিক্ষোভ স্তিমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই আপাতত। বরং তা ক্রমবর্ধমান। ওই যোজনায় বঞ্চিতরা ভাতা না পাওয়া ইস্তক এই বিক্ষোভের আঁচ রাজ্য সরকারকে সহ্য করতে হবে মনে হচ্ছে।

এই বিক্ষোভের দুটি বিশেষ দিক যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। প্রথমত, মহিলারা অরাজনৈতিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে শামিল হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের বিক্ষোভের মধ্যে একটি পরিকল্পনারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বিক্ষোভটি ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। এই বিক্ষোভের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায় সরকার আন্দোলন দমনে কোনওরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে অপারগ হচ্ছে।

বিক্ষুব্ধদের মধ্যে যেমন সিপিএম, কংগ্রেস বা তৃণমূল সমর্থকরা আছেন তেমন বিজেপি সমর্থকরাও আছেন। ফলে এটি সর্বাঙ্গীণ সামাজিক বিক্ষোভের রূপ পরিগ্রহ করছে। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না চলে যায়, তার জন্য সরকারের ইচ্ছা থাকলেও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ফাঁসে তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়ে চলেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মহিলা নিজেদের অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদের আন্দোলনের জেরে ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন। ক্ষুব্ধ মহিলারা কোথাও পথ অবরোধ করছেন, আবার কোথাও সরকারি দপ্তরের সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। বহু এলাকায় সরকারি আধিকারিকদের ঘেরাও করে রাখা হচ্ছে। নজিরবিহীন এই বিক্ষোভের জেরে গেরুয়া শিবিরের নেতারা চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ছেন।

রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির নির্বাচিত সাংসদ ও বিধায়করা সাধারণ মহিলাদের রোষের মুখে পড়ছেন। তাঁদের ঘিরে ধরে জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে। রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে সরকারি বৈঠক মাঝপথে বন্ধ করে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা চালাতে হয়েছে। মহিলাদের মূল প্রশ্ন, কেন বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন? সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সরকার মহিলাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারছে না।

পুরমন্ত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যে তৃণমূল সমর্থকরা আছেন, তাঁদের অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য আপডেট করেছেন। এজন্য যোগ্য মহিলারা বাদ পড়ছেন। তৃণমূলের মদতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে কালিমালিপ্ত করতে এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ। মন্ত্রীর কথা সত্য ধরে নিলে রাজ্য সরকারের অসহায়তাই প্রকট হয়। কারণ, এইসব কর্মীকে নিয়েই রাজ্য পরিচালনা করতে হবে সরকারকে।

এইসব কর্মীকে চিহ্নিত না করতে পারলে, সেটাও সরকারের ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেছেন, অন্নপূর্ণা যোজনা যাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের অধিকাংশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ চলে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর আশ্বাসবাণীর পরেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। বরং পরিস্থিতি জটিল হয়েছে বহু জায়গায় স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা বঞ্চিত মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোয়।

তাঁদের মতে, গ্রামীণ এলাকার গরিব মহিলারা সত্যিই এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। ঘরের মহিলাদের এই ক্ষোভকে বিজেপি সমর্থকরাও আর এড়িয়ে যেতে পারছেন না। ফলে দলের অন্দরে চাপা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। মহিলাদের স্পষ্ট বক্তব্য, যতক্ষণ না তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা ঢুকছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।

শুধু আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ওপর ভরসা করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমলারা সরকারের কাছে দায়বদ্ধ নিশ্চয়ই। কিন্তু নির্বাচিত সরকার আবার জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ। নির্বাচনের আগে ভোটারের কাছে জবাবদিহির দায়িত্ব পালন করতে হয় জনপ্রতিনিধিদের। সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয় সাধিত না হলে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান অসম্ভব।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

মধ্যবিত্ত মরছে রোজ, মরছে স্বপ্নও

আয় বাড়লেও সংসারে স্বস্তি কমছে, ছোট হয়ে আসছে মধ্যবিত্তের সাধের বহু পুরোনো সমস্ত স্বপ্ন।

দীপ সাহা

প্রতীকী।

মাসের শেষ দশটা দিন। এই দশদিন এখন মধ্যবিত্তের কাছে যেন আলাদা একটা ঋতু। ক্যালেন্ডারে তার কোনও নাম নেই, কিন্তু সংসারের খাতায় অস্তিত্ব স্পষ্ট। মাসের প্রথম সপ্তাহে বাজার হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে বিল মেটে। তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় হিসেব। আর চতুর্থ সপ্তাহে গিয়ে গৃহকর্তা বলে দেন, এবার একটু দেখে খরচ করো।

‘দেখে খরচ’ কথাটার অর্থ অবশ্য এখন সবাই বোঝেন। মাছটা আজ না হলেও চলবে। ডিম তো আছে! ফলটা এই সপ্তাহে না কিনলেও হবে। বাইরে খাওয়া? থাক। ছেলেটার জুতোর ফিতে ছিঁড়েছে? ফিতেটা বদলে দাও। নতুন জুতোটা পুজোর আগে হলেও চলবে। নিজের ওষুধ? ওটা পরে দেখা যাবে। এই ‘পরে দেখা যাবে’ কথাটাই গত এক দশকে মধ্যবিত্তের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি হয়ে উঠেছে।

বাজারে গিয়ে রোজই হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকে। ই-২০ জ্বালানির ধাক্কায় চিনির বাজারে নতুন করে চাপ তৈরি হয়েছে। চিনির দাম একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। তার সঙ্গে চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজ-রান্নাঘরের প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়েই সংসারে নতুন করে অঙ্ক কষতে হচ্ছে। একটা একটা দাম আলাদা করে দেখলে হয়তো খুব বেশি মনে হয় না। কিন্তু সংসার তো একটা জিনিস দিয়ে চলে না। পাঁচ টাকা এখানে, দশ টাকা সেখানে, কুড়ি টাকা অন্য কোথাও, মাসের শেষে সেই ছোট ছোট অঙ্কই বড় হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই বড় অঙ্কটাই এখন মধ্যবিত্তের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আজ চিনি। কাল তেল। পরশু ডাল। তারপর চাল। বাচ্চার দুধ। এই তালিকার যেন কোনও শেষ নেই। অথচ বেতন আসে মাসে একবার। সমস্যাটা এখানেই। বছর দশেক আগে যে মানুষটি মাসের শুরুতে বাজারের ব্যাগ ভরে বাড়ি ফিরতেন, আজও তিনি একইভাবে বাজারে যান। তফাতটা শুধু ব্যাগের ওজনে। টাকা প্রায় দ্বিগুণ গতিতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু জিনিসপত্র সেই গতিতে ব্যাগে ঢোকে না। চাল আছে। ডাল আছে। তেল আছে। নুন আছে। গ্যাস আছে। বিদ্যুৎ আছে। স্কুল আছে। ওষুধ আছে। অর্থাৎ, জীবন আছে। শুধু সেই জীবনের স্বস্তিটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই কমে যাওয়াটা খুব একটা আলোচনার বিষয় নয়।

কারণ মধ্যবিত্ত চিৎকার করে না। সে সরকারকে গালাগালি দেয় না। রাস্তায় নেমে হাঁড়ি বাজায় না। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কান্নাকাটি করে না। সে শুধু নিজের জীবনটাকে একটু একটু করে ছোট করে। আর সেই কারণেই তার কষ্টটা এত সহজে চোখ এড়িয়ে যায়। ভারতে মধ্যবিত্তের একটা পুরোনো স্বপ্ন ছিল, বাবা-মায়ের চেয়ে একটু ভালো জীবন হবে সন্তানের। সন্তান আরও ভালো স্কুলে পড়বে। নিজের একটা বাড়ি হবে। একটা গাড়ি হবে। বছরে অন্তত একবার পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়া হবে। কিছু টাকা জমবে। অবসরের পর কারও কাছে হাত পাততে হবে না। স্বপ্নগুলো খুব বড় ছিল না। কিন্তু ছিল।

আজ সেই স্বপ্নের জায়গায় ঢুকে পড়েছে ইএমআই। বাড়ির ঋণ। গাড়ির ঋণ। শিক্ষার খরচ। বিমার খরচ। চিকিৎসার খরচ। ক্রেডিট কার্ডের বিল। মধ্যবিত্ত এখন আর ভবিষ্যৎ তৈরি করে না। ভবিষ্যতের খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করে। এটাই বদল। আর এই বদলের সবচেয়ে নির্মম দিক হল, মানুষটি নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারেন না যে তিনি পিছিয়ে পড়ছেন। কারণ তাঁর হাতে স্মার্টফোন আছে। বাড়িতে টিভি আছে। ছেলে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ে। বছরে একবার দার্জিলিং বা পুরী যাওয়া হয়। সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্টাতে হয়। সবাই ভাবে, এই তো দিব্যি আছেন! তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা সেই ছবির বাইরে। ছবির বাইরে যে মানুষটি রাতে বসে হিসেব করেন, এই মাসে বিদ্যুতের বিলটা এত বেশি এল কেন? গৃহকর্তার মাথায় ঘোরে, এই মাসে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে কী হবে? সেই ‘কী হবে’টাই আজ মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় ভয়।

এবার একটু রাজনীতির কথা বলা যাক। গত এক-দেড় দশকে আমরা উন্নয়নের অনেক গল্প শুনেছি। শুনেছি নতুন ভারত তৈরি হচ্ছে। শুনেছি দেশ বদলে যাচ্ছে। শুনেছি বড় বড় স্বপ্নের কথা। নিশ্চয়ই বদলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কার জীবনে কতটা বদলেছে? একজন সাধারণ মানুষ যদি আগের তুলনায় বেশি টাকা আয় করেন, কিন্তু সেই টাকায় আগের তুলনায় কম জিনিস কিনতে পারেন, তাহলে তাঁর কাছে উন্নয়নের হিসেবটা কী? একজন মা যদি নিজের চিকিৎসা পিছিয়ে দিয়ে সন্তানের স্কুলের ফি ভরেন, তাহলে তাঁর কাছে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার কতটা গুরুত্বপূর্ণ? প্রশ্নগুলি অস্বস্তিকর। কিন্তু প্রশ্নগুলি করতেই হবে। কারণ গণতন্ত্রে সরকারের সাফল্যের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন সরকারি প্রচার নয়। সাধারণ মানুষের সংসারে তার প্রতিফলন।

দেশজুড়ে একটা স্লোগান আজও মুখে মুখে ফেরে- ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।’ হ্যাঁ, অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্তের জন্য? নিজের বাড়ি? আরও কঠিন। ভালো চিকিৎসা? আরও ব্যয়বহুল। সন্তানের ভালো শিক্ষা? আরও খরচসাপেক্ষ। সঞ্চয়? দিন-দিন কঠিন। অবসর জীবনের নিরাপত্তা? অনেকের কাছেই অনিশ্চিত। সরকারকে উন্নয়ন করতেই হবে। বড় প্রকল্প করতেই হবে। দেশের পরিকাঠামো বদলাতেই হবে। কিন্তু সেই উন্নয়নের সঙ্গে যদি রান্নাঘরের হিসেব না মেলে, তাহলে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁকটা পূরণ করাই আগামীদিনের বড় কাজ।

আর বিরোধীরা? তাঁদেরও আয়নায় মুখ দেখা দরকার। মানুষের কষ্ট আছে। কিন্তু সেই কষ্টকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার মতো বিশ্বাসযোগ্য বিরোধিতা কোথায়? মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিবৃতি আসে। মিছিল হয়। সংসদে হইচই হয়। তারপর? মাসের ২৫ তারিখে যে মানুষটি বাজারে গিয়ে পাঁচটা জিনিসের মধ্যে দুটো বাদ দেন, তাঁর পাশে কে থাকে? যে পরিবার অসুখের সময় সঞ্চয় ভেঙে ফেলে, তার কথা কে বলে? যে চাকরিজীবী মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রেডিট কার্ডের উপর নির্ভর করেন, তাঁর কথা কে বলে? যে তরুণ ভালো চাকরি পেয়েও বাড়ি করার স্বপ্ন দেখতে ভয় পান, তাঁর কথা কে বলে?

রাজনীতি যদি মানুষের জীবন থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে মানুষও একদিন রাজনীতি থেকে দূরে সরে যায়। এই কথাটা শাসক এবং বিরোধী, দু’পক্ষেরই মনে রাখা উচিত।

আসলে মধ্যবিত্তের কোনও বড় দাবি নেই। সে বিপ্লব চায় না। সে রাষ্ট্রের কাছে প্রতিদিন কিছু চাইতেও চায় না। সে শুধু চায়, তার আয় আর তার জীবনের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য থাকুক। সে চায়, বাজারে গিয়ে প্রতিবার কিছু বাদ দিতে না হয়। সে চায়, অসুখ হলে চিকিৎসা করাতে গিয়ে সংসারের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখতে না হয়। এই দাবিগুলি কি খুব বেশি? সম্ভবত নয়। কিন্তু আজকের ভারতীয় মধ্যবিত্তের দিকে তাকালে মনে হয়, সে নিজের দাবিও কমিয়ে এনেছে। আগে বলত, নিজের বাড়ি চাই। এখন বলে, ভাড়া যেন না বাড়ে। আগে বলত, নতুন গাড়ি কিনব। এখন বলে, পুরোনোটাই আর দু’বছর চলুক। আগে বলত, ভবিষ্যতের জন্য টাকা রাখব। এখন বলে, মাসটা আগে শেষ হোক।

এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভয়ংকর।

মধ্যবিত্ত আসলে প্রতিদিন একটু একটু করে মরে। একটু নিজের ইচ্ছের মধ্যে। একটু নিজের আনন্দের মধ্যে। একটু নিজের চিকিৎসার মধ্যে। একটু নিজের সঞ্চয়ের মধ্যে। তারপরও সে পরদিন সকালে উঠে অফিসে যায়। কারণ তার ছুটি নেই। তার প্রতিবাদ নেই। তার কান্নার সময় নেই। তার শুধু মাসের শেষ আছে। আর মাসের শেষে আবার নতুন মাস আসে। নতুন বেতন আসে। নতুন বিল আসে। নতুন বাজার হয়। নতুন হিসেব হয়। শুধু পুরোনো স্বপ্নগুলো আর ফিরে আসে না।

দেশ বদলাচ্ছে, এই কথা আমরা গত দশ-বারো বছর ধরে শুনছি। আজকের বাজার যেন তার সামনে পালটা প্রশ্ন রাখছে। চিনির দাম বাড়ে। তেলের দাম বাড়ে। ডালের দাম বাড়ে। চালের দাম বাড়ে। নুনের দাম বাড়ে। আর প্রতিবারই মধ্যবিত্ত তার সংসার থেকে কিছু একটা বাদ দেয়।

প্রশ্নটা তাই শুধু মূল্যবৃদ্ধির নয়। প্রশ্নটা হল, আর কতটা বাদ দেবে মানুষ? কারণ একটা দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে নির্মম পরীক্ষা হয় সেখানেই। মধ্যবিত্তের পকেটে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯০৮

বিপ্লবী শিবরাম রাজগুরুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মা।

আলোচিত

দু-একটা জায়গায় কিছু বিচ্যুতি আছে। সেটা সিস্টেমের সমস্যা। কোথাও কোথাও সাবোতাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। কয়েকটা জায়গায় ফর্ম ফিলআপ করতে কেউ কেউ গাফিলতি করেছেন। তাই অন্নপূর্ণা যোজনায় এমনটা হয়েছে। বছরে ৩৬ হাজার টাকা কম অর্থ নয়। প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত যোগ্যরা পান, সে বিষয়ে সরকার সতর্ক। তৃণমূল আমলে পুরুষদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়ার মতো ভুয়ো কাজ এখন হবে না। সবাই অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন। আরও প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলাকে দেওয়া হবে।

-শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

১২ লক্ষ টাকা ইঁদুরের পেটে! সোনার গয়না কেনার স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর অজান্তে সংসার খরচ থেকে বাঁচানো টাকা জমাচ্ছিলেন গৃহবধূ। আট বছর জমানোর পর ট্রাংক খুলতেই কপালে হাত। টাকাগুলি কুটিকুটি করেছে ইঁদুর।

ভাইরাল/২

কেরলের কোট্টায়ামের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় ঘুম পায় চালকের। রাস্তাতেই গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। গাড়িতে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছেন চালক। হইচই পড়ে যায়। অনেক ডাকাডাকির পর ঘুম ভাঙে।

জনমন জনমত

এ কোন দেশপ্রেমের নমুনা?

নির্বাচনি প্রচারে এসে কেউ একজন দাম্ভিক গলায় শ্লেষ উগরে দিয়ে যাদবপুর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘যে সরকার একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সামলাতে পারে না, সেই সরকার কী করে একটা রাজ্য সামলাবে?’ তখনকার যাদবপুর নাকি দেশদ্রোহীদের আখড়া ছিল। এমন আপত্তিজনক মন্তব্যের প্রতিবাদও হয়েছিল।

আমল পালটাল। বাংলায় পদ্মফুল ফুটল। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি পদ্মমধুর লোভে ভিড় করে এল। তারপর? এত কিছুর পর এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা কী করে ঘটল? এবিভিপি যাদবপুরকে তছনছ করল। ‘পদ্মের পাপড়ি দিয়ে ঘেরা তিন শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ ছিল ফলকটিতে...’ (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, পৃষ্ঠা ৩, ২১ অগাস্ট ২০২৬)—সেটিকে ভেঙে ফেলল! সে এক জঘন্য তাণ্ডব। শান্তিরক্ষকেরা উর্দির মান বিসর্জন দিয়ে অশান্তদের উচ্ছ্বাস শান্তভাবে উপভোগ করলেন। নিন্দুকেরা এটাকে পরোক্ষ মদত বলছেন।

নির্বাচনি প্রচারে উচ্চারিত সেই একই শব্দগুচ্ছ শাসকের দিকে ছুড়ে দিয়ে জানতে চাইছি, এভাবেই কি সামাল দিতে হয়? আপনাদের পছন্দের দুটো শব্দের মধ্যে কোন শব্দটা যাবে এই অদৃষ্টপূর্ব তাণ্ডবের সঙ্গে? দেশপ্রেম, নাকি দেশদ্রোহ? দ্বিতীয়টা বরং অন্যান্য দলের সমর্থকদের জন্য তোলা থাক। এবিভিপির তাণ্ডবে তো ঝলসে উঠল দেশপ্রেম! অন্যান্য সংগঠনের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে অকাল দেওয়ালি উদযাপন করা হল। নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীক পাদানিতে পরিণত হল। এভাবেই একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সামলানো হল। আগামীদিনে হয়তো রাজ্যকেও...।

শমীকবাবু স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, ‘আমাদের কোনও ছাত্র সংগঠন নেই।’ উত্তম কথা! তাহলে এবিভিপি কাদের? কোথাকার? শমীকবাবুর কথাকে বেদবাক্য ধরে নিলেও দুটো খটকা কিন্তু থেকেই যাবে।

এক, নামগোত্রহীন একটা সংগঠন গুন্ডামি করার সময় খুব চেনা স্লোগান দিচ্ছিল কেন? দুই, কেনই বা যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক ‘সারারাত তাণ্ডব চলবে’ বলে গুন্ডাদের মদত দিচ্ছিলেন?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এখনও কেন গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করা হল না? গুন্ডাদের আচরণ তো বলেই দিচ্ছে এরা ‘দিমাগি নকশাল’। এদের তুলে নেওয়া হচ্ছে না কেন? একটা অজ্ঞাতকুলশীল সংগঠনের গুন্ডারা যদি রাজধানীর বুকে এভাবে দাপিয়ে বেড়ায়, তাহলে গোটা রাজ্যের সমূহ বিপদ। যাকে বলে, আমাদের রাজ্য এখন ‘খতরে মে’।

তাপসী দে
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শিশুদের প্রশ্ন, বড়দের নীরবতা

শিশুর প্রশ্নেই ধরা পড়ে নীরবতা, ভয়, আপস এবং নাগরিক দায়বোধের গভীর সংকট।

চিরদীপা বিশ্বাস

প্রতীকী।

‘লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।’ ‘এর মানে কী গো দিদি?’ চমকে উঠে পেছনে ফিরে দেখি ক্লাস ওয়ানের পুঁচকে প্রতিবেশিনী। আগেও হাজার বুঝিয়ে কোনও লাভ হয়নি। আমার ইউনিভার্সিটি তার কাছে সোজাসাপটা ‘বড় স্কুল’। এবার সেই তাকে ‘লড়াই করে বাঁচা’-র অর্থ বোঝাবে সাধ্য কার! তড়িঘড়ি মোবাইলটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করি, ‘এই, কীসের লড়াই রে!’ ‘ও মা, ওই দাদা-দিদিগুলো তো বলছিল, দেখলাম আমি ভিডিওটাতে। তোমাদের স্কুলে মারপিট হয় নাকি? টিচার পানিশ করে না?’ এর উত্তর কী হওয়া উচিত, ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই টিপিকাল বড়দের মতো গাম্ভীর্য নিয়ে ওই এক ক্লিশে ডায়ালগ, ‘ও কিছু না, বড় হ, বুঝবি।’

তবে নিজের মনের খচখচ ভাবটা কাটল না। ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে ওর জানার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে এই শব্দটাকে কেন এত আপন করে নেওয়া প্রয়োজন, ওদের এই সমাজে দাঁড়িয়ে। লড়াই ছাড়া এখন বাঁচার অন্য কোনও পন্থা আছে কি? শিক্ষা থেকে চাকরি, রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে ইমারতের রং, সবকিছু পাওয়ার জন্যই যেন আজ লড়াই করতে হয়। নিজের অধিকার, নিজের মত, নিজের জায়গা, সবকিছু নিয়েই মানুষকে কোনও না কোনওভাবে দাঁড়াতে হচ্ছে। অথচ একটি সমাজের স্বাভাবিক চিত্র তো এমন হওয়ার কথা নয়, যেখানে ছোটরা মারপিটের সঙ্গে লড়াইকে গুলিয়ে ফেলে, আর বড়রা সেই বিভ্রান্তির সামনে চুপ করে যায়।

সবার আগে ‘দেশ’ সত্য, তাহার আগে নাই, এমন বিশ্বাস যাঁরা করেন, তাঁদের কাছেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সংবিধান কি নাগরিককে সবকিছু লড়াই করেই হাসিল করতে বলেছে? কেমন সেই শাসনতন্ত্র, যেখানে রাজার সঙ্গে প্রজার মতের অমিলকে সহজেই অশান্তি হিসেবে দেখা হয়, আর সংখ্যালঘিষ্ঠ মতকে সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে? ‘ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত’ এর যে স্বপ্ন, তার সঙ্গে কি এই ছবি মেলে? স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনে দেশরক্ষার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর গৌরবের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকের স্বাধীন মত, প্রশ্ন করার অধিকার এবং নিরাপত্তার কথাও কি সমানভাবে মনে রাখা উচিত নয়? যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করা মানুষ তৈরি করেছে, তাদের জাতীয়তাবোধ শেখানোর নাম করে ভয় বা বিরোধিতার পরিবেশ তৈরি হলে শিক্ষারই বা অর্থ থাকে কোথায়?

এর মধ্যেই দেশের নানা পরীক্ষাকে ঘিরে প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে বারবারই উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। কোথাও প্রশ্নপত্র আগেই ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠছে, কোথাও পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ফলে যে তরুণরা পড়াশোনা করে শিক্ষক, গবেষক বা পেশাজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের কাছে ন্যায্য প্রতিযোগিতাই প্রথম প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, গুণগত এবং ভবিষ্যতমুখী করার কথা বলে। কিন্তু সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সঙ্গে যদি পরীক্ষা ব্যবস্থায় আস্থার সংকট তৈরি হয়, তা হলে সমস্যাটি শুধু একটি পরীক্ষার নয়, বৃহত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার। প্রফেসর হওয়া, গবেষণা করে ভারতবর্ষকে জ্ঞানচর্চার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, এসব স্বপ্ন তখন কাগজে সুন্দর থাকে, বাস্তবে তার পথ কঠিন হয়ে ওঠে।

তবে দুঃখজনক এই যে, ওই ক্লাস ওয়ানের পুঁচকেও বোঝে স্কুলে লড়াই করলে টিচার পানিশ করে, কিন্তু ওদের মাথায় বসে থাকা আমরা বড়রা অনেকসময় শুধু বলি, ‘ওসব কিছু না, ছাড়ো।’ এই যে নীরবতা, এই যে দূরে দাঁড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলা, তারও কি কোনও সামাজিক দায় নেই? ‘এই মৃত্যু উপত্যকা যে আমার দেশ নয়’, তা গলা বাজিয়ে বলতে ভয় করে আমাদের। এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে আমরা কিন্তু কিন্তু করি। সত্যিই, কী দরকার! চলছে যেমন চলুক না, আমি বাবা দূরে দূরে গা বাঁচিয়েই বেশ আছি। অথচ হয়তো সেই পুঁচকেটাই একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করবে, লড়াই যদি শুধু মারপিট না হয়, তা হলে সত্যি কথা বলার সাহসটুকু আমরা কোথায় হারালাম?

(লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। কোচবিহারের ভূমিকন্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৩১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শক্তপোক্ত নয়, একেবারেই ভঙ্গুর ৪। শরীরে জন্মের দাগ ৫। শিশুদের হাঁটা ৭। এই প্রাণীর ডাক নাম শজারু ৮। এই ভাই কিন্তু সহোদর নয় ৯। কাউকে খুন বা হত্যা করার ইচ্ছে ১১। নরসুন্দর বা ক্ষৌরকার ১৩। বাবার বড় অথবা ছোট বোনও হতে পারেন ১৪। বিড়াল বা মার্জার ১৫। একলা নয়, পুরো দলবেঁধে।

উপর-নীচ : ১। যে ফুলের নাম কিংশুক ২। প্রসাধন, চোখে ব্যবহার করা হয় ৩। যে মাসে কোনও উৎসব হয় না ৬। দুধের সর ৯। প্যাঁচানো মিষ্টি ১০। গৃহপালিত প্রাণী ১১। সংগীতজ্ঞ দেবতা ১২। যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার নেয়।

সমাধান ■ ৪৫৩০

পাশাপাশি : ১। মুলতুবি ৩। কামিলা ৫। হযবরল ৭। মওকা ৯। পানামা ১১। বনমোরগ ১৪। লঙ্গর ১৫। তিমিঙ্গিল।

উপর-নীচ : ১। মুকদ্দম ২। বিরহ ৩। কাবাব ৪। লাঙল ৬। রটনা ৮। ওজন ১০। মাইফেল ১১। বকুল ১২। মোহর ১৩। গলতি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কেন্দ্রে শূন্যপদ ৮ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : দেশের তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ যখন একটা স্থায়ী চাকরির আশায় চোখের জল ফেলছেন, তখন কেন্দ্র সরকারের অলিন্দেই ধুলো জমছে লাখ লাখ খালি পদে। তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের জবাবে উঠে এসেছে এক উদ্বেগের ছবি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই মুহূর্তে খালি পড়ে রয়েছে ৮.২৩ লক্ষেরও বেশি অনুমোদিত পদ। অর্থাৎ, কেন্দ্র সরকারের প্রতি পাঁচটি পদের একটিতে কাজ চালানোর মতো লোক নেই!

মধ্যপ্রদেশের সমাজকর্মী চন্দ্রশেখর গৌড়ের দায়ের করা আরটিআই-এর উত্তরে পাওয়া তথ্য বলছে, ২০২৪-এর ১ মার্চ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ৩৯,৩২,২১২টি পদের বিপরীতে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ৩০,৯৯,৫৫৬। বাকি ৮,২৩,৬৫৬টি আসন ফাঁকা, যা মোট পদের প্রায় ২১ শতাংশ।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, গত এক দশকে এই শূন্যপদের বহর প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৫ সালে খালি পদ ছিল ৪.২১ লক্ষ (১১.৫%), ২০২৪-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ শতাংশে। প্রশাসনিক অচলাবস্থার এই ছবিটা যে কেবল নীচুতলাতেই সীমিত, তা নয়। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দুই প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও (পিএমও) কর্মীসংকট তীব্র। রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুমোদিত ৮০৩টি পদের মধ্যে খালি ২৮৭টি (প্রায় ৩৫.৭%)। অন্যদিকে, পিএমও-র ৪৪১টি

■ কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরে এই মুহূর্তে খালি পড়ে রয়েছে ৮.২৩ লক্ষেরও বেশি অনুমোদিত পদ

■ ভারতীয় রেলের ১৪.৭৯ লক্ষ অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি পড়ে রয়েছে ২.৪০ লক্ষেরও বেশি পদ

■ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অসামরিক বিভাগে ৫.৫৬ লক্ষ পদের মধ্যে খালি ২.৪২ লক্ষের বেশি

পদের জায়গায় কর্মরত মাত্র ৩১৫ জন, অর্থাৎ প্রায় ২৮.৫ শতাংশ পদই শূন্য।

পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল দুই দপ্তর—রেল ও প্রতিরক্ষাতেও অবস্থা মারাত্মক। ভারতীয় রেলের ১৪.৭৯ লক্ষ অনুমোদিত পদের বিপরীতে খালি পড়ে রয়েছে ২.৪০ লক্ষেরও বেশি পদ, যা মোট কেন্দ্রীয় শূন্যপদের প্রায় ৩০ শতাংশ। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অসামরিক বিভাগে ৫.৫৬ লক্ষ পদের মধ্যে খালি ২.৪২ লক্ষের বেশি, অর্থাৎ প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ পদই কর্মীহীন (যদিও এই পরিসংখ্যানে সেনার তিন বাহিনী অন্তর্ভুক্ত নয়)। এর পাশাপাশি ডাক, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতো দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রকগুলিতেও কর্মীসংকট চরমে। ফলে বিদ্যমান কর্মীদের ওপর তৈরি হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ, ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ভারতে মোট কর্মহীন মানুষের ৮৩ শতাংশই যুবসমাজ। ২০০০ সালে দেশের মোট বেকারদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের হার যেখানে ছিল ৫৪ শতাংশ, ২০২২ সালে তা লাফিয়ে পৌঁছেছে ৬৬ শতাংশে। চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ ও আন্দোলন যখন দিল্লি থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াচ্ছে, ঠিক তখনই এই বিপুল শূন্যপদের পরিসংখ্যান সরকারের কর্মসংস্থান নীতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবস্থা সামলাতে কালক্ষেপ না করে 'মিশন মোড'-এ স্বচ্ছ ও নিয়মিত নিয়োগ পরীক্ষা চালানো দরকার। না হলে যেমন প্রশাসনিক গতি স্তব্ধ হবে, তেমনই বেকারের হতাশা দেশকে ঠেলে দেবে আরও গভীর সামাজিক সংকটে।

কাজ নেই ৮.৭ কোটি তরুণের

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : দেশের প্রায় ৮.৭ কোটি তরুণের কোনও শিক্ষা, চাকরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নেই। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি এই বিশাল গোষ্ঠীকে 'নিট' (নট ইন এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অর ট্রেনিং) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা নীতি আয়োগের 'রিইমাজিনিং স্কিলিং ফর বিকশিত ভারত@২০৪৭' শীর্ষক প্রতিবেদনে স্পষ্ট করা হয়েছে, অর্থনৈতিক সংকট এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব চলতি পরিস্থিতির মূল কারণ।

জাতীয় নমুনা জরিপ (এনএসএস)-এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। নীতি আয়োগের মতে, এই বিশাল যুবসমাজকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে সাশ্রয়ী বা ভরতুকিযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। 'আয় না থাকা এবং পূর্ববর্তী শিক্ষার

তথ্য নীতি আয়োগের

খরচ চালাতে গিয়ে এই তরুণরা নতুন করে কোনও ট্রেনিং নিতে পারছে না,' বলে সতর্ক করেছে কমিশন। কমিশনের কথায়, 'প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার পাশাপাশি উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা সবচেয়ে জরুরি।'

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আরও এক করুণ চিত্র। কলেজ উত্তীর্ণদের মাত্র ৮.২৫ শতাংশ তাঁদের যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ পান। পর্যাপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও শিল্পের উপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবেই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রার্থীরা কলেজের খরচের পর অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের খরচ বহন করতে পারেন না। ফলে বাধ্য হয়েই খুব কম বেতনের অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হন কিংবা বেকার অবস্থায় দিন কাটান। এই সংকট নিরসনে কমিশন সুপারিশ, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার পর রাখার বদলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু করা দরকার।

জাতীয় মহাকাশ দিবসে স্পেস স্টার্টআপের সিইওদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

স্পেস স্টার্টআপের প্রশংসা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : রবিবার জাতীয় মহাকাশ দিবসে দেশের প্রথম সারির স্পেস স্টার্টআপগুলির সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাদের উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করেন তিনি। এর পাশাপাশি আমজনতার দৈনন্দিন জীবন আরও সহজ করে তুলতে কীভাবে মহাকাশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায় সেই সম্ভাবনা খোঁজার পরামর্শও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি বলেন, 'আমাদের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে এই ক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মনে হয় যদি জীবন গড়তে হয় তাহলে ভারতে আসতে হবে। ভারতের মহাকাশসংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের জন্য আমরা গোটা বিশ্বের প্রতিভাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পারব। সেটাই হতে পারে আমাদের সবথেকে বড় শক্তি।' মহাকাশক্ষেত্রে যে সমস্ত স্টার্টআপগুলি বর্তমানে কাজ করছে তাদের সিইওদের সঙ্গে আলোচনায় ওই সংস্থাগুলির ভাবনাচিন্তা এবং আত্মবিশ্বাসেরও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের ওপর আপনারা যে ভরসা রেখেছেন সেটা অনেক বড় কথা।'

এদিকে জাতীয় মহাকাশ দিবসে ইসরোর তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, মহাকাশে মানুষ পাঠানোর যাবতীয় প্রক্রিয়া একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। ৪ মাসের মধ্যে গগনযানের প্রথম মানববিহীন রকেট। এমনটাই জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ড.ভি নারায়ণন। শুধু তাই নয়, চলতি অর্থবর্ষে ইসরোর তরফে মহাকাশে

> আমাদের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে এই ক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মনে হয় যদি জীবন গড়তে হয় তাহলে ভারতে আসতে হবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

৮টি রকেট ও ১২টি স্যাটেলাইট পাঠানোর কথাও জানানো হয়েছে। ড. নারায়ণন জানিয়েছেন, মহাকাশচারীদের সুরক্ষিতভাবে পাঠাতে এবং ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যে গগনযান মিশনের প্রায় ৮ হাজার ছোটবড়ো পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা একদম চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে গিয়েছি। মানববাহী মিশন চালুর আগে অন্তত তিনটি চালকহীন মিশন সম্পন্ন করা হবে।'

ভারতের রকেট উৎক্ষেপণ খরচ সবচেয়ে বেশি

লন্ডন, ২৩ অগাস্ট : ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবসের সন্ধিক্ষণে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্র অস্বস্তিতে ফেলল ইসরোকে। গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, কম খরচে মহাকাশ অভিযানের জন্য ইসরোর সুনাম থাকলেও, প্রতি কেজি পেলোডের বিচারে ভারতের উৎক্ষেপণ খরচ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

কেমব্রিজের অর্থনীতিবিদ অ্যালেসিও টেরজি এবং ইতালির পলিটেকনিকো ডি টোরিনোর গবেষক ফ্রান্সেস্কো নিকোলির যৌথ গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'ইকনমিকস লেটার্স' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ৬,৭৪০টি রকেট উৎক্ষেপণের তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরা জানান, পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথে এক কেজি বস্তু পাঠাতে ভারতের খরচ হয় প্রায় ১৩,৩০২ ডলার (প্রায় ১২.৭৩ লক্ষ টাকা)। পক্ষান্তরে, আমেরিকার সমপরিমাণ ওজনের জন্য খরচ মাত্র ৩,২২৫ ডলার (প্রায় ৩.০৮ লক্ষ টাকা)। অর্থাৎ আমেরিকার তুলনায় ভারতে এই খরচ প্রায় চারগুণ বেশি। এমনকি চিন (৫,৮০৯ ডলার), রাশিয়া (৬,৬৮২ ডলার) এবং ইউরোপের (৯,৮৯৭ ডলার) চেয়েও ভারতের খরচ বেশি।

ইসরো অবশ্য এই গবেষণার ফলাফল খারিজ করে দিয়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন জানান, গবেষণায় ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা আধিকারিকের দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ভোপালে তৃষা শর্মার মৃত্যুর ছায়া দিল্লিতে। বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় তৃষার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে। এবার দিল্লির দ্বারকার বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক অন্তঃসত্ত্বা নাজিয়া খানমের দেহ উদ্ধার হল।

বিয়ের চার মাসের মাথায় নাজিয়ার (৩০) মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। নাজিয়া খানম তিন মাসের গর্ভবতী ছিলেন। নাজিয়ার বাবা তাওয়াব খান মেয়ের মৃত্যুর জন্য জামাই আজিম আলি খানকে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিয়ের পর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি অকথ্য গালিগালাজ করতেন

নাজিয়াকে। চলেছে শারীরিক নিগ্রহ। মেয়ে ফোনে জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া এমনকি মেরে ফেলার হুমকিও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ির স্বভাব বদলায়নি। ২১ অগাস্ট ভোর চারটে নাগাদ নাজিয়া আত্মহত্যার খবর তাঁরা তবে শ্বশুরবাড়ির দাবি, নাজিয়া আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিন স্বামী-স্ত্রীর তর্কাতর্কি হয়। তারপরেই নাজিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করে। পরে তাঁকে জানলায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। নাজিয়ার ভাই জানিয়েছেন, পণ নিয়ে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এফআইআর-এ পণের কথা উল্লেখ করেনি পুলিশ। অভিযুক্তের বাবা প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বলেই আজিম দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পছন্দের রাখির খোঁজে... রবিবার প্রয়াগরাজে।

৯২ লক্ষ অযোগ্যকে লড়কি বহিনের ভাতা

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : তৃণমূল জমানার 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, পুরুষ লক্ষ্মীরাও সরকারি টাকা পেয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক কড়া শর্ত আরোপ করেছে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কড়াকড়ি হলেও এনডিএ শাসিত মহারাষ্ট্রে লড়কি বহিন যোজনার টাকা ভুয়ো উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে যাওয়ার চাঞ্চল্যকর একটি তথ্য সামনে এসেছে। তথ্যের অধিকার আইনে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্র সরকারের 'মুখ্যমন্ত্রী মাঝি লড়কি বহিন' প্রকল্পে গত ২ বছরে ৯২ লক্ষ অযোগ্য উপভোক্তাকে মোট ৯,৬০৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের জুন মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ২১ থেকে ৬৫ বছর বয়সী কম আয়ের মহিলাদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু কড়া যাচাই প্রক্রিয়ার আগেই কোটি কোটি টাকা অযোগ্যদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, বাদ পড়া ৯২ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে অন্তত ৬২ লক্ষেরই ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন হয়নি। ১৬ লক্ষের পারিবারিক আয়

কাঠগড়ায় এনডিএ শাসিত মহারাষ্ট্র

নির্ধারিত আড়াই লক্ষ টাকার বেশি ছিল। এমনকি ৪.৫ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৩.৬ লক্ষ অন্যান্য সরকারি ভাতার প্রাপক এবং দেড় লক্ষাধিক প্রবীণ নাগরিক নিয়ম ভেঙে লড়কি বহিন প্রকল্পের টাকা তুলেছেন বলে জানা গিয়েছে। জুলাই ২০২৫-এর এক পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছিল, ১৪,০০০ পুরুষও টানা ১০ মাস ধরে এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রে গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি এবং এনডিএ-র বাজিমাতের নেপথ্যে এই প্রকল্পের বড়োসড়ো ভূমিকা ছিল।

আরটিআই তথ্য বলছে, ২ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে ৭৬,২৬১ কোটি টাকা খরচ করেছে। ৩৯.৭ কোটি লেনদেনের বদলে লেনদেন হয়েছে ৪৬.১ কোটি। এই অতিরিক্ত ৬.৪ কোটি লেনদেন অযোগ্য উপভোক্তাদের খাতায় গিয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, শুধুমাত্র যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী এবং আধিকারিকদের খাতায় ওই টাকা ঢুকেছিল তাদের থেকেই টাকা ফেরত নেওয়া হবে। বাকি অযোগ্য উপভোক্তাদের থেকে টাকা ফেরানো হবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পরিষ্কার, শুধু তৃণমূলের জমানাতেই নয়, বিজেপি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও অযোগ্যদের হাতে সরকারি টাকা ঢুকেছে।

বঙ্গোপসাগরে জাহাজডুবি

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : বঙ্গোপসাগরে ওডিশার পারাদ্বীপ উপকূল থেকে প্রায় ২৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে পানামার পতাকাবাহী একটি বিশালাকার মালবাহী জাহাজ ডুবে গিয়েছে। 'এমভি ওশান উইনার' নামের ওই মালবাহী জাহাজে মোট ২৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী ও নৌসেনা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। লাইফ র‍্যাফটের সাহায্যে দু-জন নাবিককে জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও ২২ জন নিখোঁজ। উদ্ধার হওয়া দু-জনের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, জাহাজটিতে ২০ জন চিনা, ৩ জন মায়ানমারের এবং ১ জন বাংলাদেশি নাবিক ছিলেন।

বাংলাদেশে খুন হিন্দু শিক্ষক

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : মাদক সেবনের বিরোধিতা করায় সপরিবারে খুন হলেন এক প্রাক্তন শিক্ষক। মৃত ব্যক্তি বছর ৬৫-র গণপতি চক্রবর্তী রংপুর জেলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। খুন হয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫০), তাঁদের ২৩ বছরের কন্যা আগামী চক্রবর্তী ও ১২ বছরের ছেলে প্রিয়ম চক্রবর্তী।

রংপুর মেট্রোপলিটন কোতওয়ালি থানার ওসি নাজমুল কাদের জানিয়েছেন, শনিবার রাতে গণপতির রংপুরের বাড়ি থেকেই সকলের দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ তাঁদের শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনা প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার সকালের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

গাছের ডালে জাতীয় পাখি। রবিবার দিল্লিতে।

বাণিজ্যযুদ্ধের ডাক কার্নির

টরন্টো, ২৩ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর হঠাৎ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। মার্কিন পদক্ষেপকে সরাসরি 'আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে সমপরিমাণ 'ডলারের জবাবে ডলার' পালটা শুল্ক বসানোর কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে কার্নি বলেন, 'আক্রান্ত হলে আপনি যুদ্ধেই নেমে পড়েন, আর আমরা আক্রান্ত হয়েছি।' কানাডার এই পালটা শুল্কের কোপে পড়তে চলেছে ডেয়ারি, স্টিল, ইলেক্ট্রনিক্স, কৃষি সরঞ্জাম ও কাগজের মতো মার্কিন শিল্পক্ষেত্র।

যমুনায় ঝাঁপ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : মহারাষ্ট্রের ছায়া রাজধানীতেও। আইফোনের কিস্তি মেটাতে না পেরে দিল্লিতে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন দীপক কুমার নামে এক নৃত্যশিক্ষক। টহলদারিরত পুলিশ তা দেখে ফেলায় তারা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দলকে জানায়। দীপক বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কাজিরাঙ্গায় কমছে বাফার জোন

গুয়াহাটি, ২৩ অগাস্ট : ডুয়ার্সের জলদাপাড়া কিংবা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গায়ে লেগে থাকা জঙ্গল-লাগোয়া বনবস্তিগুলির কথা ভাবুন তো! যেখানে অরণ্য আর মানুষের জীবন যেন একই সুতোয় গাঁথা। বনবস্তির মানুষগুলির রুটিরুজি নির্ভর করে ওই জঙ্গলেরই ওপর। ঠিক একইরকম এক চিরন্তন টানাপোড়েন রয়েছে অসমেও। একশৃঙ্গ গন্ডারের স্বর্গরাজ্য কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের চারপাশের পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকা বা ইকো-সেনসিটিভ জোন নিয়ে এবার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল অসম সরকার।

এতদিন নিয়ম ছিল, উদ্যানের সীমানা থেকে অন্তত ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা ডিফল্ট বাফার জোন হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু এবার সেই নিয়ম পালটে বাফার জোনকে মাত্র ১ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের গায়ে থাকা চা বাগান বা জনপদগুলির মতোই কাজিরাঙ্গার আশপাশের বাসিন্দাদের জীবনও বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। তাই একতরফা ভাবে বিশাল এলাকা জুড়ে বাফার জোন

জারি করলে স্থানীয়দের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মূল সীমানার একচুলও ক্ষতি হবে না। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই কোর এরিয়া থেকে নয়, বরং বাইরের সীমানা থেকে এই দূরত্ব মাপা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, একতরফা ভাবে ১০ কিলোমিটার বাফার জোন রাখলে নুমলীগড় শোধনাগারের মতো বড় শিল্প যেমন পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হবে, তেমনই তেজপুরের মতো এলাকায় স্থানীয়দের বাসস্থান তৈরি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার কাজও পুরোপুরি থমকে যাবে। তাঁর সাফ কথা, 'মানুষকে যদি উচ্ছেদই হতে হয়, তাহলে অরণ্যকে রক্ষা করবে কে?'

প্রাক্তন ফিল্ড ডিরেক্টর যতীন্দ্র শর্মাও এই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, বাফার জোন মানেই সব বন্ধ নয়, বরং নিয়ম মেনে উন্নয়নের সুযোগ। মানুষ ও পশুর মেলবন্ধন ভীষণ জরুরি। তবে পরিবেশবিদ ও বিরোধী শিবিরের একাংশ প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, বাফার জোনের রাশ এমনভাবে আলগা হলে কাজিরাঙ্গার সংবেদনশীল ইকোসিস্টেমে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। উন্নয়ন আর সংরক্ষণের এই অদ্ভুত সমীকরণে কাজিরাঙ্গা এখন কোন পথে হাঁটে, সেটাই দেখার।

'আপনাদের রাগি মুখটাই ওদের কনটেন্ট'

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : নিট কাণ্ডে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকে যন্তরমন্তরে জেন জেডের বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল দিল্লি পুলিশ। দমনপীড়নের মাত্রা নিয়ে তো বটেই, প্রশ্ন উঠেছে পড়ুয়াদের সামলাতে ছররা গুলি চালানো নিয়েও। এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সামলাতে নিজেদের কৌশল আমূল বদলে ফেলার রাস্তায় হাঁটছে দিল্লি পুলিশ। নতুন প্রজন্মের আন্দোলনকারীদের প্ররোচনা এড়িয়ে কীভাবে শান্ত ও সংযত থাকতে হবে, তা নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করেছে বাহিনী। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'আপনাদের রাগী মুখটাই ওদের কনটেন্ট। ওরা আপনাদের সঙ্গে লড়াই করছে না। ওরা একটি ফিল্ম তৈরি করতে চাইছে যাতে আপনাদের খলনায়ক হিসেবে দেখাতে চায়। ওই ভূমিকা অস্বীকার করুন।'

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির প্রস্তুত করা একগুচ্ছ নির্দেশিকা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) পাঠানো হয়েছে দিল্লির সমস্ত পুলিশ জেলায়। নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদীদের কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তার পাশাপাশি কীভাবে মোকাবিলার রাস্তা থেকে সরে আসতে হবে সেই সম্পর্কেও গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কর্মীদের স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সারাক্ষণই ক্যামেরার নজরদারিতে রয়েছেন। গাইডলাইনে বলা হয়েছে, 'বিক্ষোভকারীদের হয়তো চিৎকার

যন্তরমন্তর থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লি পুলিশের গাইডলাইন

করে কান্নাকাটি করবেন। পুলিশকর্মীদের পায়ে পড়ে যেতে পারেন। অথবা সহমর্মিতা বা রাগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। এইরকম পরিস্থিতিতে কোনওরকম তর্ক জুড়বেন না কিংবা সহমত পোষণ করবেন না। খুব প্রয়োজন হলে বলতে পারেন, দয়া করে সহযোগিতা করুন, আমরা আমাদের ডিউটি করছি। তারপরই নীরবতা বজায় রাখুন।'

দিল্লি পুলিশের ১৫টি জেলা সহ রেল ও মেট্রো ইউনিটগুলিতে পাঠানো ওই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হলো তরুণ আন্দোলনকারীদের ক্যামেরার ফাঁদ এড়ানো। আন্দোলনকারীদের নানা মিম ট্র্যাপ বা সোশ্যাল মিডিয়া নেট এবং আবেগঘন প্রশ্ন মোকাবিলার জন্য পুলিশকে বিশেষ পাঠ দেওয়া হয়েছে। কোনও মোবাইল সামনে ধরে আবেগঘন প্রশ্ন করলেও সোজাসুজি তাকিয়ে শান্ত থাকতে হবে, ফোন ঠেলে দেওয়া বা বস্তু ছিনিয়ে নেওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া দেখানো যাবে না। মহিলা বিক্ষোভকারীদেরও সম্পূর্ণভাবে মহিলা পুলিশ কর্মীরাই সামলাবেন বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বিক্ষোভের স্থানে কেউ অসুস্থ হলে, প্রবীণ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাস্তা পার হতে চাইলে, কিংবা শিশু হারিয়ে গেলে পুলিশকেই প্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে। লাঠি উঁচিয়ে ধমক দেওয়ার বদলে হাত জোড় করে 'আঙ্কেল' বা 'আন্টি' বলে আবেদন জানালে ভিড় সামলানো সহজ হবে এবং ক্যামেরাতেও ইতিবাচক ছবি উঠবে। এহেন গাইডলাইনে পুলিশের ভাবমূর্তি কতটা বদলায় সেটাই এখন দেখার।

বংশগতির আণবিক ভিত্তি

প্রসেনজিৎকুমার বসাক, *শিক্ষক*
সাঁওতালপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা তৃতীয় সিমেস্টার

1) DNA -এর অটোক্যাটালাইটিক ও হেটেরোক্যাটালাইটিক ধর্ম কাকে বলে?

উ: কোনও রাসায়নিক পদার্থের আত্মপ্রতিলিপিকরণকে অটোক্যাটালাইসিন বলে, যা কোষ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে জিনগত পদার্থটিরও স্ব-সংশ্লেষ করার ক্ষমতা বহন করে।

এবং অন্য রাসায়নিক উপাদানগুলির সংশ্লেষ দ্বারা ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। জেনেটিক পদার্থের অন্য যৌগ্য উৎপাদনের ক্ষমতা হল হেটেরোক্যাটালাইসিস। DNA এই ধর্মের দ্বারা central dogma-কে উপস্থাপন করে।

2) নিউক্লিওজোম কী?

উ: ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের যে গঠনগত একক একটি হিস্টোন অক্টামার, H1 হিস্টোন ও 200 জোড়া নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত, তাকে নিউক্লিওজোম বলে।

3) হিস্টোন প্রোটিন ক্ষারীয় প্রকৃতির কেন?

উ: আর্জিনিন ও লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য।

4) লিঙ্কার DNA কী?

উ: দুটি হিস্টোন অক্টামারের মধ্যবর্তী DNA যা 60টি বেস জোড় দীর্ঘ হয়।

5) ক্রোমোজোম স্ক্যাফোল্ড কী?

উ: হিস্টোন ছাড়াও ক্রোমোজোমে যে প্রোটিনগুলি থাকে তাদের নন-হিস্টোন ক্রোমোজোমাল প্রোটিন বলে। হিস্টোন ছাড়াও ক্রোমোজোমের অবশিষ্ট প্রোটিন কাঠামো হল ক্রোমোজোম স্ক্যাফোল্ড যা NHC প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

6) যদি কোনও দ্বিতন্ত্রী DNA-তে 30 শতাংশ সাইটোসিন থাকে, তবে অ্যাডেনিনের শতকরা পরিমাণ কত হবে?

উ: চারগাফের সূত্র অনুযায়ী- C= 30 শতাংশ = G (গুয়ানিন)

তাই, অ্যাডেনিন (A)= 100-(30+30)/2 = 20 শতাংশ

7) ভিরুলেন্ট ও অ্যাভিরুলেন্ট স্ট্রেনের পার্থক্য কী?

উ: S-III প্রকৃতির ব্যাকটিরিয়ার কোষঝিল্লির ওপর ক্যাপসুলের আবরণী থাকে বলে কোষটি মসৃণ হয় ও WBC এদের ধ্বংস করতে পারে এবং এরা বংশবৃদ্ধি করে রোগ সৃষ্টি করে, এদের ভিরুলেন্ট স্ট্রেইন বলে।

অপরপক্ষে, R-II স্ট্রেইনের কোষঝিল্লির ওপর ক্যাপসুল না থাকায় কোষঝিল্লি অমসৃণ হয় ও প্রাণীর WBC একে সহজেই বিনষ্ট করতে পারে, এই ব্যাকটিরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে না এবং একে অ্যাভিরুলেন্ট স্ট্রেইন বলে।

8) গ্রিফিথের রূপান্তরকারী বস্তু কাকে বলে?

উ: গ্রিফিথ তার পরীক্ষায় ব্যক্ত করেন R-II প্রকৃতির ব্যাকটিরিয়া S-III প্রকৃতির ব্যাকটিরিয়াতে রূপান্তরিত হয়। তার মতে মৃত S-III ব্যাকটিরিয়ার ক্যাপসুল জাতীয় উপাদান কোনওভাবে R-II ব্যাকটিরিয়াকে S-III ব্যাকটিরিয়াতে রূপান্তরিত করে। তিনি এই উপাদানকে 'রূপান্তরকারী বস্তু' নামে অভিহিত করেন।

9) হার্সে ও চেজের পরীক্ষায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ- এর নাম কী?

উ: P^{32} ও S^{35}

10) C-value paradox কী?

উ: কোনও প্রাণীর হ্যাপ্লয়েড জিনোমের মধ্যে যে পরিমাণ DNA থাকে তাকে C-value বলে। প্রতিটি প্রাণীর C-value নির্দিষ্ট। জীবের C-value ও তার জটিলতার সঙ্গে এই অসামঞ্জস্য সম্পর্ককে C-value paradox বলে।

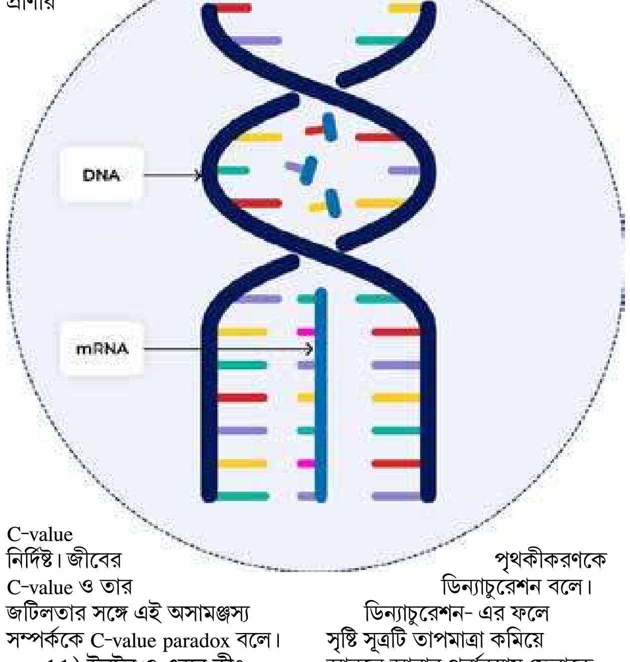

11) ইনট্রন ও এক্সন কী?

উ: ইউক্যারিওটিক কোষের জিনগুলিকে খণ্ডিত বা split gene বলে। এই জিনের কিছু নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অংশ থাকে, নিষ্ক্রিয় অংশগুলো ইনট্রন ও সক্রিয় অংশগুলো হল এক্সন। এক্সন এর বার্তা mRNA-তে যায় কিন্তু ইনট্রন-এর বার্তা যায় না, কারণ, কার্যকরী mRNA সৃষ্টির সময় splicing পদ্ধতিতে ইনট্রন অপসারিত হয়।

12) ডিন্যাচুরেশন ও রিন্যাচুরেশন কাকে বলে?

উ: DNA-এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্রের মাঝে যে হাইড্রোজেন বন্ধনী থাকে সেগুলি তাপ ও অতিরিক্ত ক্ষারের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয়। DNA সূত্রের পৃথকীকরণকে ডিন্যাচুরেশন বলে।

ডিন্যাচুরেশন- এর ফলে সৃষ্টি সূত্রটি তাপমাত্রা কমিয়ে আনলে আবার পূর্বাবস্থায় ফেরাকে রিন্যাচুরেশন বলে।

13) mRNA গঠনে ক্যাপিং ও টেইলিং কী?

উ: একটি mRNA এর 5' প্রান্তে মিথাইল যুক্ত base হল ক্যাপিং এবং সবশেষে অর্থাৎ mRNA এর 3' প্রান্তের 200-250টি অ্যাডেনিনযুক্ত অঞ্চল হল পলি-A লেজ বা টেইলিং।

14) 70S ও 80S রাইবোজোমের rRNA-গুলো কী?

উ: 70S হল 16S, 5S ও 23S এবং 80S হল 18S, 5S, 5.8S ও 28S।

15) অর্ধরক্ষণশীল প্রতিলিপিকরণ কাকে বলে?

উ: মাতৃ DNA অণুর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল প্রথমে খুলে যায়, প্রতিটি তন্তু একত্রে একটি ছাঁচের মতো কাজ করে। একটি শৃঙ্খল যে বেস বা মূলকগুলি থাকে তার পরিপূরক বেসগুলি উৎসেচক দ্বারা যুক্ত হয়। পরে মাতৃ DNA ও অপত্য DNA তন্তুর বেসগুলি যুক্ত হয়ে নতুন DNA-এর সৃষ্টি করে।

16) রেপ্লিকেশনে DNA-পলিমারেজ উৎসেচকটির কাজ লেখো।

উ: DNA পলিমারেজ I DNA -এর নতুন সংশ্লেষিত তন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর DNA পলিমারেজ DNA পলিমারেজ I প্রুফ রিডিং -এর কাজ করে।

DNA পলিমারেজে III RNA প্রাইমারের মুক্ত 3` OH প্রান্তে DNA টেম্পপ্লেটের পরিপূরক নিউক্লিওটাইডকে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

17) চ্যাপেরন প্রোটিন কী?

উ: যে প্রোটিন ট্রান্সলেশন -এর ফলে উৎপন্ন পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল থেকে সেকন্ডারি/ টারশিয়ারি / কোয়ার্টারনারি প্রোটিন গঠনে সাহায্য করে তাকে চ্যাপেরন প্রোটিন বলে।

18) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস কাকে বলে?

উ: যে পদ্ধতিতে বাফার দ্রবণে নিমজ্জিত অ্যাগারোজ জেল দ্বারা গঠিত ব্লকের মাধ্যমে তড়িৎ চালনার মাধ্যমে আণবিক আকারের ওপর ভিত্তি করে নিউক্লিক অ্যাসিডকে পৃথক করা হয় তাকে জেল ইলেক্ট্রোফোরোসিস বলে। এই পদ্ধতিতে ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের দিকে DNA -এর চলন ঘটে, কম আণবিক আকার যুক্ত ডিএনএ পৃথকৃত হয়।

19) DNA রেপ্লিকেশন-এ নীচেরগুলির ভূমিকা লেখ।

উ: RNA primer - ডিএনএ তন্তু দুটি মুক্তি হলেই নতুন নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল নিজে থেকে সৃষ্টি হতে পারে না, নতুন নিউক্লিয়টাইড বেস যুক্ত হওয়ার জন্য মুক্ত ৩` OH প্রান্ত প্রয়োজন। এ কারণে DNA সংশ্লেষের পারম্ভিক পর্যায়ে RNA প্রাইমার DNA তন্ত্রী দুটির মুক্ত স্থানে যুক্ত হয় ও একটি মুক্ত ৩` OH প্রান্ত তৈরি হয়।

SSBP Protein - প্রতিলিপিকরণের সময় ইহা পৃথককৃত ডিএনএ টেমপ্লেট তন্ত্রীতে যুক্ত হয়ে একতন্ত্রী অবস্থাকে বজায় রাখে, ফলে তন্ত্রী দুটির ওপর রেপ্লিকেশন চলতে পারে।

20) জেনেটিক কোড বিরতিহীন কেন?

উ: mRNA অণুতে কোডনগুলি পরপর সজ্জিত থাকে mRNA থেকে কোনও বিরতি ছাড়াই অবিচ্ছিন্নভাবে পলিটেপটাইড গঠিত হয়। ACG CCC দুটি কোডন- এর মাঝে কোনও গ্যাপ থাকবে না।

21) ট্রান্সক্রিপশনে রো-ফ্যাক্টর অনির্ভর সমাপ্তি বলতে কী বোঝো?

উ: এক্ষেত্রে জিনের সমাপ্তি অঞ্চলটিতে RNA হেয়ারপিন গঠিত হওয়ার পর RNA এর ৩` প্রান্তে টেমপ্লেট তন্ত্রী এবং RNA -এর মধ্যে একাধিক দুর্বল AU বন্ধনী গঠিত হয়।

এই বন্ধনীগুলি বিশ্লিষ্ট হওয়ার পর টেমপ্লেট তন্ত্রী থেকে নতুন RNA বিচ্যুত হয় এবং ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

সংস্কৃতে নম্বর তোলার পরামর্শ

শ্রেতা দে, *গবেষক*
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আগরতলা

উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের প্রধান লক্ষ্য হল ভালো নম্বর পাওয়া। এই প্রেক্ষিতে সংস্কৃত একটি বিশেষ বিষয়। অল্প সময় নিয়মিত চর্চা করলেই এই বিষয়ে ভালো নম্বর তোলা যায়। এই কারণে সংস্কৃতকে অনেকেই স্কোরিং সাবজেক্ট বলে মনে করেন।

বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠ্যক্রম যথেষ্ট সরল, সীমিত, সুসংগঠিত এবং প্রশ্নের ধরনও প্রায় স্থির। এখানে অন্য অনেক বিষয়ের মতো সিলেবাস খুব বড় নয়, ফলে অতিরিক্ত তথ্য মুখস্থ করার প্রয়োজন হয় না। সিলেবাসের কিছু জায়গা একটু গুরুত্ব সহকারে পড়লেই খুব কম সময়েই সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যাকরণ। সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, সমাসের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, অনেকটা গণিতের মতো। এই অংশে মুখস্থের কোনও প্রয়োজন নেই, একটু সূত্র বুঝে পড়লে এবং নিয়মিত চর্চা করলে এখানে পূর্ণ নম্বর পাওয়া সম্ভব। তবে এই অংশে অনেক ছাত্রছাত্রীরই ভীতি থাকে, কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সমুদ্রবৎ ব্যাকরণ নেই, সিলেবাসে ব্যাকরণ অংশ খুবই মার্জিত। সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়ের কিছু নির্দিষ্ট অংশই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে বানানের প্রতি সচেতন হতে হবে। কোথায় হ্রস্ব ই-কার হবে কোথায় দীর্ঘ ঈ-কার হবে আবার কোথায় হ্রস্ব উ-কার হবে কোথায় দীর্ঘ ঊ-কার হবে, কোথায় বিসর্গ হবে সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাঠ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত গদ্য, পদ্য এবং দৃশ্যকাব্যের সংখ্যাও সীমিত। এই অংশে বারবার রিডিং পড়া খুব জরুরি। ব্যাকরণ ভালোভাবে আয়ত্ত করলে এই অংশ খুব সহজেই বোধগম্য হয়। রিডিং পড়ার সময় প্রতিটি বাক্যের সন্ধি বিচ্ছেদ, অন্বয়, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ করে পড়তে হবে। এই অংশের প্রশ্নপত্রে সাধারণত পাঠ্যবইয়ের বাইরে জটিল প্রশ্ন থাকে না বরং পাঠ্যক্রমের মধ্যেই অধিকাংশ প্রশ্ন সীমাবদ্ধ থাকে। একজন শিক্ষার্থী যদি মনোযোগ দিয়ে এবং নিয়মিত অনুশীলন করে তাহলে সাহিত্য অংশ থেকেও ভালো নম্বর অর্জন করতে পারে। এছাড়াও পাঠ্যক্রমে রয়েছে সাহিত্যের ইতিহাস, এই অংশেও সাধারণত খুব সহজ প্রশ্নই থাকে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংস্কৃতের প্রশ্নপত্রে অধিকাংশ প্রশ্নই পাঠ্যক্রম নির্ভর, অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের সংখ্যা খুবই কম। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ব্যাকরণ অনুশীলন করা, নিয়মিত অনুবাদ লেখা এবং বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধান করা দরকার। পরীক্ষায় উত্তর কীভাবে সাজাতে হবে, কোথায় পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে এবং কোথায় সংক্ষিপ্ত উত্তর যথেষ্ট এসব বিষয়েও অভ্যস্ত হতে হবে। সংস্কৃতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর বিস্তৃত সাহিত্য ভাণ্ডার। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তাই সংস্কৃত পড়া মানে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার একটি বিশাল জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, সমাসের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, অনেকটা গণিতের মতো। এই অংশে মুখস্থের কোনও প্রয়োজন নেই, একটু সূত্র বুঝে পড়লে এবং নিয়মিত চর্চা করলে এখানে পূর্ণ নম্বর পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান সময়ে সংস্কৃতের গুরুত্ব শুধু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃত নিয়ে উচ্চশিক্ষারও সুযোগ রয়েছে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, গবেষণা এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও সংস্কৃতের জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজন। বিশেষত যারা ভবিষ্যতে সংস্কৃত নিয়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চায়, তাদের জন্য স্কুল স্তর থেকেই বিষয়টির প্রতি ভিত শক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য কোনও বিষয়ই জাদুর মতো সহজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই পরিশ্রম প্রয়োজন। সংস্কৃত এমন একটি বিষয়, যেখানে পরিকল্পিত প্রস্তুতি, নিয়মিত অনুশীলন এবং ব্যাকরণের প্রতি দখল থাকলে ভালো নম্বর অর্জন করা সম্ভব। তাই শুধু 'কঠিন' বা 'সহজ'— এই ধারণায় বিষয় নির্বাচন না করে নিজের আগ্রহ ও দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সঠিকভাবে পড়লে সংস্কৃতে শুধু নম্বর বাড়াবে না, একই সঙ্গে ভাষাজ্ঞান, যুক্তিবোধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর ধারণাও তৈরি হবে।

ইংরেজি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

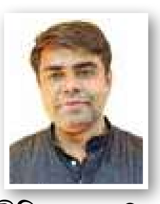

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৬

পূর্ব প্রকাশের পর

● What kind of sound does the poet compare to the murmur she hears?
a) Rain falling on leaves
b) Waves breaking on a shingle-beach
c) Thunder rolling in the sky
d) Leaves rustling in the wind
Answer : b)

● What does the poet describe the tree's murmur as?
a) A happy chatter
b) A loud roar
c) A dirge-like lament
d) A sweet whisper
Answer : c)

● What mood does the "dirge-like murmur" of the tree create?
a) Joyful and festive
b) Sad and mournful
c) Playful and lively
d) Proud and majestic
Answer : b)

● According to the poet, where may the tree's lament possibly reach?
a) To the heavens
b) To the unknown land
c) To the neighbouring village
d) To the riverbanks
Answer : b)

● What does "unknown land" in the poem suggest?
a) A foreign country
b) The world of the dead
c) A hidden island
d) A distant planet
Answer : b)

● Where does the poet hear the wail while being abroad?
a) In open deserts
b) By sheltered bays
c) On snowy mountains
d) Inside dark caves
Answer : b)

● What is slumbering in the cave according to the poet?
a) A water-wraith
b) A baboon
c) A sea-monster
d) A hermit
Answer : a)

● What does the poet hope for the Casuarina tree after her own death?
a) That it be worshipped
b) That it grows taller
c) That it be remembered like immortal trees
d) That it be cut down and preserved
Answer : c)

তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

পূর্ব প্রকাশের পর

❑ **তড়িৎলেপন কাকে বলে? তড়িৎ লেপনের উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর :- তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সক্রিয় ধাতু (তামা, লোহা ইত্যাদি) বা ধাতু সংকরের (পিতল) তৈরি বস্তুর ওপর অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় ধাতুর (সিলভার, গোল্ড, নিকেল ইত্যাদি) প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে তড়িৎলেপন বলে।

তড়িৎলেপনের উদ্দেশ্য :

(i) ধাতব পদার্থগুলিকে বাহ্যিক ক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তড়িৎলেপন করা হয়। যেমন- লোহার বস্তুকে মরিচার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার বস্তুর ওপর নিকেল, টিন প্রভৃতি ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়।

(ii) ধাতব পদার্থের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য তড়িৎলেপন করা হয়। যেমন- পিতলের গয়নার ওপর সোনার প্রলেপ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

❑ **লোহার চামচের ওপর নিকেলের প্রলেপ দিতে হলে ক্যাথোড ও অ্যানোডরূপে কী কী ব্যবহার করা হয়? তড়িৎবিশ্লেষ্য রূপে কী ব্যবহার করা হয়? বিক্রিয়ার সমীকরণ দাও।**

উত্তর :- লোহার চামচের ওপর নিকেলের প্রলেপ দিতে হলে লোহার চামচকে ক্যাথোডরূপে ও বিশুদ্ধ নিকেল দণ্ডকে অ্যানোডরূপে ব্যবহার করা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে সামান্য বোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত নিকেল সালফেট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

$NiSO_4 \longrightarrow Ni^{2+} + SO_4^{2-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া :

$Ni^{2+} + 2e \longrightarrow Ni$

অ্যানোড বিক্রিয়া :

$Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e$

❑ **তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া, উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।**

উত্তর :- জারণ-বিজারণের ইলেক্ট্রনীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও পরমাণু বা আয়ন ইলেক্ট্রন বর্জন করলে পরমাণু বা আয়নটি জারিত হয়। আবার, কোনও পরমাণু বা আয়ন ইলেক্ট্রন গ্রহণ করলে সেটি বিজারিত হয়। গলিত অবস্থায় বা উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডের দিকে যায় এবং ক্যাথোড থেকে প্রয়োজন মতো ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে নিস্তড়িৎ পরমাণুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে। অন্যদিকে অ্যানায়নগুলি অ্যানোডে যায় এবং অ্যানোডে প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রন বর্জন করে নিস্তড়িৎ পরমাণুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ অ্যানোডে জারণ ঘটে। তাই বলা যায়, তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

উদাহরণ : প্ল্যাটিনাম ইলেক্ট্রোড ব্যবহার করে অম্লায়িত জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন H^+ আয়ন ক্যাথোডে গিয়ে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে, অর্থাৎ বিজারিত হয়ে H_2 গ্যাসে পরিণত হয় এবং OH^- আয়ন অ্যানোডে গিয়ে ইলেক্ট্রন বর্জন করে জারিত হয়ে O_2 গ্যাস উৎপন্ন করে।

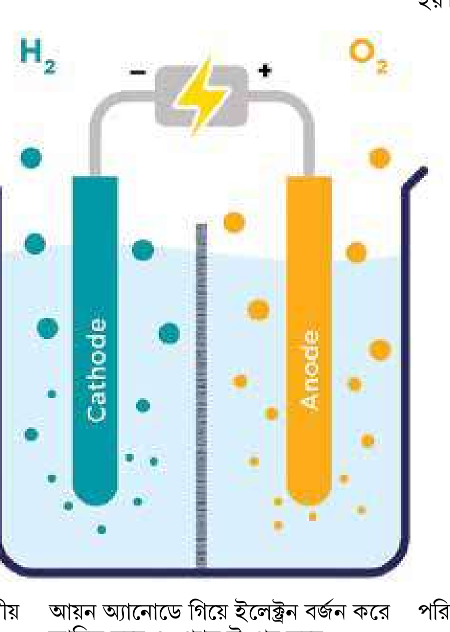

ক্যাথোড বিক্রিয়া :

$H^+ + e \longrightarrow H$ (বিজারণ)

$H + H \longrightarrow H_2$

অ্যানোড বিক্রিয়া :

$OH^- - e \longrightarrow OH$ (জারণ)

$4OH \longrightarrow 2H_2O + O_2$

❑ **অ্যানোড মাড কী? এর গুরুত্ব লেখো।**

উত্তর :- কপারের তড়িৎ পরিশোধনের সময় অবিশুদ্ধ কপারের সঙ্গে মিশে থাকা কিছু মূল্যবান ধাতু (Au, Ag, Pt) অ্যানোডের নীচে কাদার আকারে জমা হয়। একে অ্যানোড মাড বলে। অ্যানোডের নীচে রাখা একটি মসলিন কাপড়ের থলিতে অ্যানোড মাডকে সংগ্রহ করা হয়।

অ্যানোড মাডের গুরুত্ব :

অ্যানোড মাড থেকে গোল্ড (Au), সিলভার (Ag), প্ল্যাটিনাম (Pt) প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি সংগ্রহ করা হয়।

❑ **ধাতব পরিবাহী ও তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লেখো।**

উত্তর :- (i) ধাতব পরিবাহীতে মুক্ত ইলেক্ট্রন তড়িৎ পরিবহণ করে।

তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন তড়িৎ পরিবহণ করে।

(ii) ধাতব পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এদের কোনও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না।

তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(iii) ধাতব পরিবাহীগুলি কঠিন বা তরল অবস্থায় (যেমন- পারদ) তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে।

তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থগুলি কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। বিগলিত বা উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থাতেই কেবল তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে।

সাপ, বাস্তুতন্ত্র ও আমাদের সচেতনতা

বর্ষা এলেই প্রকৃতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়— সবুজের বিস্তার, বৃষ্টির স্নিগ্ধতা আর মাটির গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। কিন্তু এই সুন্দর ঋতুর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এক নীরব বাস্তবতা— সাপের বাড়তি চলাচল। অতিবৃষ্টি, জলবদ্ধতা এবং খাদ্যের সন্ধানে সাপ প্রায়ই মানুষের বসতি, বিদ্যালয় কিংবা কৃষিজমির আশপাশে চলে আসে। তাই এই সময়ে ভয় নয়, প্রয়োজন সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সচেতনতা।

সঞ্চারী ভট্টাচার্য, *শিক্ষক*
মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

বর্ষার নীরব অতিথি :

সাপ প্রকৃতির খাদ্যশৃঙ্খলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরা ইঁদুর, ব্যাং, পোকামাকড় ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে কৃষিজমির ফসল রক্ষা করে। বিশেষ করে ধানখেতে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে সাপের ভূমিকা অপরিসীম, যা কৃষকের অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সাপ এক নীরব কিন্তু কার্যকর 'প্রাকৃতিক কীটনাশক' হিসেবে কাজ করে। এছাড়া সাপের বিষ থেকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তৈরি হয় জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিভেনাম ও বিভিন্ন ওষুধ, যা হৃদরোগ, রক্তচাপ ও স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উত্তরবঙ্গে দেখা যায় এমন বিষধর সাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোখরা (Indian Cobra), কালাচ (Common Krait), রাসেলস ভাইপার (Russell's Viper) এবং কিছু পাহাড়ি অঞ্চলে কিং কোবরা (King Cobra)। অন্যদিকে ধামন (Rat Snake), জলঢোড়া (Checkered Keelback) ও উলফ স্নেক (Wolf Snake) বিষহীন এবং কৃষিক্ষেত্রে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিষহীন সাপের সাধারণ লক্ষণ :

মাথা সাধারণত সরু ও শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে, চোখের মণি গোলাকার, ফণা থাকে না, বেশিরভাগ সময় শান্ত ও পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি, মানুষের জন্য সরাসরি প্রাণঘাতী নয়।

তবে মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র বাহ্যিক চেহারা দেখে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হওয়া সবসময় সম্ভব নয়। তাই অচেনা সাপকে কখনোই ধরার চেষ্টা করা উচিত নয়।

বিষধর সাপের সম্ভাব্য লক্ষণ :

মাথা সাধারণত ত্রিভুজাকৃতি ও ঘাড় তুলনামূলক চওড়া, চোখের মণি অনেকসময় লম্বাটে (elliptical), কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে ফণা (hood) দেখা যায়, যেমন গোখরা, আচরণ তুলনামূলকভাবে আক্রমণাত্মক হতে পারে, ছোবলের ক্ষেত্রে দ্রুত উপসর্গ দেখা দেয়

সাপের ছোবলে করণীয়

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে শান্ত ও স্থির রাখুন
- ছোবল খাওয়া অঙ্গ নড়াচড়া না করিয়ে স্থির অবস্থায় রাখুন
- দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান
- অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা দ্রুত শুরু করান (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী)
- সম্ভব হলে সাপের রং/আকার মনে রাখুন বা নিরাপদ দূরত্ব থেকে ছবি তুলুন
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানসিকভাবে আশ্বস্ত রাখুন

সাপের ছোবলে বর্জনীয়

- ক্ষতস্থান কাটা বা চিরে ফেলা যাবে না
- বিষ চুষে বের করার চেষ্টা করবেন না
- শক্ত করে বাঁধা (টুর্নিকেট) দেবেন না
- ঝাড়ফুঁক বা ঘরোয়া চিকিৎসা ব্যবহার করবেন না
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাঁটতে বা দৌড়াতে বাধ্য করবেন না
- চিকিৎসা নিতে দেরি করবেন না
- সাপকে মারার বা ধরার চেষ্টা করবেন না।

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

- সাপে ছোবলের পর প্রথম কাজ হল হাসপাতালে পৌঁছানো, ঘরোয়া চিকিৎসা নয়
- অ্যাম্বুল্যান্স বা জরুরি পরিবহণ ব্যবহার করুন
- চিকিৎসা শুরুতে দেরি হলে ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়
- হাসপাতালে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত রোগীকে স্থির ও শান্ত রাখুন

Rule of 100 (গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা)

সাপে ছোবলের ক্ষেত্রে একটি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারণা হল 'Rule of 100'। এর মূল বার্তা হল—

ছোবলের পর প্রথম ১০০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা গেলে মৃত্যুঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এই সময়ের মধ্যে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো এবং অ্যান্টিভেনাম গ্রহণ করা জীবন বাঁচাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

সাপ নিয়ে ভয় নয়, প্রয়োজন জ্ঞান ও দায়িত্বশীল আচরণ। প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীকে অকারণে ক্ষতি না করে বরং তার ভূমিকা বোঝা আমাদের কর্তব্য। সচেতনতা, সতর্কতা এবং সঠিক তথ্যই পারে সাপ ও মানুষের সহাবস্থানকে নিরাপদ করতে। মনে রাখি—সাপকে নয়, অজ্ঞতাকেই ভয় করা উচিত; কারণ সচেতনতাই জীবন বাঁচায়।

উঠোনে বেঁচে সোনালি নাট্য-ইতিহাস

স্মৃতির শহর

চা বাগান আর সেনাছাউনিতে ঘেরা বাগডোগরার এক সোনালি অতীত ছিল— নাটকের অতীত। পাঁচের দশকে হ্যাজাকের আলোয় শুরু হওয়া সেই নাট্য আন্দোলন টিকে ছিল অর্ধশতাব্দী। কিন্তু উড়ালপুলের গ্রাসে আজ মঞ্চ হারিয়ে গিয়েছে। তবুও জয়ন্ত দে, নীতীশচন্দ্র ভৌমিকদের হাত ধরে এক চিলতে উঠোনে আজও বেঁচে আছে মঞ্চ ফিরে পাওয়ার জেদ।

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ২৩ অগাস্ট : চারিদিকে চা বাগান আর সেনাছাউনির মাঝে ছোট্ট এক জনপদ বাগডোগরা। আজ মানুষ যাকে উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরের জন্যই ভালো চেনে। অবশ্য সেই অচেনা চৌহদ্দিতেই বিংশ শতকের পাঁচ-ছয়ের দশকে নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ নাট্য আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের বারান্দায় হ্যাজাকের আলোয় যে স্বপ্ন বোনা শুরু হয়েছিল, তা প্রবল উন্মাদনায় বেঁচে ছিল একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত।

অন্ধকারকেও যে আলো করা যায়, সেই পথ প্রথম দেখিয়েছিলেন প্রাণবন্ধু ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, ঋষীকেশ ঘোষ, রঞ্জিত কুণ্ডু, সুবলচন্দ্র পাল, সুশীল ঘোষরা। সেদিনের সোনালি স্মৃতিচারণায় নীতিশচন্দ্র ভৌমিকের চোখে আজও জল চিকচিক করে ওঠে। তাঁর কথায়, '১৩-১৪ বছর বয়স তখন। লেখাপড়ার চাপ ছিল না। স্কুল ছুটি হলেই ছুটতাম প্রাইমারির বারান্দা বা হাইস্কুলের মাঠে। হ্যাজাকের হলুদ আলোটাই ছিল আমাদের স্পটলাইট। সেই আলোতেই 'টিপু সুলতান', 'যাদের দেখে না কেউ', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'বর্গি এল দেশে' নাটক করতে গিয়ে মনে হত আমরাই রাজা, আমরাই সৈনিক।'

পরবর্তীকালে বাগডোগরা বিবাদী নাট্য ও বহুমুখী সংস্থা এবং ইয়াং মেনস স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পুরোনোদের পাশে এসে দাঁড়ান অমল ঘোষ, প্রণব মুখোপাধ্যায়, তপন ঘোষ, পূরণ ঘোষ, শিলা পাঠক, ইরা দাস, রেণু দত্তরা। মঞ্চস্থ হয় 'শিক্ষক', 'কালো মাটির কান্না', 'আমরাও মানুষ'।

১৯৮০ সালে আপার বাগডোগরায় জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলে আট-নয়ের দশকে নাটকের সুবর্ণ যুগ শুরু হয়। বছরে তিন-চারটে নতুন নাটকের পাশাপাশি কালীপুজোয় মাটিগাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে বাগডোগরার নাটক ছিল অলিখিত নিয়ম। নয়ের দশকের পর জেমস ক্লাবের নেতাজি মুক্তমঞ্চে নিজস্ব নাট্য প্রতিযোগিতাও হত।

সেই সময় শিলিগুড়ি দামামা নাট্যগোষ্ঠীর প্রখ্যাত অমল চক্রবর্তীর শিষ্য জয়ন্ত দে (তারক) আলো-ধ্বনির কাজ দিয়ে শুরু করে

একসময় কলম ধরেন, নির্দেশনা করেন। তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয় 'রক্তকরবী', পরে 'বাগডোগরা সাংস্কৃতিক মঞ্চ'।

২০০০ থেকে ২০১৮— নেতাজি মুক্তমঞ্চ ভাঙার আগে পর্যন্ত ইয়াং মেনস ও জেমস স্পোর্টিংয়ে সমান্তরালভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে 'ঘটকালি', 'বউদির বিয়ে', 'ব্রজ সংবাদ', 'রাজনিদ্রা', 'দম্পতি', 'নৈশভোজ', 'টাকার রং কালো', 'নড়বড়ে বউ', 'কেনারাম বেচারাম', 'কিনু কাহারের থেটার'। সন্তোষ রায়, শুভ্রাংশু করঞ্জাই, বিকাশ দত্ত, বন্দনা সাহা, শিখা সরকার, রাজেশ মিত্র, রঞ্জন জোয়ারদার, তন্ময় কর, তাপস কর, সুছন্দা ঘোষ, রিনা ঘোষদের মতো মুখেরা মঞ্চ কাঁপিয়েছেন। নেপথ্যের গানে থাকতেন মিতা দাস, শর্মিষ্ঠা দাস, প্রদীপ তালুকদাররা। জয়ন্ত জানালেন, তাঁর চোখে সেরা পরিচালক শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যকার মনোজ মিত্রের প্রায় সব নাটকই এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে। এমনকি জয়ন্তর নিজের লেখা 'রক্তের ম্যাজিক' মঞ্চস্থ হওয়ার পর বহু রক্তদান শিবির শুরু হত একসময়।

কিন্তু ২০১৮ সালের শেষে উড়ালপুল তৈরির কারণে নেতাজি মুক্তমঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। ইয়াং মেনসের বিবেকানন্দ মঞ্চেরও আজ আর অস্তিত্ব নেই। আক্ষেপের সুরে বন্দনা বললেন, 'কালীপুজো মিটলেই মহড়ার অপেক্ষা করতাম। এখনকার ছেলেমেয়েদের সময় নেই, সবাই ইঁদুরদৌড়ে নেমেছে।'

শেক্সপিয়র বলেছিলেন, 'সমগ্র জগৎই এক রঙ্গমঞ্চ'। বাগডোগরার এই নাট্যপাগল মানুষগুলির কাছেও সেই রঙ্গমঞ্চের ক্যানভাস আজ হয়তো কেবলই এক চিলতে উঠোন। তবে নিভে যাওয়া মঞ্চ বা ভেঙে যাওয়া ছাদ জয়ন্তকে দমাতে পারেনি। আজও তিনি এলাকার শিশু-কিশোরদের জড়ো করে উঠোনে পর্দা টাঙিয়ে, হাতে বানানো আলো জ্বেলে নিজেই লিখে, সুর দিয়ে নাটক শেখান। বহু অখ্যাত কুশীলব বিদায় নিলেও, জয়ন্ত বা নীতীশদের হাত ধরে বাগডোগরার স্মৃতির মঞ্চে আজও পর্দা ওঠে। তাঁদের একটাই স্বপ্ন— শুধু একটা মঞ্চ, যেখানে নতুন প্রজন্ম বুঝবে, অভিনয় কেবল শখ নয়, বেঁচে থাকার রসদ।

আবর্জনা, জল, রাস্তা নিয়ে সরব নাগরিকরা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : উত্তরের একমাত্র পুরনিগম এখন প্রশাসকের ভরসায়। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কোনও কাউন্সিলার নেই। ফলে নানা পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সভা করে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছে সিপিএম। নিজেদের মাটি শক্ত করতে বস্তিবাসী ও হকারদের নিয়ে সভা করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনছেন বাম নেতারা। আন্দোলনে শান দিতে দ্রুত পুর নির্বাচন করা ও নাগরিক পরিষেবা নিয়ে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পুর প্রশাসকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে দল।

রবিবার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ে নাগরিক সভার আয়োজন করে সিপিএম। সেখানেই সিপিএম নেতাদের সামনে এলাকার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এলাকাবাসী। আবর্জনা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে নাগরিক সভায় সরব হন সাধারণ মানুষ। এদিনের সভার বিষয় ছিল—'পুর বিষয়ক কাজের জটিলতা

আন্দোলনে শান সিপিএমের

এবং সেইসব সমস্যার সমাধানে নাগরিকদের মতামত গ্রহণ এবং যথাযোগ্য স্থানে সমস্যা উত্থাপন করা।' সভায় খানাখন্দে ভরা ওয়ার্ডের ডিবিসি রোড সংস্কারের দাবি জানান এলাকার বাসিন্দা নিশান্ত শেঠ। এদিন ওয়ার্ডের মানুষকে নিয়ে একটি নাগরিক কমিটিও গঠন করেছে সিপিএম।

এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সভায় স্থানীয় বাসিন্দা প্রণতী চক্রবর্তী বলেছেন, 'আগে যেভাবে আবর্জনা পরিষ্কার করা হত, এখন তা হচ্ছে না। শহরে জলের সমস্যা মেটানোর যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে কোনও কাজ হয়নি। রাস্তারও বেহাল অবস্থা।' সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী। অশোকের কথায়, 'পুর বোর্ড না থাকার জন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি। বিজেপি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর রেখে বেআইনিভাবে দখল করার চেষ্টা করছে।'

ইকো-সেনসিটিভ জোন কমানোর প্রতিবাদ জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। এছাড়া এদিনের সভায় তিনি পুনর্বাসন না দিয়ে কেন বস্তিবাসী ও হকারদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের কথাও জানান তিনি। এদিন সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ১০ নম্বর ওয়ার্ডেও নাগরিক সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জীবেশ সরকার।

বিরোধিতায় নজর কাড়ছে বামেরা

পুরভোটের আগে হিমঘরে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সামনেই পুরনিগমের নির্বাচন। তার আগে রাজ্যের নতুন সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ঘিরে শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। রেলের উচ্ছেদের নোটিশ থেকে এনজেপি জংশনের হকার উচ্ছেদ, একাধিক ইস্যুতে সিপিএম ও দলের শাখা সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছে। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত যে শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরবোর্ড ছিল, সেখানে কালীঘাট ও ঋতব্রত, দুই শিবিরই কার্যত নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

কালীঘাট শিবির হোক বা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির, আন্দোলনের ময়দান তো দূরের কথা, রাস্তাঘাটেও নেতা-নেত্রীদের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ। পুরভোটের আগে দলের একাংশের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়ে তৃণমূল একপ্রকার ভেন্টিলেশনে চলে গিয়েছে। নেই কোনও কর্মসূচি, নেই আন্দোলন, নেই পুরভোটের প্রস্তুতিও। যদিও কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের দাবি, দল আন্দোলনে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'একাধিক ইস্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন হয়েছে। রেলের উচ্ছেদের নোটিশের প্রতিবাদে রেলকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ফের আন্দোলন হবে।'

বিধানসভা ভোটে ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকেই ১৫ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল ভেঙে দু'টুকরো হয়েছে। দলের একাধিক শীর্ষ নেতা, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গীদেরও অনেকে শিবির বদলে বর্তমান রাজ্য সরকার-ঘনিষ্ঠ ঋতব্রত তৃণমূল শিবিরে চলে গিয়েছেন। শিলিগুড়িতে প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ এবং প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ঋতব্রত তাঁকে দার্জিলিং জেলা সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে দায়িত্ব নিয়ে ঘরে ফেরার পর থেকে শিলিগুড়িতে রঞ্জনের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে মমতাপন্থী কালীঘাট শিবিরের জেলা সভাপতি কুন্তল রায় এবং জেলা চেয়ারম্যান গৌতম দেব গত দু'মাসে একটি মিছিল, একটি স্মারকলিপি প্রদান এবং দলের দু'তিনটি বৈঠক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও কর্মসূচি নেননি বলে অভিযোগ। সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর পরেই পুরনিগমের ভোট করাতে পারে রাজ্য সরকার। ফলে হাতে মেরেকেটে তিন মাস। কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে আন্দোলনের তেজ বাড়ানোর বদলে তৃণমূল যেন ঠান্ডাঘরে চলে গিয়েছে।

এদিকে নতুন সরকারের একাধিক সিদ্ধান্ত বিরোধীদের হাতে আন্দোলনের অস্ত্র তুলে দিয়েছে। রেলের জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ, এনজেপিতে হকার উচ্ছেদ এবং অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের আবেদন করেও ভাতা না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। সিপিএম, সিটু, মহিলা সমিতি-সহ দলের শাখা সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই ইস্যুগুলি নিয়ে ময়দানে নেমেছে। উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া বাসিন্দাদের নিয়ে নিয়মিত রেল আধিকারিকদের কাছে দরবারও করছে তারা।

শিলিগুড়ির তৃণমূলের প্রবীণ নেতা-নেত্রীদের একাংশের বক্তব্য, তিন মাসেই নতুন সরকার বিরোধীদের আন্দোলনের জন্য প্রচুর ইস্যু তুলে দিয়েছে। সেগুলি নিয়ে আন্দোলনে নামলে মানুষের সমর্থন পাওয়া সম্ভব। কিন্তু নেতৃত্বের হেলদোল নেই। ভোটে হারের তিন মাসের মধ্যেই দল যেন ভেন্টিলেশনে চলে গিয়েছে। এখান থেকে পুরভোটে কীভাবে লড়াই হবে, সেই প্রশ্নও উঠছে। জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের আশ্বাস, দলের বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেব কলকাতায় রয়েছেন। তিনি ফিরলেই আগামী আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হবে। গৌতম দেব বলেন, '১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে সরে যাওয়ার ধাক্কা সামলে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হচ্ছে। বামেদের সেই সমস্যাটা নেই। তবে, আমরাও আন্দোলনে আছি। দলের জেলা কমিটি তৈরি করা, সব নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের একত্রিত করে ময়দানে নামতে একটু সময় লাগছে।'

- পুরভোটের আগে শিলিগুড়িতে তৃণমূলের দুই শিবিরই নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ
- উচ্ছেদ সহ একাধিক ইস্যুতে সিপিএম ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছে
- সংগঠন গুছিয়ে আন্দোলনে নামতে সময় লাগছে, বললেন গৌতম দেব

> **১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে সরে যাওয়ার ধাক্কা সামলে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হচ্ছে। বামেদের সেই সমস্যাটা নেই। তবে, আমরাও আন্দোলনে আছি।**
>
> গৌতম দেব

কর্মবিরতির ডাক

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : কর্মীসংকটে ধুঁকছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে প্রায়দিনই কর্মীদের নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই সমস্যার সমাধানে দ্রুত কর্মী নিয়োগ সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে ৪৮ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিলেন শিলিগুড়ি কোর্টস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন, আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবার এই একটানা কর্মবিরতি পালন করা হবে।

মাদক ও নগদ সহ ধৃত ২

ইসলামপুর, ২৩ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাদক পাচারচক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। শনিবার রাতে ইসলামপুর শহর সংলগ্ন বিহার মোড়ে রাজ্য সড়কে অভিযান চালিয়ে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং ১০০ গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে দুজনকে। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, মালদার কালিয়াচক থেকে লিয়াকত শেখ নামে এক পাচারকারী এই ব্রাউন সুগার নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে, বিহারের পোঠিয়া থানার ছত্তরগছের বাসিন্দা মহম্মদ গালিব তা ডেলিভারি নিতে বিহার মোড়ে উপস্থিত হন। ঠিক সেই সময়েই পুলিশ হানা দেয়। দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশের তৎপরতায় তাঁরা ধরা পড়ে যান।

জয়ের উচ্ছ্বাস

ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হতেই সমর্থকদের উল্লাস। রবিবার হাসমি চকে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিক্ষাবহির্ভূত কাজের প্রতিবাদ এবিটিএ'র

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পঠনপাঠনের কাজ থেকে সরিয়ে একের পর এক শিক্ষাবহির্ভূত কাজের দায়িত্ব দেওয়ায় প্রতিবাদ জানাল এবিটিএ। রবিবার এবিটিএ দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে কলেজপাড়ায় জেলা কার্যালয় কনকনাথ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানো হয়।

উপস্থিত জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'শিক্ষকদের কখনও বিএলও, কখনও এসআইআর, আবার এখন জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের ক্ষতি হচ্ছে। কোনও স্কুলে ৭০ শতাংশ শিক্ষককে জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সারাবছর এরকম চললে শিক্ষকরা স্কুলে পড়াবেন কী করে?' পাশাপাশি তাঁর দাবি, দ্রুত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ মহকুমা সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল সহ অন্য নেতৃত্ব।

উচ্ছেদ অভিযান

ইসলামপুর, ২৩ অগাস্ট : ইসলামপুর থানা ও ট্রাফিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ইসলামপুর বাজারের মহাত্মা গান্ধি রোড, তিনপুল ও চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় যেসব ব্যবসায়ী রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছিলেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার ওপর ফলের পসরা সাজিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এর আগে পুলিশ তাঁদের সতর্ক করেছিল। তাঁদের রাস্তার ওপর দোকান দিতে বারণ করা হয়েছে এবং তাঁরা দোকান সরিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

কয়লা ডিপোতে ফের আক্রান্ত পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : অভিযানে গিয়ে ফের শিলিগুড়ির কয়লা ডিপো এলাকায় আক্রান্ত হল পুলিশ। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের ধরতে গিয়ে চরম হেনস্তার শিকার হতে হয় পুলিশকর্মীদের। এলাকার মহিলাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা হয়। এদিকে, এই সুযোগে ওয়ারেন্টভুক্ত ওই আসামিরা পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, কাজে বাধা দেওয়া এবং আসামিদের পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে আফসানা বেগম নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে শিলিগুড়ি থানা ও খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে কয়লা ডিপো এলাকার একটি বাড়িতে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের ধরতে অভিযান চালায়। পুলিশ ওই বাড়ির সামনে গিয়ে আসামিদের বেরিয়ে আসতে বললেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ করেই কয়েকজন মহিলা বাড়িটির সামনের রাস্তা ঘিরে ফেলেন। পুলিশকর্মীরা তাঁদের সরে যেতে বললে তাঁরা উলটে পুলিশের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। এই হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে ওয়ারেন্ট জারি হওয়া আসামিরা সেখান থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশের দাবি, আসামিদের পালাতে দেখে বাধা দিতে গেলে স্থানীয় মহিলাদের একটি অংশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এরইমধ্যে ঘটনাস্থলে মহিলা পুলিশের একটি দল পৌঁছোয়। তারপরই সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, কয়লা ডিপো এলাকায় বারবার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় পুলিশ মহলেও তীব্র বিরক্তি তৈরি হয়েছে। এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'কয়লা ডিপোতে কোনও অভিযানে গেলেই কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনটা চলতে পারে না।' সূত্রের খবর, মহিলাদের সামনে রেখেই পরিকল্পনামাফিক পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

দিনকয়েক আগেও টিউমলপাড়া মোড়ে জ্যোতিনগরের কিছু তরুণের সঙ্গে কয়লা ডিপোর কয়েকজনের ঝামেলা হয়েছিল। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে হেনস্তার শিকার হয়। পরে পুলিশের আরও বাহিনী এলাকায় গিয়ে অভিযুক্তদের ধরতে গেলে তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি ইট-পাটকেল ছোড়া হয়, যাতে একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন। পরপর এই ঘটনাগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়েছে। এনিয়ে পুলিশের এক কর্তা বললেন, 'এলাকায় প্রয়োজনীয় নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

> **কয়লা ডিপোতে কোনও অভিযানে গেলেই কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনটা চলতে পারে না।**
>
> এক পুলিশকর্মী

আজ শহরে

- কানেখুসি থিয়েটার অ্যাকাডেমির আয়োজনে নেপালি হাসির নাটক 'ভাঙেরি ফুপু (চড়াই পিসি)' ও 'কাস্তো লাগ্যো তা অন্ত! (কেমন লাগছে গো!)'। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : রক্তসংকট মেটাতে এগিয়ে এল শিলিগুড়ি বান্ধব সংঘ। রবিবার বান্ধব সংঘ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। সেখানে মোট ৩৫ জন রক্তদান করেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সংগৃহীত রক্ত একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রক্তদানের পাশাপাশি এদিন চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয় বলে জানান ক্লাব সম্পাদক চিন্ময় সাহা।

টয়ট্রেন যাত্রীদের জন্য 'ডিপার্চার কনকোর্স'

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলা টয়ট্রেনের কামরায় বসে প্রকৃতির অপরূপ শোভা মুঠোফোনে বন্দি করতে পর্যটকরা ভালোবাসলেও, যাত্রা শুরুর আগে স্টেশনে বিশ্রামের সুযোগ না থাকায় তাঁদের একটা ক্ষোভ ছিল। পর্যটকদের সেই অভাব মেটাতে এবং উন্নত স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এবার এনজেপি স্টেশনে গড়ে তোলা হচ্ছে সুবিশাল ও অত্যাধুনিক 'ডিপার্চার কনকোর্স'। রেল সূত্রে খবর, আগামী সাত মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যেই অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে এই কাজ শেষ হবে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, এই ডিপার্চার কনকোর্সটি মূলত একটি দ্বিতল ভবন হবে। সেখান থেকে যাত্রীরা সরাসরি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যেতে পারবেন। সেখানে যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক ওয়েটিং রুম এবং সুসজ্জিত ক্যান্টিন থাকবে। এমনকি প্রয়োজনে যাত্রীদের রাত্রিযাপনের সুযোগও থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে ক্যান্টিন বা রাত্রিযাপনের বিষয়ে রেলকর্তারা এখনই স্পষ্ট মন্তব্য না করলেও, যাত্রীদের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ভবনটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এর প্রবেশদ্বারে খেলনা গাড়ির একটি ইঞ্জিন সাজিয়ে রাখা হবে। বর্তমানে এনজেপি স্টেশনে ঢুকে ডানদিকে চোখ ঘোরালেই এই নির্মাণকাজ নজরে পড়বে।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'যাত্রী-পর্যটকদের সুবিধার্থে এনজেপি স্টেশন চত্বরে ডিপার্চার কনকোর্স গড়ে তোলার কাজ চলছে। আগামী সাত মাসের মধ্যেই সেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। যাত্রী ও পর্যটকরা সেখানে সব ধরনের সুযোগসুবিধা পাবেন।'

অমৃত ভারত প্রকল্পে কাজ এনজেপিতে

এনজেপিতে নির্মীয়মাণ সুবিশাল ও অত্যাধুনিক ডিপার্চার কনকোর্স।

একটা সময় শিলিগুড়ি জংশন থেকে টয়ট্রেনের যাত্রা শুরু হলেও, বর্তমানে এনজেপি স্টেশন থেকেই তা পাহাড়ের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। টয়ট্রেনের জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম থাকলেও সেখানে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। বর্তমানে অমৃত ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে এনজেপি স্টেশনকে বিশ্বমানের রূপ দেওয়ার যে কাজ চলছে, তারই অঙ্গ হিসেবে এই কনকোর্সটি তৈরি হচ্ছে।

রেলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি রাজ বসু। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি ছিল। অবশেষে তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তবে সেখানে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হলে তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এতে পর্যটকদের আনাগোনা যেমন বাড়বে, তেমনই তাঁরা টয়ট্রেনের ঐতিহ্য ও ইতিহাস আরও বেশি করে জানার সুযোগ পাবেন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বিখ্যাত সেই ট্রেন ডাকাতি

গত শতকের যাটের দশকে ইংল্যান্ডে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পনেরো জনের একটি দল রাতের অন্ধকারে সিগন্যাল বিকল করে রয়্যাল মেল ট্রেন থামায় এবং কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করেই প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ পাউন্ড লুট করে পালায়। এই বিশাল চুরির পরিকল্পনা এত নিখুঁত ছিল যে পুলিশ অনেকদিন ধরে কাউকে ধরতেই পারেনি। পরে অবশ্য আঙুলের ছাপের ভুলে তারা ধরা পড়ে যায়, কিন্তু এই ঘটনা আজও অপরাধ জগতের এক বিখ্যাত পাঠ।

চাঁদের উলটোদিকে অদ্ভুত গান

অ্যাপোলো দশ মিশনে মহাকাশচারীরা যখন চাঁদের যে পিঠ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, তার ওপর দিয়ে উড়ছিলেন, তখন তাঁদের হেডফোনে এক অদ্ভুত সুর বেজে ওঠে। সেই সুরটি শুনতে অনেকটা মহাজাগতিক শিস বা অদ্ভুত কোনও গানের মতো ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁরা এই শব্দ শোনেন। পৃথিবীতে ফেরার পর অনেকদিন এই খবর গোপন রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরে জানান, রেডিও তরঙ্গের সংঘর্ষের ফলেই এমন শব্দ হয়েছিল, কিন্তু সেই সুরের রহস্যময়তা আজও কাটেনি।

পাথর বানানোর অদ্ভুত কুয়ো

ইংল্যান্ডের নর্থ ইয়র্কশায়ারে এমন একটি প্রাচীন কুয়ো আছে, যার জলে যে কোনও জিনিস রাখলে তা কয়েক মাসের মধ্যে আস্ত পাথরে পরিণত হয়। প্রাচীনকালে মানুষ মনে করত এই কুয়োটি অভিশপ্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। কোনও খেলনা, জুতো বা টুপি এই জলে ঝুলিয়ে রাখলে তার ওপর দ্রুত সেই খনিজ জমাট বেঁধে পাথরের আবরণ তৈরি করে। আজও প্রচুর মানুষ এখানে জিনিস ঝুলিয়ে রাখতে আসেন।

মাথায় গজানো লম্বা শিং

উনিশ শতকে প্যারিসের মাদাম ডিমানচে নামের এক বৃদ্ধার কপালে হঠাৎ করেই একটি শিং গজাতে শুরু করে। প্রথমদিকে তিনি বিষয়টি পাত্তা দেননি, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সেই শিংটি লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি হয়ে যায় এবং নীচের দিকে বেঁকে তাঁর মুখের সামনে ঝুলে পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে কিউটেনিয়াস হর্ন বলা হয়, যা এক ধরনের টিউমার থেকে কেরাটিন জমে তৈরি হয়। এক বিখ্যাত ফরাসি শল্যচিকিৎসক পরে সফল অস্ত্রোপচার করে তাঁর এই শিং কেটে বাদ দিয়েছিলেন।

ইউপি-বিহারের জন্য উধাও ইলিশ

অর্ণব চক্রবর্তী

- বৃষ্টির ঘাটতিতে ফরাক্কায় ইলিশের জোগান কমেছে, বাজারে চড়া দাম
- উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বৃষ্টি বাড়লেই গঙ্গায় ইলিশ ঢোকার সম্ভাবনা বাড়বে
- ছোট ইলিশ আগেভাগে ধরায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে মাছের পূর্ণাঙ্গ জীবনচক্র

ফরাক্কা, ২৩ অগাস্ট : এবছর এখনও অবধি মালদা বা গৌড়বঙ্গের তুলনায় ডুয়ার্স বা শিলিগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ খানিকটা বেশি। তবে যদি আপনি ইলিশপ্রেমী হন, তাহলে মালদা বা ডুয়ার্স নয়, আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বৃষ্টিপাত নিয়ে। আবহাওয়া দপ্তরের হিসেব বলছে, অগাস্ট মাসের শুরু অবধি ওই দুই রাজ্যেই অন্যান্য বছরের তুলনায় বৃষ্টি কম হয়েছে। এ বছর অগাস্টের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশে তো বর্ষার বৃষ্টিতে প্রায় ২৯ শতাংশ ঘাটতি ছিল। বিহারের ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। আর সেজন্যই নাকি ফরাক্কায় এবার জলের রুপোলি শস্যের বড়ই অভাব, বলছেন মৎস্যবিজ্ঞানীরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর ফরাক্কার স্থানীয় বাজারে ইলিশের জোগান অনেকটাই কম। দামও চড়া। বাজারে যেটুকু ইলিশ মিলছে, তার বেশিরভাগটাই চালানি ইলিশ। সেগুলির ওজন ১ কেজির উপরে, দামও প্রায় ২২০০ টাকা কেজি। অথচ বিগত বছরে ফরাক্কায় এই সময় মিলত মাঝারি আকারের ইলিশ, ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রামের মধ্যে। দাম থাকত হাজারের মধ্যে-বললেন ফরাক্কার ইলিশ ব্যবসায়ী গৌর চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'এবছর ইলিশের বাজার খারাপ। দু-তিন বছর আগেও ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের ইলিশ মাছ তিন থেকে চারশো টাকায় বিক্রি করতে পেরেছি। কারণ তখন প্রচুর ইলিশ জালে উঠত।' বিগত দু'বছর ধরে এই সময়ে উৎপাদন অনেকটাই কমেছে, বলছিলেন গৌর। আর তাই কপাল পুড়েছে ইলিশপ্রেমীদের। ফরাক্কায় মৎস্যজীবীদের জালে ইলিশ ধরা না পড়লে মালদা সহ প্রতিবেশী জেলাগুলির বাজারে স্থানীয় ইলিশের চালান যাবেও না, দামও কমবে না।

এবার প্রশ্ন হল, ফরাক্কায় ইলিশ কম ধরা পড়ছে কেন? এখানেই উঠে আসছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কথা। সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা 'সিফ্রি'-র বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডঃ একে সাহু বলেন, 'সমুদ্রের দিকে গঙ্গার জলের গতি যত বেশি হবে, তত রিভার্স কারেন্টে ইলিশ ঢুকবে গঙ্গায়। এবছর ওড়িশা ও অসমে ভালো বৃষ্টি হয়েছে, কলকাতাতেও ভালোই হচ্ছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের দিকে বৃষ্টি বেশি হতে হবে। তাহলেই নদীখাত ভরাট হয়ে নিম্নমুখী স্রোত তৈরি হবে।' বিশেষজ্ঞদের কথায়, সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরে জলের একটা চাপ তৈরি হলে তখন প্রতিকূল চাপে মাছ ঢুকতে শুরু করবে গঙ্গায়। বর্ষায় উজানের জলপ্রবাহ বাড়লে শুধু ফরাক্কার কাছে ইলিশের চলাচলই প্রভাবিত হয় না, মাছের প্রজনন-অভিমুখী যাত্রার সুযোগও বাড়ে। ফলে ওই সময়ে ফরাক্কা ও তার আশপাশের নদী-অববাহিকায় ইলিশের উপস্থিতি বা ধরা পড়ার পরিমাণ বাড়তে পারে।

একে সাহু আরও বলেন, 'সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সব থেকে বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যায় ফরাক্কার গঙ্গায়। এই সময়টাকে আমরা পিক জোন বলি। আবার অক্টোবর-নভেম্বরেও ভালোই মাছ ওঠে। এবছর আর কিছুদিন বাদে নদীতে জল কিছুটা বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন সাইজের ইলিশ পাওয়া যাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

আবার নদী বিশেষজ্ঞ সুখেন্দু দে মনে করেন, ইলিশ মাছ কমে যাওয়ার পিছনে একটা বড় কারণ হল ছোট মাছ আগেভাগে ধরে ফেলা। সুখেন্দু বলেন, 'একটা ইলিশের ১ কেজি থেকে দেড় কেজি ওজন হতে মোটামুটি দেড় বছর লাগে। নদীতে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পর মিষ্টি জলে ইলিশ কিছুটা বড় হওয়ার পর সাগরে যায়। সেখানে বড় হওয়ার পর আবার নদীতে আসে ডিম পাড়তে। তারপর একটু বড় হয়ে আবার সাগরে ফিরে যায়। এভাবেই ওদের জীবনচক্র চলতে থাকে। কিন্তু ওদের জীবনচক্র পূর্ণ হওয়ার আগেই নদীতে ছোট ছোট ইলিশ ধরা হচ্ছে। তাই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনচক্র।'

ব্যাংক ধর্মঘট

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এবার দেশজুড়ে লাগাতার ব্যাংক ধর্মঘটের ঘোষণা করল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন। রবিবার ব্যাংক কর্মচারীদের এই যৌথ মঞ্চ প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রথম দফায় ১১ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট পালিত হবে। দ্বিতীয় দফায় ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর এবং ২৬ অক্টোবর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশজুড়ে সমস্ত ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এর জেরে সাধারণ মানুষ যে সমস্যায় পড়বেন তা স্বীকার করছেন আন্দোলনকারীরা। তবে, দেশের কয়েক লক্ষ ব্যাংক কর্মচারীর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই বৃহত্তর আন্দোলনের মতো পদক্ষেপ ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না বলে তাঁরা জানান।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক লক্ষ্মী মাহাতো বলেন, 'সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যাংক খোলা রাখা, বৈষম্যমূলক পিএলআই স্কিম প্রত্যাহার এবং ব্যাংক কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে এই পিএলআই স্কিম নির্ধারণ এবং বাকি সমস্যাগুলির দ্রুত নিরসনের দাবি রয়েছে।' তিনি জানান, দাবিগুলি নিয়ে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবিপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পড়ে রয়েছে। কেন্দ্র সেগুলি কার্যকর করছে না। এর প্রতিবাদেই এবার কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি নিতে হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের জন্য কোচবিহারে এবার এল বেলের চা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাত ধরে তৈরি এই ভেষজ চা পেটের নানা সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর। ইতিমধ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে।

রোগ প্রতিরোধে 'বেল টি' উৎপাদন

শিবশংকর সূত্রধর

বেল দিয়ে তৈরি চা। নাটাবাড়িতে।

- কোচবিহারে স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগ কাঁচা বেল দিয়ে চা তৈরি করে বাজারজাত করছে
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি এই নতুন ভেষজ পানীয়টির নাম সুরক্ষা বেল টি
- কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাশয়ের মতো পেটের রোগে এই চা উপকারী বলে দাবি চিকিৎসকদের

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : সকালে উঠে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা না খেলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। চায়ের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক বহু আগে থেকেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চায়ের স্বাদে অবশ্য অনেক বদল এসেছে। স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে কেউ চিনি ছাড়া চা খান, আবার কেউ বেছে নেন গ্রিন টি। তবে এবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের তত্ত্বাবধানে কোচবিহারে ব্যবসায়িকভাবে কাঁচা বেল দিয়ে চা তৈরি শুরু হয়েছে। অনেক চা প্রেমী হয়তো ভাবছেন, বেল দিয়ে আবার চা, তাও আবার হয় নাকি? হ্যাঁ, হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাঁচা বেল সংগ্রহ করে তা কুচি কুচি করে কেটে, শুকিয়ে চা তৈরি করছেন। প্যাকেটজাত করে তা বিক্রিও করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও চিকিৎসকদের দাবি, এই চা কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় সহ পেটের যাবতীয় রোগ নিরাময়ে সহায়ক।

আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে কয়েক বছর ধরেই কোচবিহারে বিভিন্ন ভেষজ সামগ্রী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে নানা প্রকল্প বাস্তবায়নও করা হয়। তাতে লাভের মুখও দেখছেন তাঁরা। প্রায় দু'বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষার পর এবার একেবারে ব্যবসায়িকভাবেই বেল দিয়ে তৈরি চা ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সেই চায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'সুরক্ষা বেল টি'।

পরীক্ষামূলকভাবে নাটাবাড়ির একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১১ জন মহিলা তা তৈরি করছেন। তাঁদেরই একজন শান্তি দাস বললেন, 'দু'বছর ধরে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। এখন সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এটি তৈরির জন্য আমরা প্রশিক্ষণও নিয়েছি।'

প্রথমে বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঁচা বেল সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেগুলি ধুয়ে একদম কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে চা প্রস্তুত করা হয়। ৫০ গ্রামের একটি প্যাকেটের দাম রাখা হয়েছে ৬০ টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আরেক মহিলা দুলালি দাস বললেন, 'সোম ও শুক্রবার সাগরদিঘির পাড়ে আমরা বিভিন্ন ভেষজ পণ্য নিয়ে বসি। এছাড়াও সরকারি নানা স্টলে এই পণ্য পাওয়া যায়।'

হঠাৎ বেল দিয়ে তৈরি চায়ের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন স্বাস্থ্য দপ্তর? এই প্রশ্নের জবাবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দপ্তরের আয়ুষ বিভাগ বরাবরই ভেষজ পণ্য দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের প্রতি জোর দেয়। বেল পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি ফল। তবে পাকা বেলের চেয়ে কাঁচা বেলে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে। তাই সেই পুষ্টি চায়ের মাধ্যমে মানবশরীরে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। দপ্তরের চিকিৎসক বাসবকান্তি দিন্দার উদ্যোগেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেছেন, 'বেল দিয়ে তৈরি চায়ে যেমন সুগন্ধ থাকে, তেমনই ভালো রংও হয়। পাশাপাশি বাড়তি পাওনা হিসেবে আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পেটের রোগ থেকে দূরে থাকা যায়। এই রোগে আক্রান্তরা দিনে দু'বার করে এই চা খেলে রোগমুক্ত হবেন। পাশাপাশি সুস্থ মানুষ দিনে একবার করে খেলে ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী কোনও খাবারের পণ্য তৈরি করে বিক্রি করতে হলে গুণমান বজায় রেখে 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (এফএসএসএআই) থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। এই চায়ের ক্ষেত্রেও সেই লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রাখার পাশাপাশি চায়ের স্বাদে বদল আনতে বেল দিয়ে তৈরি চা মানুষের কাছে কতটা জনপ্রিয়তা পাবে, তা অবশ্য সময়ই বলবে।

শৃঙ্গ জয়

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুসে সফলভাবে আরোহণ করলেন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল কর্নেল রজনীশ যোশি। ৫,৬৪২ মিটার উচ্চতার এই শৃঙ্গ জয় করা বেশ কঠিন। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন এবং তীব্র বাতাসের কারণে অভিযাত্রীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হয়। পুরো পথেই তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নীচে, যা এই অভিযানকে আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

উত্তরাখণ্ড প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিকে সম্মান জানিয়ে অভিযানটি করা হয়েছে। অভিযানের পর উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন কর্নেল যোশি। তাঁর হাতে নিজের লেখা একটি বই তুলে দেন। প্রিন্সিপালের সাফল্যে খুশির আবহ দার্জিলিং এইচএমআই-এ।

'নকল সোনা'

প্রথম পাতার পর

নকল ধরা পড়ার পরও কর্তৃপক্ষের তরফে কেন থানায় জানানো হল না, সেই নিয়ে ধন্দ রয়েছে। পাশাপাশি, নিউ সিনেমা রোডের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গয়নার মান যাচাই না করেই বিপুল অঙ্কের টাকা নিজে গিয়ে শিবমন্দিরে একটি ব্যাংকের শাখায় শুভমের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে এলেন কেন, তা নিয়েও রহস্য দানা বাঁধছে। তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের ভূমিকা।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রান্তের অভিযোগ, 'যখন সত্যিটা বুঝতে পারি, শুভমকে ধরেছিলাম। ও জমি বিক্রি করে টাকা দেবে বলেছিল। জমি বিক্রির কাজে প্রয়োজন বলে আমার কাছ থেকে আরও সাড়ে বারো হাজার টাকা ধার নিয়েছিল।' সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, 'আমি প্রথমে বলি, ঋণপ্রদানকারী সংস্থার অ্যাকাউন্টেই টাকা দেব। ওরা না করে দেয়। বলে শুভমের অ্যাকাউন্টেই জমা দিতে হবে। সংস্থার একাধিক কর্তাও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন ব্যাংকে। সবার সবটা জানা ছিল।'

গত মাসে প্রান্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর চাকরি ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে যান সাগ্নিক। গা-ঢাকা দেন শুভমও। শেষপর্যন্ত শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

জন্মদিনেও অবহেলিত রামেন্দ্রসুন্দর

পরাগ মজুমদার

মুর্শিদাবাদ, ২৩ অগাস্ট : বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়, সেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ১৬৩তম জন্মদিবসেও কাটল না চরম অবহেলার মেঘ। রবিবার কান্দির জেমোর এই মনীষীর জন্মভিটেয় সামান্য মাল্যদান ও আনুষ্ঠানিক পুষ্পার্ঘ্য অর্পণেই সীমাবদ্ধ রইল সম্মাননা জ্ঞাপন।

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করা রামেন্দ্রসুন্দর এন্ট্রান্সে বেঙ্গল টপার হওয়া থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম— সবক্ষেত্রেই রেখেছিলেন অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন জটিল বিজ্ঞানকে বাংলায় সরস ও সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে তিনি গড়েছিলেন এক নতুন ইতিহাস। বিজ্ঞানের গবেষক হয়েও তিনি ভোলেননি দেশমাতৃকাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেমেছিলেন। কবিগুরু যখন বেঁধেছিলেন ঐক্যের রাখি, রামেন্দ্রসুন্দরের কলম থেকে তখন ঝরে পড়েছিল ঐতিহাসিক 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। বিজ্ঞান, বেদ, পুরাণ থেকে ভাষাতত্ত্ব— মাত্র ৫৪ বছরের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা এককথায় অকল্পনীয়। অথচ আজ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ভিটেতে শুধু ধুলো আর উপেক্ষার দীর্ঘশ্বাস।

স্রেফ একদিন ফুলের মালা চাপিয়ে দায়িত্ব সারা চরম অপমানজনক বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সচেতন কান্দিবাসী। নতুন প্রজন্মের কাছে এই বহুমুখী প্রতিভার অবদান তুলে ধরতে জোরালো সরকারি সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। লালবাগের বাসিন্দা এক শিক্ষক সুনীল সরকার বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো মনীষীকে আজ পর্যন্ত প্রাপ্য সম্মান জানানো হয়নি। আজকের সমাজের তরুণরা জানেনই না ওই ব্যক্তি কে এবং কী তাঁর অবদান।' এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী গার্গী ঘোষ দাস আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, আগের সরকার যোগ্য সম্মান দেয়নি, তিনি নিজে রামেন্দ্রসুন্দরের কাজ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবেন।

রাশিয়াফেরত নেতাকে দায়িত্ব

বহরমপুর, ২৩ অগাস্ট : রাশিয়া থেকে পড়াশোনা করে তিন মাস আগে রাজ্যে ফেরা অঙ্কিত সরদারকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে অঙ্কিতকে দলের রাজ্য এসসি এসটি সেলের সভাপতি করার পাশাপাশি সম্পাদক পদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ায় সাত বছর ছিলেন অঙ্কিত। সেখানেই তাঁর ব্যবসা রয়েছে বলেও জানান হুমায়ুন।

দলের সংগঠন শক্তিশালী করতে তরুণ প্রজন্মকে সামনে নিয়ে আসার কথা বলেন হুমায়ুন।

গরমে স্বস্তি পেতে পাইপের জলে স্নান। জয়ন্তী চা বাগানে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বাগানে লাল আগুন

প্রথম পাতার পর

এদিন লালচুংনুঙ্গাকে খেলালেন সুইপার হিসাবে। আর মাঝমাঠ থেকে গোটা দলকে নেতৃত্ব দিলেন রশিদ। হাবাস যে নুঙ্গাকে সুইপার ও জয় গুপ্তাকে উইংয়ে পাঠিয়ে দেবেন, এটা মোহনবাগানের মাথায় ছিল না। আর এটাই এদিন হাবাসের মাস্টারস্ট্রোক। ১০ মিনিটে বিপিনের গোল তাঁর তৈরি করে দেওয়া বল থেকেই। দুই মিনিটের মধ্যে এডমুন্ডের দূরপাল্লার শটে করা গোলটা জিকসন সিংয়ের পাস থেকে। এই ২-০ এগিয়ে থাকা অবস্থায় লিস্টন কোলাসোর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটটা যদি প্রভসুখান সিং গিল দুর্দান্তভাবে না বাঁচাতেন তাহলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হতেও পারত। ২২ মিনিটে রাহুল ভেকেকে একা কাটিয়ে দ্বিতীয় ও দলের তিন নম্বর গোল এডমুন্ডের। ৪৪ মিনিটে তাঁর হ্যাটট্রিকের গোলটার ক্ষেত্রে জয় গুপ্তার মাইনাস ছিল। তিনি কোনওক্রমে জালে যখন বলটা ঠেললেন তখন চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি আপুইয়া। অবাক করা বিষয় হল, এই সময়ে মোহনবাগানের দুই সেন্টার ব্যাক আলবার্তো রডরিগেজ ও ভেকে দূরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন! ৬৫ ও ৭২ মিনিটে যথাক্রমে বিপিনের শট বিশাল কেইথ ভালো বাঁচান আর জেসিন টিকে সাইড নেটে না মারলে মোহনবাগানের লজ্জা বাড়ত। ১৯৯৭ সালের ৪-১, কলকাতা লিগে ২০১৫-'১৬ মরশুমে ৪-০ গোলের পর এত বড় ব্যবধানে বহুদিন পর জিতল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগানের গোল ৩৩ মিনিটে। মনবীর সিং দেখেশুনে বল গোলে রাখেন। তবে এর চার মিনিট পর অবিশ্বাস্য সুযোগ নষ্ট জেমি ম্যাকলারেনের। মনবীরের স্কোয়ার পাসটা বক্সের মাথায় যেখানে পেলেন সেখান থেকে তাঁর মতো স্ট্রাইকার প্রতিদিন বোধহয় স্বপ্নেও গোল করে দেবেন। এই লিগের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারের শটটা বহু দূর দিয়ে বাইরে গেল। ৩০ মিনিটে তাঁর একটা শট সাইড নেটেও লাগে।

এদিন প্যানোস তাঁকে নামান সাহাল আব্দুল সামাদকে বসিয়ে। এটা বাগান কোচের সবথেকে বড় ভুল। গোটা ডুরান্ড তিনি খেললেন, গোল পেলেন অথচ ফাইনালে তাঁকে নামানো হল ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর। সেখানে ম্যাকলারেন সারা ম্যাচ হেঁটে বেড়ালেন ফিটনেসের অভাবে। গোটা দলটার মধ্যেই ক্লান্তি ও ফিটনেসের অভাব দেখা গিয়েছে। প্যানোসের স্ট্র্যাটেজি, ফুটবলার পরিবর্তন কোনও কিছুরই মাথামুণ্ডু বোঝা যায়নি। ফুটবলারদেরও ফিট না করে তুলে ক্রমাগত রেফারিং, ক্রীড়াসূচির অজুহাত দেখিয়ে দায় এড়াবেন, এই প্রশ্ন এখন ম্যানেজমেন্টের তোলা উচিত।

এই ডুরান্ড ও ডার্বি জয় ১৬ সেপ্টেম্বর আল হুসেইনের বিপক্ষে নামার আগে বহুগুণ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলের। সঙ্গে মনোবল বাড়ল মরশুমের বাকি টুর্নামেন্টের জন্যও।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, হার্দিক, সন্দীপ, আনোয়ার, নুঙ্গা, জয়, জিকসন, রশিদ, বিপিন, র‍্যামিরেজ (জেসিন) ও এডমুন্ড (আসিফ)।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, রাহুল, আলবার্তো, শুভাশিস, লিস্টন (কিয়ান), অনিরুদ্ধ (সাহাল), আপুইয়া (টাংরি), সামির (মিগুয়েল), মনবীর (ছাঙ্গতে) ও ম্যাকলারেন।

ম্যাডাম অগ্নিমিত্রা, ফুটপাথ শুধু

প্রথম পাতার পর

ম্যাডাম অগ্নিমিত্রা, জনপ্রতিনিধি কথার অর্থ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা। আমাদের রাজ্যে, দেশে সেই 'জনগণ'-এর একটা বড় অংশ মানেই কিন্তু পার্কস্ট্রিটের ওই অসহায় প্রৌঢ়ারা।

ম্যাডাম, আপনার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকা কলকাতা পুরনিগম 'রেড জোন' নিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে ছ'টি বরো এলাকার প্রায় তিন হাজার ভবনে গুরুতর নির্মাণবিধি লঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে। তিলজলা-তপসিয়া সহ কলকাতার বহু এলাকায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। পার্কস্ট্রিটের ফুটপাথের বদলে তিলজলা-তপসিয়া থেকে হম্বিতম্বি শুরু করলেই বোধহয় ভালো হত। সেসব বাদ দিয়ে নগর-অপরাধের তালিকায় এক অসহায় প্রৌঢ়ার স্টোভটিই কি সবচেয়ে ভয়ংকর?

কলকাতায় কত শত রাজনৈতিক সভা রাস্তা আটকে, ফুটপাথ বন্ধ করে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত করে। এবার থেকে সেগুলিও বন্ধ হবে তো? অন্য দলের কথা বাদই দিলাম, বিজেপি রাজ্যের কোথাও রাস্তা আটকে বা ফুটপাথ বন্ধ করে সভা করবে না- এই গ্যারান্টি দিতে পারবেন? ফুটপাথ দখল করে থাকা রাজনৈতিক অফিসগুলিও উঠে যাবে তো? ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি কোচবিহার শহর রক্ষাকারী বাঁধ দখল করে যে পাকাপোক্ত কংক্রিটের অফিস তৈরি করেছে, সৎ সাহস থাকলে সেটি ভেঙে দেখান।

ফুটপাথ কি সত্যিই শুধু হাঁটার জন্য?

ফুটপাথ অবশ্যই পথচারীর। দখলমুক্ত ফুটপাথ, চলাচলের নিরাপদ জায়গা এবং বেআইনি নির্মাণমুক্ত শহর দরকার। চলনসই রাখতে নিয়ম দরকার। কিন্তু ফুটপাথকে শুধু ইট-পাথরের সরু পথ হিসেবে দেখলে শহরকেই বোঝা হয় না।

জাতিসংঘের নগর উন্নয়ন সংস্থা (ইউএন-হ্যাবিট্যাট)-র মতে, রাস্তা, ফুটপাথ, বাজার, পার্ক, সবই শহরের 'পাবলিক স্পেস'। পরিকল্পিত পাবলিক স্পেস শুধু চলাচলের জায়গা নয়, সামাজিক মেলামেশা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীবিকা, নিরাপত্তা ও নাগরিক জীবনের ভিত্তি। সংস্থাটির মতে, শহরের মোট ভূমির প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পাবলিক স্পেস থাকা প্রয়োজন, যদিও খুব কম শহরই সেই মানে পৌঁছেছে।

বিশ্বের বহু শহরের প্রাণ অসংগঠিত অর্থনীতি। কোথাও কোথাও শহরের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কর্মী এই অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বর্জ্য সংগ্রাহক, অভিবাসী শ্রমিক— তাঁদের জীবিকা অনিশ্চিত হলেও শহরের অর্থনীতি তাঁদের ছাড়া চলে না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাবেও বিশ্বে ২০০ কোটির বেশি মানুষ অসংগঠিত অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। এশিয়ায় কর্মসংস্থানের বড় অংশই এই খাতে।

এই বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেই ভারতে ২০১৪ সালে তৈরি হয়েছে স্ট্রিট ভেন্ডার আইন। সেখানে সমীক্ষা, ভেন্ডিং সার্টিফিকেট, নির্দিষ্ট ভেন্ডিং জোন ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার কথাও রয়েছে। কর্তৃপক্ষের হয়রানি ঠেকাতেও বিধান আছে।

তাহলে পার্কস্ট্রিটের সেই প্রৌঢ়ার অবস্থান কোথায়? তিনি যদি হকার না হন, ব্যবসা না করেন, শুধু থাকার জায়গা না পেয়ে শিশুর দুধ গরম করেন— তাঁকে কোন চোখে দেখা হবে? নিজের বাড়ি থাকলে কেউ ফুটপাথকে রান্নাঘর বানান না। নিজের রান্নাঘর থাকলে পথের ধারে স্টোভ জ্বালান না। নিজের বিছানা থাকলে ফুটপাথের পাথরকে বালিশ বানান না। ফুটপাথ তাঁদের পছন্দ নয়, ফুটপাথ তাঁদের বাধ্যতামূলক ঠিকানা।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১৭.৭২ লক্ষ মানুষ ছাদহীন ছিলেন। শহরাঞ্চলে সেই সংখ্যা প্রায় ৯.৩৮ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১.৩৪ লক্ষ এবং কলকাতা পুরসভা এলাকায় ৬৯,৭৯৮। সংখ্যা পুরোনো, কিন্তু সমস্যা নয়। কেন্দ্রের 'দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় নগর জীবিকা মিশন'(ডে-নুলম)-এর আওতায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহুরে দরিদ্রদের জন্য ১,৯৯৫টি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল, যার ধারণক্ষমতা প্রায় ১.৪১ লক্ষ শয্যা। অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন রাষ্ট্র নিজেই স্বীকার করছে।

ফুটপাথ আবার বিশাল জীবিকার জায়গাও। চা, ফল, সবজি, ফুল, পোশাক, জুতো, ফুচকা, খাবার, কত সংসার চলে সেখানে। 'প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডরস আত্মনির্ভর নিধি' (পিএম-স্বনিধি)-র হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১২ জুলাই পর্যন্ত ৭৬.৯৫ লক্ষ পথবিক্রেতা ১.১৫ কোটির বেশি ঋণ পেয়েছেন। মোট ঋণের পরিমাণ ১৮,৪৭৫ কোটি টাকারও বেশি। ২০২৫ সালের মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে, ঋণগ্রহীতাদের গড় বার্ষিক ব্যবসায়িক আয় ২০২৩ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রই একদিকে ফুটপাথের মানুষকে ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করছে, অন্যদিকে অন্য প্রান্তে তাঁদের শহরের সমস্যা হিসেবে দেখছে।

ফুটপাথের মানুষের পিছনে সাধারণত প্রোমোটার নেই, কোটি টাকার প্রকল্প নেই, দশজন আইনজীবী নেই, প্রশাসনের উপর চাপ তৈরির ক্ষমতাও নেই। বেআইনি বহুতলের সঙ্গে থাকে জমি, টাকা, প্রোমোটার ও রাজনৈতিক প্রভাব। তাই ফুটপাথ সহজ টার্গেট, বহুতলে হাত দেওয়া কঠিন।

ম্যাডাম, ফুটপাথের ওই শিশুর দুধের হাঁড়িটি দখলদারির নয়, দারিদ্র্যের ছবি। রাষ্ট্রের ব্যর্থতার ছবিও। ফুটপাথের মানুষকে শুধু 'দখলদার' হিসেবে দেখলে দেখা যায় না তাঁর ক্ষুধা, অসুস্থতা কোনওকিছুই। দেখা যায় শুধু একটি জলন্ত স্টোভ।

শহর ইট দিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু সেই শহর মানুষের জন্য। যে শহরে বহুতল আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু একটি শিশুর দুধ গরম করার নিরাপদ জায়গা দিতে পারে না সেই শহরের উন্নয়ন নিয়ে বড়াই করা উচিত কি?

দুধ নয়, আসলে শনিবার পার্কস্ট্রিটের ফুটপাথে হাঁড়িতে ফুটছিল কল্লোলিনী তিলোত্তমার বিবেক।

দেবদত্তের শতরানে স্বস্তি

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-৩০০/৫

কলম্বো, ২৩ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের লর্ডস!

এসএসসি ক্রিকেট মাঠের স্থানীয় নাম। ভারত মহাসাগরের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলা গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম যদি সৌন্দর্যের শেষ কথা হয়। তাহলে এসএসসি ক্রিকেট মাঠ হল লঙ্কা ক্রিকেটের ইতিহাসের সংগ্রহশালা।

রবিবার সেই সংগ্রহশালায় যুক্ত হল ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া 'কোহিনুর' দেবদত্ত পাডিক্কালের নাম। গলের মাঠে শতরান করে ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার দেব, আজ এসএসসি ক্রিকেট মাঠে সেখান থেকেই শুরু করলেন। হতে পারে ইনিংসের শুরুতে ব্যক্তিগত ০ ও ১ রানে দুইবার জীবন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যাচ মিস তো ক্রিকেটেরই অঙ্গ। জোড়া লাইফলাইন পাওয়ার পর পাডিক্কালের ব্যাট থেকে ১১৭ রানের যে ইনিংস দেখল দুনিয়া, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ধ্রুপদি টেস্ট ব্যাটিং।

প্রবল গরম। সাংঘাতিক আর্দ্রতা। সঙ্গে এসএসসি ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজের বাড়তি বাউন্স। যা সারাদিন ধরে বিব্রত করে গিয়েছে ভারতীয় ব্যাটারদের। কিন্তু পাডিক্কালের ধৈর্য, মানসিকতা, টেকনিক, টেম্পারামেন্টে ফাটল ধরাতে পারেনি। আসলে আত্মবিশ্বাস মানুষকে বদলে দেয়। আর সেই বদল এমন হয়, যার সঠিকভাবে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। হাতে গরম উদাহরণ পাডিক্কাল। গলের পর এসএসসি-র মাঠেও দুর্দান্ত শতরান, কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট শতরান করে দলকে স্বস্তি দিলেন তিনি। মূলত পাডিক্কালের শতরানে ভর দিয়ে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে প্রথম দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার সংগ্রহ ৩০০/৫। প্রথম দিনের শেষে উইকেটে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল (৭) ও আজই টেস্ট অভিষেক হওয়া সারাংশ জৈন (৪)। সঙ্গে স্বস্তি হিসেবে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে বাংলাদেশের লজ্জার হার। যা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়াকে আরও অক্সিজেন দিয়েছে আজ।

শতরানের পর সেলিব্রেশনে দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ঋষভের চোটে উদ্বেগ

কথায় বলে সকাল দেখলে বাকি দিনটা বোঝা যায় কেমন যাবে। সিংহলিজ ক্রিকেট মাঠে এই আপ্তবাক্য টিম ইন্ডিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, দিনের শুরুটা লোকেশ রাহুল (১৮) ও যশস্বী জয়সওয়াল (৪৫) শুরু করেছিলেন খুব সতর্কভাবে। গল টেস্টের পর দলের প্রথম একাদশে কিছু রদবদল করে শ্রীলঙ্কার দুই জোরে বোলার সিথা ফার্নান্ডো (৪৬/৩) ও লাহিরু কুমারা (৩৮/১) পিচের গতি ও বাড়তি বাউন্স কাজে লাগিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের উপর চাপ তৈরি করেছিলেন। যার প্রমাণ, রানের গতি বাড়াতে গিয়ে আচমকা ধৈর্য হারিয়ে অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল তাড়া করে রাহুলের খোঁচা। তিন নম্বরে পাডিক্কাল শুরুতে নড়বড় করছিলেন। দুইবার জীবনও পেলেন। আর তারপরই নিজের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি বদলে ফেললেন। ব্যাকফুটে খেলতে শুরু করলেন শ্রীলঙ্কার পেসার-স্পিনারদের। আর তার মধ্যেই যশস্বী অতি আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে বোল্ড হয়ে মাঠেই মেজাজ হারালেন।

শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার ফার্নান্ডোকে গুঁতো মেরে ইতিমধ্যেই ধন্ধুমার বিতর্ক বাধিয়ে দিয়েছেন যশস্বী। তাঁর শাস্তি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শেষপর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক ও শ্রীলঙ্কার বোলিং কোচ রায়ান ভ্যান জানিয়েছেন, ক্রিকেট মাঠে এমন ঘটনা অনেক সময় হয়। যার ব্যাখ্যা হয় না। টিম ইন্ডিয়ার মহানায়ক নিশ্চিতভাবেই দেবদত্ত। অধিনায়ক শুভমান গিলের (৫০) সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১২০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ভারতীয় দলকে বড় রানের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পাডিক্কাল। যদিও অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বলে কাট করতে গিয়ে শুভমানকে ফিরতে হল। তার আগে টেস্ট কেরিয়ারের তিন হাজার রান ক্লাবের সদস্যও হয়ে গেলেন তিনি। শুভমান ফেরার পর আরও বড় অঘটন টিম ইন্ডিয়ার। লাহিরুর শর্ট বল পুল করতে গিয়ে ডান হাতের কবজিতে চোট পেলেন ঋষভ পন্থ। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীরীভাষাই বলে দিচ্ছিল, ভালোরকম লেগেছে। পরে আজ আর ব্যাট করতে পারেননি ঋষভ। সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ জানিয়েছেন, ঋষভের চোট গুরুতর নয়। হয়তো আগামীকাল ব্যাটিংও করতে পারবেন তিনি। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও দেবদত্ত ছিলেন অবিচল। শ্রীলঙ্কার বোলারদের লেগস্টাম্প লাইনে বোলিংয়েও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

ঋষভ আগামীকাল নামতে পারবেন কিনা, সময়ই বলবে। কিন্তু তার আগে দলের উইকেটকিপার-ব্যাটারের হাতের চোট নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে দলের অন্দরে। পাশাপাশি এসএসসি-র স্পোর্টিং পিচে ঠিক কত রান নিরাপদ হতে পারে, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে রানটাকে যতদূর সম্ভব নিয়ে যেতে। পরের দিকে ভাঙতে পারে পিচে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে চাইছে না টিম ইন্ডিয়া। যদিও সব ভাবনা, পরিকল্পনা যে সফল হবেই, এমন নয়।

আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনটা টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বাড়তি বাউন্সে ভরা পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হবে, পথ দেখিয়েছেন দেবদত্ত। এবার বাকিদের সেভাবেই রানের পাহাড়ে পৌঁছাতে হবে।

আউট হয়ে ফেরার পথে অসিথা ফার্নান্ডোকে হেড বাট যশস্বী জয়সওয়ালের। রবিবার কলম্বোয়।

অসিথাকে 'গুঁতো' মেরে বিতর্কে যশস্বী

শাস্তি পেতে পারেন ভারতীয় ওপেনার

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৩ অগাস্ট : ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়!

বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া আপ্তবাক্য। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে জীবন যুদ্ধেই হোক বা ক্রিকেটের বাইশ গজ-বিষয়টি আজও বড়ই প্রাসঙ্গিক।

শুরুটা হয়েছিল গলের মাঠে। দ্রুত টেস্ট জয়ের তূরীয় মেজাজে থাকা টিম ইন্ডিয়া নিরোশান ডিকওয়েলাকে আউট করার অভিনব পরিকল্পনা বার করেছিল। সামনে থেকে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। শ্রীলঙ্কার উইকেটকিপার-ব্যাটারকে আইপিএল খেলার 'টোপ' দিয়ে 'ব্রেন ফেড' করেছিলেন যশস্বী। আউট হয়ে গিয়েছিলেন ডিকওয়েলা।

জাম্প কাট টু কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট মাঠ।

ডিকওয়েলা বনাম যশস্বীর পার্ট টু রবিবার দেখল দুনিয়া। টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ভারতীয় ইনিংসের তখন ১৭ নম্বর ওভার চলছে। বল করছিলেন শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার অসিথা ফার্নান্ডো। সেই ওভারেই পরপর তিনটি বাউন্ডারি মারেন যশস্বী। আর ঠিক তার পরের বলেই বোল্ড হয়ে যান ভারতীয় ওপেনার। ৪৫ রানের আগ্রাসী ইনিংস শেষে যশস্বী যখন সাজঘরের দিকে হাঁটা শুরু করেন, ঠিক তখনই উইকেট উৎসবে মজে থাকা শ্রীলঙ্কা দলের তরফে যশস্বীকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়। সাজঘরে ফিরে যাওয়ার পথে ব্যাট হাতে শ্রীলঙ্কার বোলারের দিকে তেড়ে যান ভারতীয় ওপেনার। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার পাশে মাথা দিয়ে গুঁতোও মারেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা দুজনকে সরিয়ে না দিলে আরও খারাপ কিছু হতেও পারত।

আউট হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার ওপেনারের এমন আচরণ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। ফিল্ড আম্পায়ারদের নজর এড়ায়নি বিষয়টি। সূত্রের খবর, প্রথম দিনের খেলার শেষে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে হাজিরা দিতে হতে পারে যশস্বীকে। শাস্তিও পেতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটের আঙিনায় স্পিরিট নষ্ট করার জন্য নির্বাসনের কবলেও পড়তে পারেন যশস্বী।

মোরিনহোর প্রত্যাবর্তনে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৩ অগাস্ট : লা লিগার উদ্বোধনী ম্যাচে এস্প্যানিওলের বিপক্ষে ২-১ গোলে কষ্টার্জিত জয় রিয়াল মাদ্রিদের। ১৩ বছর পর লা লিগায় হোসে মোরিনহোর প্রত্যাবর্তন। রিয়াল কোচ হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা নেহাত খারাপ হল না। ৯ মিনিটে জুডে বেলিংহামের গোলে এগিয়ে যায় মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ৩০ মিনিটে গোলশোধ এস্প্যানিওলের। এরপর শেষ মুহূর্তে কার্লোস এপসির গোলে টানটান উত্তেজনার নিষ্পত্তি হয়। ম্যাচ শেষে মোরিনহো বলেছেন, 'আমি মনে করি আমরা যোগ্য হিসেবেই ম্যাচ জিতেছি। তবে এস্প্যানিওলেরও হারটা প্রাপ্য ছিল না। বেশ কিছু ঝুঁকি নিয়েছি আমরা। তবে ওদের মতো সুসংগঠিত দলের বিপক্ষে জয় পাওয়া সহজ নয়।' দলের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মোরিনহো বলেছেন, 'বিশ্বকাপের ধকল কাটিয়ে অনেক খেলোয়াড় এখনও সেরা ছন্দে নেই। ফিটনেসে ঘাটতি রয়েছে। এই কারণে জয়টা এত বিশেষ।'

গোল করে উচ্ছ্বাস কার্লোস এপসির।

মেসির গোল, হার মায়ামির

ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : গোল পেলেন মেসি। কিন্তু জয় অধরাই রইল ইন্টার মায়ামির। শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটি হার। সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না ইন্টার মায়ামির। মেজর লিগ সকারে টরন্টো এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল তারা। ম্যাচে ২-১ গোলে হারলেন মেসিরা। ম্যাচের প্রথমার্ধের ফল ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৯ মিনিটে জোশ সারজেন্টের গোলে লিড নেয় টরন্টো। ৬২ মিনিটে ডেরিক ইতিনে জুনিয়ার ব্যবধান বাড়ান। ৮২ মিনিটে রডরিগো ডি পলের পাস থেকে মেসি গোল করলেও শেষরক্ষা করতে পারেনি মায়ামি।

কুলদীপের টেস্ট কেরিয়ার কি শেষ?

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৩ অগাস্ট : তিনি সুযোগ না পেলে বিতর্ক হয়। আবার সুযোগ পাওয়ার পর নিয়মিত ব্যর্থ হন তিনি। বিতর্কও তৈরি হয় তাঁকে নিয়ে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন ক্রিকেটারের কথা বলা হচ্ছে? ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কুলদীপ যাদবের নাম বলতে সমস্যা হবে না। হওয়ার কথাও নয়। গলের মাঠে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার একাদশে ছিলেন তিনি। স্পিন সহায়ক পিচ পাওয়ার পরও ব্যর্থ হয়েছিলেন কুলদীপ। তাঁর জঘন্য লাইন, লেংথ ও এলোমেলো, দিশাহীন বোলিং গল টেস্টের আসরে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সমস্যা বাড়িয়েছিল।

গল থেকে টিম ইন্ডিয়া কলম্বোয় পৌঁছানোর পর থেকে জনসমক্ষে আর দেখা যায়নি কুলদীপকে। টিম ইন্ডিয়ার রিস্ট স্পিনার শেষ দুই দিন ভারতীয় দলের অনুশীলনেও গরহাজির ছিলেন। ছন্দহীন কুলদীপের বদলে আজ এসএসসি ক্রিকেট মাঠে মধ্যপ্রদেশের অফস্পিনার সারাংশ জৈনের টেস্ট অভিষেকের প্রতিবেদনও আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও চমকের আরও বাকি ছিল।

রবিবার সকালে এসএসসি ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়া টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দলের তরফে 'রহস্যজনকভাবে' জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুলদীপ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই তাঁকে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে রাখা

চলছে জল্পনা

হয়নি। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সরকারি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এমন তথ্য আসার পরই কুলদীপের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু জল্পনা। প্রশ্ন উঠেছে, যদি কুলদীপের ভাইরাল জ্বরই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আগে কেন জানানো হল না। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনের আসরে কুলদীপের প্রশংসা করেছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। কিন্তু একবারও তাঁর অসুস্থতার কথা জানাননি। তাহলে কি কোচ গম্ভীরের পরবর্তী 'টার্গেট' রিস্ট স্পিনার কুলদীপ? জবাব জানে না দুনিয়া। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে সবারই জানা, কোচ গম্ভীর কোনওদিনও কুলদীপকে পছন্দ করেন না। তাই কুলদীপের টেস্ট কেরিয়ার শেষ কিনা, সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার হয়ে মোট ৩১টি টেস্ট খেলেছেন কুলদীপ। ৮০টি উইকেটও রয়েছে তাঁর। গল টেস্টই কি তাঁর কেরিয়ারের শেষ টেস্ট হয়ে গেল? জল্পনাটা শুরু হয়েছে প্রবলভাবে। দুপুরের দিকে কানপুরে থাকা কুলদীপের ছোটবেলার কোচ কপিলদেব পান্ডেকে ফোনে ধরতেই একরাশ হতাশা নিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'কুলদীপের শরীর খারাপ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না আমি। কিন্তু ও যে এসএসসি টেস্টের প্রথম একাদশে থাকবে না, সেটা জানত।' ঘটনা হল, বিরাট কোহলি ভারত অধিনায়ক থাকার সময় এভাবেই বহু ম্যাচে বাইরে বসতে হয়েছিল কুলদীপকে।

মাঝে অল্পদিনের জন্য হলেও ছবিটা বদলেছিল। যদিও কুলদীপের কেরিয়ারে বদলে যাওয়া ছবিটাই ফের ফিরে এসেছে।

৭৫০ বলে শেষ দ্বিতীয় টেস্ট

বদলা নিয়ে জয় অজিদের

বাংলাদেশ-৬৪ ও ৯৫
অস্ট্রেলিয়া-২১০
(ইনিংস ও ৫১ রানে জয়ী অস্ট্রেলিয়া)

ম্যাকে, ২৩ অগাস্ট : কথায় বলে, অস্ট্রেলিয়ানদের আত্মাভিমানে আঘাত করতে নেই। কিন্তু ডারউইনে প্রথম টেস্ট জিতে অজিদের আঁতে ঘা দিয়েছিল বাংলাদেশ। ম্যাকেতে দ্বিতীয় টেস্টে যার ফল হাতেনাতে পেল নাজমুল হোসেন শান্ত ব্রিগেড। বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৫১ রানে হারিয়ে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করার সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে ভারতের কিছুটা হলেও সুবিধা করে দিল অজিরা।

শনিবার ম্যাচের প্রথমদিনে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানে অল আউট হওয়ার মধ্যেই ম্যাকে টেস্টের ভাগ্য প্যাট কামিন্স ব্রিগেড অনেকটাই লিখে ফেলেছিল। গতকালের ১৬৫/৮ থেকে ২১০ রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস। অজিদের 'প্রোজেক্ট গ্রিন' অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন (৬৭) গত ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের মতো এই টেস্টেও টিম ম্যানেজমেন্টকে ভরসা দিয়েছেন। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম (৪৮/৭) কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্স করলেও অজিরা ১৪৬ রানের লিড পেয়ে যায়। এরপরই শুরু হয় শনিবারের রিপিট টেলিকাস্ট। গতকাল টেস্টে নবমবার ইনিংসের প্রথম ওভারে (চারবার প্রথম বলে উইকেট) উইকেট তুলে নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন মিচেল স্টার্ক। রবিবার স্টার্কের (৩৯/৪) সঙ্গে উইকেট নেওয়ার উৎসবে যোগ দিলেন প্যাট কামিন্স (১০/৩) ও নাথান লায়োন (২৫/৩)। নিটফল, বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ রানে গুটিয়ে যায়। ৭৫০ বলে শেষ হয় ম্যাকে টেস্ট। যা ক্রিকেটের ইতিহাসে বলের নিরিখে চতুর্থ ক্ষুদ্রতম টেস্ট। বর্তমান পেসারদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক চতুর্থবার সিরিজ সেরা হয়ে জসপ্রীত বুমরাহ, কেমার রোচ ও ম্যাট হেনরির থেকে একধাপ এগিয়ে গেলেন স্টার্ক।

বদলার জয়ে ডব্লিউটিসি-র পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বর জায়গা আরও পাকা করল অজিরা। সঙ্গে ভারতেরও সুবিধা করে দিল। দ্বিতীয় টেস্ট হেরে চার নম্বরে থাকলেও বাংলাদেশের পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৬৬.৬৭ থেকে ৫৫.৫৬-এ নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে পাঁচে থাকা ভারত (৫৩.৩৩) কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজ জিততে পারলে চার নম্বরে উঠে আসবে।

জয়ের পর প্যাট কামিন্স বলেছেন, 'দলের সবাইকে অনেক বেশি ক্ষুরধার লাগল। যা গত সপ্তাহের থেকে একেবারেই আলাদা। টেস্টের প্রথম দুই ঘণ্টা দুর্দান্ত গেলে ম্যাচ ওখানেই তৈরি হয়ে যায়। এই দুইদিন আমাদের সবকিছুই ভালো গিয়েছে। প্রথম টেস্টে আমরা অনেক ভুল করেছিলাম। জোরালো প্রত্যাবর্তন দরকার ছিল। আমরা সেটা করতে পেরেছি।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ৪ উইকেট পান মিচেল স্টার্ক।

৩ রানের মাথায় কবজিতে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন ঋষভ পন্থ।

শতরান সুদীপ, শাহবাজের

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথমদিনের শেষে পূর্বাঞ্চল-৩৫৫/৬
উত্তরাঞ্চল-২৫১ পশ্চিমাঞ্চল-৩১/২ (প্রথমদিনের শেষে)

বেঙ্গালুরু, ২৩ অগাস্ট : টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় শনিবার জানিয়েছিলেন, লাল বলের ক্রিকেটকে বাঁচাতে বৈভব সূর্যবংশীর মতো ক্রিকেটার বেশি করে দরকার। রবিবার দলীপ ট্রফিতে সহ অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হল বৈভবের। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জার্সিতে ব্যর্থ হলেন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় বালক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে জোড়া চারে শুরুর পরও মাত্র ৮ রানে আউট হয়ে যান। বাংলার রনজি ট্রফি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও (১৫) সুবিধা করতে পারেননি। তবে ২৫/২ পরিস্থিতিতে থেকে পূর্বাঞ্চলকে প্রথমদিনের শেষে ৩৫৫/৬ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর বাংলার রনজি দলের দুই তারকা সুদীপকুমার ঘরামি (১৪৬) ও শাহবাজ আহমেদ (অপরাজিত ১০০)।

ব্যর্থ বৈভব

ফেইরোইজাম যতীন সিংদের (৫৩/৩) প্রাথমিক ধাক্কার পর কুমার কুশাগ্রকে (৫৫) নিয়ে ইনিংস মেরামতের কাজ শুরু করেন সুদীপ। কুশাগ্র অর্ধশতরানের পর ফিরলেও সুদীপকে টলানো যায়নি। বিরাট সিং (২) ও অধিনায়ক ঈশান কিষানের (৪) ব্যর্থতায় ১১৭/৩ থেকে ১৩৮/৫ হয়ে গিয়েছিল পূর্বাঞ্চল। কিন্তু এখান থেকে সুদীপ ও শাহবাজের ১৫০ রানের পার্টনারশিপ পূর্বাঞ্চলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। আগামীকাল শাহবাজ ইনিংস লম্বা করতে পারলে চাপ বাড়বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের।

অন্যদিকে, তনুষ কোটিয়ান (৭২/৪) ও তুষার দেশপান্ডের (৫৭/৪) স্পিন-পেসের ককটেলে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ২৫১ রানে গুটিয়ে গেল উত্তরাঞ্চল। আয়ুষ বাদোনি (৫১) ও শেষদিকে অংশুল কম্বোজ (৬০) অর্ধশতরান না করলে উত্তরাঞ্চল দুশো পেরোত না। দিনের শেষে পশ্চিমাঞ্চলের স্কোর ৩১/২। ভালো শুরুর পরও ব্যর্থ হয়েছেন পৃথ্বী শ (২২)।

ক্যানসার আক্রান্ত বাবার জন্যই খেলতে চান সারাংশ

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২৩ অগাস্ট : আদ্যন্ত ক্রিকেটীয় পরিবার। বাবা সুবোধ জৈন মধ্যপ্রদেশের হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছেন। কিন্তু জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন সফল হয়নি।

ছেলে সারাংশের মধ্যে দিয়ে নিজের না হওয়া স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিলেন বাবা সুবোধ। লক্ষ্যে সফল তিনি। রবিবার সকালে এসএসসি ক্রিকেট মাঠে রবীন্দ্র জাদেজার হাত থেকে ভারতীয় দলের টুপি পেয়েছেন সারাংশ। আর তারপরই আবেগে ভেসে গিয়েছেন সারাংশ। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে নিজের ক্রিকেটীয় আবেগের কথা জানিয়ে সারাংশ বলেছেন, 'ঈশ্বর ও আমার পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। আমার বাবার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ আমি। বাবার জন্যই ক্রিকেট খেলা শুরু করা। বাবার জন্যই আমি খেলা চালিয়ে যাব সবটুকু উজাড় করে দিয়ে।'

সারাংশ জৈনকে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

সারাংশের বাবা সুবোধ শেষ কয়েক বছর ধরে ক্যানসার আক্রান্ত। মুখের ক্যানসার। স্বাভাবিকভাবে এখনও কথা বলতে পারেন না।

> জাড্ডুভাইয়ের মতো কিংবদন্তির থেকে টেস্ট ক্যাপ পেয়েছি। মুহূর্তটা ভুলব না। নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে মেলে ধরে সাফল্যের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাব।
> -সারাংশ জৈন

কিন্তু তাতে কী? টেস্ট অভিষেকের মঞ্চে সারাংশ আজ বলেছেন, 'আজ আমার খুশির দিন। জাড্ডুভাইয়ের মতো কিংবদন্তির থেকে টেস্ট ক্যাপ পেয়েছি। মুহূর্তটা কখনই ভুলব না। নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে মেলে ধরে সাফল্যের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাব।'

এদিকে, সারাংশের টেস্ট অভিষেকের পর তাঁর বাড়িতে রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ চলছে। আজ প্রথম দিনের শেষে ব্যাট হাতে ৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন সারাংশ। কাল ব্যাটে রান করার পাশে বল হাতে নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে প্রমাণ করতে চান তিনি।

সুপার কাপ বায়ার্নের

ডর্টমুন্ড, ২৩ অগাস্ট : জার্মান সুপার কাপ জিতে মরশুম শুরু করল বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। ২৮ মিনিটে জার্মান লেফট ব্যাক নাথানিয়েল ব্রাউনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বায়ার্ন। এরপর প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্যবধান বাড়ান মাইকেল ওলিসে। ডর্টমুন্ড মিডফিল্ডে একটি মিস পাস ধরে তিনি দ্রুতগতিতে বক্সে পৌঁছে যান। এরপর দূরহ কোণ থেকে বাঁ পায়ের নিঁখুত প্লেসিংয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ফরাসি তারকা। তার আগে অবশ্য র‍্যামি বেনসেবিয়ানি ডর্টমুন্ডকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু ভিএআর সেই গোল বাতিল করে। ৭৫ মিনিটে ফ্যাবিও সিলভা ডর্টমুন্ডের হয়ে ব্যবধান কমালেও লাভ হয়নি।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ স্নেহের দেবারতি (রাই) : আজ তোমার ১০ম শুভ জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল। – বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা মানি ও বাবিন। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

প্রভসুখান সিং গিল ২০২৩ সালের ডুরান্ড কাপ ফাইনাল হারের আক্ষেপ মিটল আজ। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গোল্ডেন গ্লাভস হাতছাড়া হয়েছে, আক্ষেপ নেই। ট্রফি জেতাটাই বড় কথা।

জয় গুপ্তা খুব ভালো অনুভূতি। আমি কোন পজিশনে খেলছি সেটা বড় কথা নয়, সব সময় মাথায় থাকে ম্যাচ জিততে হবে।

মহম্মদ বসিম রশিদ ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে পরপর দুইটি ট্রফি। এটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সময়। তবে এখনও অনেক কিছু দেওয়া বাকি রয়েছে।

সন্দীপ মান্ডি ট্রফি জয়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। পুরোটাই দলগত সংহতির ফসল।

ক্রিস ইকোনোমিডিস খেতাব জিততে পেরে ভালো লাগছে। সমর্থকরা যেভাবে সমর্থন করেছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

ড্যানি র‍্যামিরেজ এই পরিবেশটা সত্যি অসাধারণ। এই ট্রফি জিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। আমি লাল-হলুদ জার্সিতে আরও ট্রফি জিততে চাই।

নৌকাডুবি ঘটিয়ে আহ্লাদিত এডমুন্ড

‘খেতাব জয় হ্যাটট্রিকের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে’

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : মহারণে হ্যাটট্রিক। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে তিন গোল করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তৃতীয় ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা।

ম্যাচ সবে শেষ হয়েছে। এক লাফে ফেনসিং টপকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্র্যাকে এসে দাঁড়ালেন এডমুন্ড। গ্যালারিতে তখন লাল-হলুদ জনতার গর্জন। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত তাঁদের দিকে ছুড়ে যুবভারতীতে নৌকাডুবি ঘটানোর কারিগর বোধহয় বোঝাতে চাইলেন, ‘আমি তোমাদেরই লোক!’ ২০২০, এই এডমুন্ড তখন ইস্টবেঙ্গলে। আই লিগ ডার্বিতে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। শেষ হতে বসেছিল কেরিয়ার। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় পর ইন্টার কাশীর জার্সিতে প্রত্যাবর্তন। ২০২৪-’২৫ মরশুমে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার কাশী দলেও ছিলেন এই মিজো ফুটবলার। তারপরই ইস্টবেঙ্গলে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু। গত বছর আইএসএলের বড় ম্যাচেও গোল করেছিলেন। এবার হ্যাটট্রিক। ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়েই এডমুন্ড বলছিলেন, ‘দারুণ অনুভূতি! ম্যাচের আগে আমার বোন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল। ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনেছেন। হ্যাটট্রিক করতে পেরে খুব খুশি। তবে ট্রফি জয় আনন্দটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘এটা সবে শুরু। আশা করছি এই মরশুমে আমরা আরও ট্রফি জিতব।’ ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে ডার্বিতে হ্যাটট্রিক রয়েছে বাইচুং ভুটিয়ার। সেই প্রসঙ্গে এডমুন্ডের মন্তব্য, ‘বাইচুং দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ওঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। দারুণ স্মৃতি।’ এডমুন্ডের পছন্দের ভারতীয় ফুটবলার লাল-হলুদেরই আরেক প্রাক্তনী লালরিনডিকা রালতে।

এডমুন্ডকে ইন্টার কাশী থেকেই চেনেন হাবাস। মিজো স্ট্রাইকারকে নিয়ে স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, ‘এডমুন্ড এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম সেরা ফুটবলার। ইন্টার কাশী থেকেই চিনি ওকে। যে কোনও পজিশনেই খেলতে পারে। গোলটাও খুব ভালো চেনে।’ হাবাসের অধীনেই ভারতীয় ফুটবলে নতুন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই শুরু করেছিলেন এডমুন্ড। এই হ্যাটট্রিকের পর যেন একটা বৃত্ত পূরণ করলেন তিনি। এডমুন্ড বলেছেন, ‘হাবাস একজন অসাধারণ মানুষ, অসাধারণ কোচ। আমরা তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কোচ আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেইভাবেই খেলেছি। তাই আমি মনে করি আমার হ্যাটট্রিকের নেপথ্যে হাবাসের অবদান অনস্বীকার্য।’

কলকাতা ডার্বিতে হ্যাটট্রিক

ফুটবলার	ক্লাব	গোল	টুর্নামেন্ট	বছর
অমিয় দেব	মোহনবাগান	৪	দ্বারভাঙ্গা শিল্ড	১৯৩৪
অসিত গঙ্গোপাধ্যায়	মোহনবাগান	৩	রাজা শিল্ড	১৯৩৭
বাইচুং ভুটিয়া	ইস্টবেঙ্গল	৩	ফেডারেশন কাপ	১৯৯৭
চিডি এডে	মোহনবাগান	৪	আই লিগ	২০০৯-’১০
কিয়ান নাসিরি	মোহনবাগান	৩	আইএসএল	২০২১-’২২
এডমুন্ড লালরিনডিকা	ইস্টবেঙ্গল	৩	ডুরান্ড কাপ	২০২৬

তথ্য-হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জয়ের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকাকে আদর কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের।

কেরিয়ারের সেরা ডার্বি জয় হাবাস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ‘আমরা কারা... ইস্টবেঙ্গল, জিতছে কারা...ইস্টবেঙ্গল।’ ম্যাচের পর একঘণ্টা কেটে গিয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে স্লোগান দিচ্ছিলেন অজস্র লাল-হলুদ সমর্থক। মুখে লাল-হলুদ আবির মাখা। কারও হাতে আবার মশাল জ্বলছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে ডুরান্ড কাপ জিতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মত্ত লাল-হলুদ জনতা।

তিন মাসের মধ্যে দুইটি ট্রফি। সময়টা দারুণ কাটছে ইস্টবেঙ্গলের। অস্কার ব্রুজোঁ থেকে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। জমানা বদলেছে। কিন্তু সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে লাল-হলুদ শিবির। গত একদশকে সাফল্যের নিরিখে ভারতের সেরা কোচ হাবাস। দীর্ঘ সময় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দায়িত্বে ছিলেন। এবার তিনিই লাল-হলুদের কান্ডারি। পরিসংখ্যানের নিরিখে একটা সময় ডার্বি না হারার রেকর্ড ছিল তাঁর। এই ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বিতে হারার পর সেই রেকর্ড ভেঙেছিল। কিন্তু এদিন ফাইনাল জিতে বুঝিয়ে দিলেন এখনও হাবাসই ডার্বির রাজা।

ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে এটাই প্রথম খেতাব হাবাসের। তাও চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারিয়ে। সবুজ-মেরুন আইএসএল লিগ-শিল্ড জেতানোর পরেও চাকরি হারাতে হয়েছিল। ডুরান্ড জিতে তারই জবাব দিলেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস। সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য চেনা মেজাজে হাবাস। জানিয়ে দিলেন এটাই তাঁর কেরিয়ারে সেরা ডার্বি জয়। ইস্টবেঙ্গল কোচের কথায়, ‘এই ডার্বি জয়টা আমার কেরিয়ারের সেরা। আগে কখনও ফাইনালে ডার্বি জিতিনি। এই ডার্বিটা ফাইনাল ম্যাচ ছিল। আর সেটাই জিতলাম।’ প্রতিপক্ষ নিজের প্রাক্তন দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধাশীল হাবাস। তিনি বলেছেন, ‘মোহনবাগানকে সম্মান করি। অতীতে কী হয়েছে মনে রাখতে চাই না। আমি বর্তমান নিয়ে ভাবতে চাই।’

৪-১ গোলে দাপুটে জয়। পাঁচ গোল দেওয়ার সুযোগ ছিল। আর সেটা হলে কিংবদন্তি পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, করিম বেঞ্চারিফাদের তালিকায় নাম থাকত হাবাসের। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘ম্যাচের ফল ৫-১-এ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আরও একটা গোল দেওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ প্রতিপক্ষ ভালো খেলেছে। ওদের দলটা যথেষ্ট শক্তিশালী। একটা দুর্দান্ত ফাইনাল হয়েছে। আমার ট্রফি ক্যাবিনেটে ডুরান্ড কাপটা ছিল না। এবার সেটাও যোগ হল।’

সাংবাদিক সম্মেলন এড়ালেন প্যানোস

টিমবাসের অন্ধকারে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

এদিকে, ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ৪-১ গোলে লজ্জার হারের পর রীতিমতো বিধ্বস্ত মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। এমন পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের এড়িয়ে পালালেন বাগান কোচ। যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, তাদের নির্দেশেই সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করেছেন বাগান কোচ। এদিন ডুরান্ড ফাইনালে হারার পর প্যানোসের পারফরমেন্স আপাতত আতশকাচের তলায়। এদিন স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় মোহনবাগান টিমবাসকে ঘিরে জুতো দেখান এক লাল-হলুদ সমর্থক।

গ্যালারিতেও রাজত্ব ইস্টবেঙ্গলের

ডার্বির মাঝেও সাম্বা জ্বরে আক্রান্ত কলকাতা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : রবিবারের দুপুর। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটগুলির সামনে দর্শকদের লম্বা লাইন। গায়ে প্রিয় দলের জার্সি। এরই মাঝে চোখে পড়ল ব্রাজিলের জার্সি পরা এক সমর্থক বিভাস মুখোপাধ্যায়কে। তারকেশ্বর থেকে এসেছেন তিনি। মোহনবাগানের সমর্থক। ৩ অক্টোবর ব্রাজিল খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেও মাঠে আসার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। বিভাসের মতো এমন অনেক সমর্থককেই ব্রাজিলের জার্সি গায়ে দেখা গেল। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের আগমনের এখনও দেড় মাস বাকি। এখন থেকেই সেই ম্যাচের উত্তেজনার পারদ চড়ছে।

রবিবার দুপুর থেকেই ভিড় স্টেডিয়ামের আশপাশে। তিন বছর পর ডুরান্ড কাপ ফাইনালে মুখোমুখি দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তেজনার পারদ ছিল চরমে। ম্যাচ শুরুর পাঁচ মিনিট আগেও লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে গেটগুলির সামনে। স্লোগান-পালটা স্লোগানে লড়াই। গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ দর্শকদের চেক করা হল। ফলে ম্যাচ শুরুর পরেও অনেক দর্শককে মাঠে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে দুই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থক ভুল করে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির টিকিট কেটে ছিলেন। পরে অবশ্য পুলিশ তাদের মোহনবাগান গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থা করে দেয়।

ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে অবশ্য বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখা গেল। গত বছর ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো। এবার তিনি মোহনবাগানে। ম্যাচ শুরুর আগে প্রাক্তন সতীর্থ লালচুংনুঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, মহম্মদ বসিম রশিদদের সঙ্গে খোস গল্পে মাতলেন। মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস আবার নিজের প্রাক্তন ছাত্র ড্যানি র‍্যামিরেজের সঙ্গে গলা মেলালেন। দুই দলের গোলকিপার কোচ শুভাশিস রায়চৌধুরী ও অভ্র মণ্ডলকেও দেখা গেল নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

কিন্তু ম্যাচে সম্পূর্ণ অন্য ছবি। বিপিন সিং ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোলটি করার পর উত্তাল লাল-হলুদ গ্যালারি। এরপর এডমুন্ডের জোড়া গোলের পর কান পাতা দায় হয়ে যায়। উলটোদিকে শ্মশানের নীরবতা নেমে আসে বাগান গ্যালারিতে। সেই গ্যালারিতেই প্রাণ ফিরল মনবীর সিংয়ের গোলের পর। কিন্তু এডমুন্ডের হ্যাটট্রিক পুরো চুপ করিয়ে দেয় মোহনবাগান গ্যালারিকে। সবুজ-মেরুন জনতার চোখেমুখে পাঁচ গোল খাওয়ার আতঙ্ক। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে তখন বাঁধভাঙা উল্লাস। বাকি সময়টা গ্যালারিতে রাজ করলেন তাঁরা।

ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন ভাইকিং রো সেলিব্রেশনে টিম ইস্টবেঙ্গল।

গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলকিপার)- বিশাল কেইথ

গোল্ডেন বুট (সর্বাধিক গোলস্কোরার)- আলাদিন আজারেই

গোল্ডেন বল (সেরা ফুটবলার)-এডমুন্ড লালরিনডিকা

ডুরান্ডের ট্রফি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রতিযোগিতা ডুরান্ড কাপ। গত কয়েক বছর কলকাতায় সেই ডুরান্ডের আসর বসলেও বিগত সরকারের জমানায় উদ্বোধন বা ফাইনালের মঞ্চে প্রতিরক্ষামন্ত্রী তো দূর, কখনওই কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতি চোখে পড়েনি। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই প্রথা ভাঙল। ডুরান্ড ফাইনাল দেখতে কলকাতায় এলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। গত কয়েক বছরে অন্তত ডার্বির দিন এমন ছবি দেখা যায়নি। ঘরির কাঁটায় সন্ধ্যা ৬টা ২৫। যুবভারতীতে পৌঁছান রাজনাথ সিং। সেনা কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। দ্বিতীয়ার্ধের অনেকটা সময় ভিভিআইপি গ্যালারিতে বসে ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচ দেখেন রাজনাথ। চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের হাতে পদক ও ডুরান্ডের ট্রফি তুলে দেন তিনিই। ডুরান্ড ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ সেনাবাহিনীর তিন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তারা। আমন্ত্রিতদের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম থাকলেও তিনি আসতে পারেননি।

ইস্টবেঙ্গলকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন রাজনাথ সিং। *ছবি : ডি মণ্ডল*

গোল করে বিপিন সিং।- ডি মণ্ডল

‘বিপিনের গোলটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ২০১৫ কলকাতা ফুটবল লিগের ডার্বি। এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ওই ম্যাচে ২ মিনিটে প্রথম গোলটা এসেছিল ডু ডং হিউংয়ের পা থেকে। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন মেহতাব হোসেন। রবিবার ডুরান্ড কাপ ফাইনালে আরও একটা চার গোলের ম্যাচ দেখল লাল-হলুদ জনতা। এদিনের ম্যাচ দেখে সেই মেহতাবের ব্যাখ্যা, ১০ মিনিটে বিপিন সিংয়ের গোলই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তন লাল-হলুদ তারকার কথায়, ‘ডার্বি, তাও আবার ফাইনাল, দুই দলের ওপরই চাপ ছিল। এই ধরনের ম্যাচে শুরুতে গোল পেয়ে যাওয়াটা মানসিকভাবে ফুটবলারদের অনেকটা এগিয়ে দেয়। ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মনোবল ভেঙে দেয় বলে আমার ধারণা।’

সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের খেলা দেখেও খুশি হতে পারছেন না মেহতাব। বলছিলেন, ‘মোহনবাগানের রক্ষণভাগ দেখে আমি স্তম্ভিত। শিশুসুলভ ভুলগুলো মেনে নেওয়া যায় না। এটাও মানতে হবে অধিকাংশ ফুটবলারই নিজেদের সেরা সময় ফেলে এসেছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের ভারতীয় ব্রিগেড তারুণ্যে ভরপুর। সেটাও কিছুটা হলেও পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।’

ডুরান্ড কাপ ফাইনালের ময়নাতদন্তে মেহতাব হোসেন

ইস্টবেঙ্গলের এই সাফল্যের নেপথ্যে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের কৃতিত্বকেও বড় করে দেখছেন মেহতাব। বলেছেন, ‘ডাগআউটে হাবাসের মতো কোচের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গলের জন্য অ্যাডভান্টেজ ছিল। আমার ধারণা ওর পরিকল্পনা মতো খেলেই এই জয় এনে দিয়েছে ফুটবলাররা।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা প্রদীপ বিশ্বাস - কে

12.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 73156 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা জেতা জীবনযাত্রায় অনেক বড় পরিবর্তন আনে যা প্রত্যেক বিজয়ীই স্বীকার করেন। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাদের আর্থিক শক্তি জোগাবে যা আমাদের পরিবারের সাথে একটি ভালো জীবনযাপনের পথ প্রশস্ত করবে। ডিয়ার লটারিকে অভিনন্দন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ে উড়ল লাল-হলুদ আবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : মর্যাদার লড়াইয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ১-৪ গোলে বিধ্বস্ত করা। সঙ্গে ২২ বছর পর ডুরান্ড কাপ জয়। ইস্টবেঙ্গল এফসি-র সাফল্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মাতলেন শিলিগুড়ির লাল-হলুদ সমর্থকরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের জুনিয়ার সদস্যদের উদ্যোগে রবিবার জায়েন্ট স্ক্রিনে ডুরান্ড ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফ্যান ক্লাবের সহকারী সচিব স্বস্তিক সাহা ও শুভম দেব জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত হতেই সমর্থকদের নিয়ে তাঁরা লাল-হলুদ আবির খেলায় মেতে ওঠেন। জয় সেলিব্রেট করতে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর ইস্টবেঙ্গলের পতাকা নিয়ে র‍্যালি বের হয়। যা স্টেডিয়াম চত্বরে থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ি কলেজ, বাঘা যতীন পার্ক পরিক্রমা করে হাসমি চকে এসে শেষ হয়।

ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ে উৎসব সমর্থকদের।

ফাইনালে ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভৌমিক ওয়ারিয়র্স। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সঞ্জনা কেরকেট্টা ও ম্যাচের সেরা সুগতা টোপ্পো জোড়া গোল করেন। বাকি দুইটি গোল ঝানু রায় ও আয়েশা আহিন্দের। সোমবার সেমিফাইনালে কমলাবাগান এফসি মুখোমুখি হবে উজ্জ্বল সংঘের।

ম্যাচের সেরা ট্রফি নিচ্ছেন সুগতা টোপ্পো।

বন্ধন কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : রাখিবন্ধনকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় ও রয়েস স্টুডেন্টস এবং এসিএম চার্চের সহযোগিতায় ভিলেজ সিটি বন্ধন কাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হল। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, গুলমা সংলগ্ন খাটলিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তিনটি দল অংশ নিয়েছিল।